পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 308 Friday, 9 October, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৩০৯ সংখ্যা ✱ ২১ আশ্বিন ১৪৩৩, শুক্রবার, ৯ অক্টোবর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

স্কুল-মাদ্রাসায় যারা পুরো 'বন্দে মাতরম' গাইবে, তারাই আমার বন্ধু

মালদহে বন্যাত্রাণ ঘোষণা করে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ, ৮ অক্টোবরঃ দুর্গাপুজোর আগে প্লাবিত ও ভাঙনবিধ্বস্ত মালদহ পরিদর্শন করে বিপুল অঙ্কের আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে রাজ্যের সমস্ত মাদ্রাসা ও বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন শুরুর আগে পূর্ণাঙ্গ 'বন্দে মাতরম' গাওয়ার ওপর জোর দিয়ে তিনি স্পষ্ট জানান- যাঁরা এটি পরিবেশন করবেন, তাঁরাই তাঁর বন্ধু। রতুয়া, মানিকচক ও ইংরেজবাজারের বন্যা পরিস্থিতি সরজমিনে পর্যবেক্ষণ করে এ দিন দুর্গতদের জন্য ২৪২ কোটি (২৪১.৬৫ কোটি) টাকার বিপুল ক্ষতিপূরণ ও ত্রাণ প্যাকেজের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার হেলিকপ্টারে চেপে প্রায় ২০ মিনিট ধরে মালদহের প্লাবিত অঞ্চলগুলি আকাশপথে ঘুরে দেখেন শুভেন্দু। পরে মানিকচকের এক সভায় দুর্গত মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে তিনি ঘোষণা করেন, বন্যায় পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত ২৪,৫৯৫টি পরিবারকে বাড়ি মেরামতির জন্য ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ২২,৩৪০টি পরিবারকে ৯০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। পাশাপাশি পুজোর মুখেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ৫ হাজার পরিবারকে নতুন পোশাক, ত্রিপল, মশারি ও পাঁচ দিনের খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া ২১টি সরকারি ত্রাণশিবির এবং ২৫টি কমিউনিটি কিচেনের মাধ্যমে প্রতিদিন অন্তত ৮,১০০ জন মানুষকে রান্না করা খাবার জোগানো হচ্ছে এবং গবাদি পশুদের খাদ্য ও চিকিসাও সুনিশ্চিত করা হয়েছে। গঙ্গা ও ফুলহার নদীর ভাঙন রোধে স্থায়ী সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আইআইটি কানপুরকে দিয়ে ডিপিআর তৈরির

কাজ শুরু হয়েছে। মালদহ ও মুর্শিদাবাদের ভূতনি, রতুয়া, বৈষ্ণবনগর, সামশেরগঞ্জ ও লালগোলার মতো এলাকাগুলির স্থায়ী সুরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৩,৩০০ কোটি টাকার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল, যার মধ্যে চলতি অর্থবর্ষেই ৫০০ কোটি টাকা অনুমোদন মিলেছে। এ ছাড়াও সেন্ট্রাল ক্যালামিটি রিলিফ ফান্ড থেকে ১,৭০০ কোটি টাকা হস্তান্তরের আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে। পাশাপাশি ১২৫ দিনের গ্রামীণ কাজের (জি রামজি) মাধ্যমে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করা হবে। প্রশাসনিক সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে শুভেন্দু বলেন, অটল পেনশন যোজনা এবং কাঁচা রেশম উৎপাদনে (১৫৬৩ মেট্রিক টন, যা মোট উৎপাদনের ৬৮ শতাংশ) মালদহ জেলা নজরকাড়া সাফল্য অর্জন করেছে। জেলার বিখ্যাত আমশিল্পের জন্য আইসিএআর-এর উদ্যোগে ১০০ কোটি টাকার প্রসেসিং ইউনিট তৈরি হচ্ছে। দুর্গাপূজার ষষ্ঠীর পূর্বেই জেলার ১,২৪৮ কিলোমিটার রাস্তার ক্ষয়ক্ষতি সারিয়ে তোলার কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া চাঁচল ও গাজোলকে নতুন পুরসভা করার সিদ্ধান্ত এবং সীমান্ত ঘেঁষা ২৯টি গ্রামকে 'ভাইব্রেন্ট ভিলেজ' প্রকল্পের আওতায় এনে সাজিয়ে তোলার কথা ঘোষণা করেন তিনি। রাজ্য সরকারি কর্মী ও সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির বিষয়েও একাধিক সিদ্ধান্ত জানান মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ১৬ অক্টোবরের আগেই সরকারি কর্মী, শিক্ষক ও পুলিশকর্মীদের অতিরিক্ত ২০ শতাংশ ডিএ সহ আগাম বেতন দেওয়া হবে। হাসপাতালে রোগীদের দৈনিক ডায়েট চার্জ ৫৬ টাকা ৪০ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ১১০ টাকা করা হয়েছে। এ ছাড়া আশা কর্মী, আইসিডিএস কর্মী ও কর্মবন্ধুদের ভাতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। আইনি জটিলতা কাটিয়ে আগামী ১২ অক্টোবর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ১২,০০০ নবনিযুক্ত পুলিশকর্মীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার পাশাপাশি আগামী এক বছরে মেধাভিত্তিক ১ লক্ষ সরকারি চাকরির কথা জানান তিনি। একই সঙ্গে আয়ুষ্মান ভারত, অন্নপূর্ণা যোজনা, বার্ধক্য ভাতা এবং 'পশ্চিমবঙ্গ আবাসন যোজনা'-য় মালদহ জেলার জন্য নতুন ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৬০২টি বাড়ি তৈরির কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। সভা থেকে সামাজিক নীতি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মাদক ব্যবসা, বাল্যবিবাহ, বেআইনি ধর্মান্তর, 'লাভ জিহাদ' কিংবা গো-হত্যা আইন লঙ্ঘন কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। বলেন, ''১৯৫০ সালের পশু হত্যা আইন কার্যকর হবে, কোনও গো মাতার উপর হাত যেন কেউ না উঠায়।'' শেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয়তাবোধের প্রসারের বার্তা দিয়ে শুভেন্দু জানান, স্কুলের পাশাপাশি প্রতিটি মাদ্রাসায় ক্লাস শুরুর আগে বাধ্যতামূলকভাবে পুরো 'বন্দে মাতরম' গাইতে হবে। এই নিয়ম মান্যকারীদেরই তিনি নিজের পরম বন্ধু হিসেবে মানবেন বলে জানান তিনি।

নিরাপত্তা বাড়ল জ্ঞানেশ কুমারের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবরঃ দেশ জুড়ে বিক্ষোভের মাঝে আরও নিরাপত্তা বাড়ল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের। জেড প্লাস নিরাপত্তার বহর আরও জোরদার করল কেন্দ্রীয় সরকার। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বাসভবনের বাইরে নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ে ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। রাজনৈতিক স্তরে বিতর্ক ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিরোধীদের টানা বিক্ষোভের মাঝে ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করল কেন্দ্র। তিনি ইতিমধ্যেই 'জেড প্লাস' ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পান, তবে বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে সেই নিরাপত্তা বলয়কে আরও বিস্তৃত করা হয়েছে। সম্প্রতি দিল্লির নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের সামনে এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বাসভবন চত্বরে বিরোধীদের বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি তৈরি হয়। সম্ভাব্য ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে তাঁর ব্যক্তিগত সুরক্ষার পাশাপাশি দিল্লির সরকারি বাসভবন ও কমিশন কার্যালয়ে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী ও দিল্লি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কার্যালয় ও আবাসন চত্বরে সিআইএসএফ, সিআরপিএফ ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স-এর অতিরিক্ত জওয়ানরা দিনরাত পাহারায় নিযুক্ত রয়েছেন। সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে ২৪ ঘণ্টাই সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশের এক উচ্চপদস্থ অফিসার সংবাদ মাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, 'বিক্ষোভকারীরা তাঁর বাসভবন খুঁজে পেয়ে গিয়েছিলেন। আগ্রায় তাঁর বাসভবনের বাইরে আরও একটি বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়েছিল। আমাদের যাবতীয় ঝুঁকি খতিয়ে দেখতে হয়েছে। সেইমতো নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। তাঁর বাড়ির সামনে কয়েকটি পিকেটও বসানো হয়েছে।''

কলকাতায় সুদীপের বৈঠকে ১০ সাংসদ অনুপস্থিত!

ফের সময় চেয়ে চিঠি স্পিকারকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অক্টোবরঃ এনসিপিআই সাংসদদের কলকাতার হোটেলে বৈঠকে ডেকেছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সেই বৈঠকে ছিল পেটপুজোর আয়োজনও। কিন্তু এজেসি বোস রোডের হোটেলে সুদীপের ডাকা বৈঠকে ৫০ শতাংশই অনুপস্থিত রইলেন। পরবর্তী কৌশল নিয়ে আলোচনা করতেই সুদীপ বৈঠকটি ডেকেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সায়নী ঘোষ, ইউসুফ পাঠান, মালা রায়, জুন মালিয়া, পার্থ ভৌমিক, মিতালি বাগ, কালীপদ সোরেন, দেব এবং অসিত মাল বৈঠকে আসেননি। সুদীপ ছাড়া বৈঠকে ছিলেন আবু তাহের, খলিলুর রহমান, শর্মিলা সরকার, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ বসুনিয়া, শতাব্দী রায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাপি হালদার, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরূপ চক্রবর্তী। কেন এলেন না ১০ জন? বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ বলেন, ''কেউ আমেরিকা গিয়েছেন, কারও ছেলের শরীর খারাপ, কারও অন্য মিটিং রয়েছে।'' তবে অনুপস্থিত সকলের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হয়েছে বলেও দাবি করেন অরূপ। বর্ধমান পূর্বের সাংসদ শর্মিলার বক্তব্য, ''যাঁরা আসেননি, তাঁদের সঙ্গে কোনও মনমালিন্যের ব্যাপার নেই।'' পুজোর আগে বলে বৃহস্পতিবারের বৈঠকে খাওয়াদাওয়ারও বন্দোবস্ত ছিল। চিকেন ও মটনের একাধিক পদ ছিল এনসিপিআই সাংসদদের রসনাতৃপ্তির জন্য। ছিল মিষ্টি দই, ঘোল এবং পোলাওয়ের সঙ্গে খাওয়ার জন্য বিশেষ ধরনের রায়তা। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে এনসিপিআই সাংসদরা স্পিকারের কাছে জবাব দেওয়ার জন্য চার সপ্তাহ সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু স্পিকার তাঁদের চিঠি দিয়ে জানান, চার সপ্তাহ নয়। দু'সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে হবে। স্পিকারের দেওয়া সেই দু'সপ্তাহের মেয়াদ শেষ হচ্ছে বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবারের বৈঠকে ঠিক হয়েছে, ফের চিঠি দেওয়া হচ্ছে স্পিকারকে। সময় চাওয়া হয়েছে আরও দু'সপ্তাহ। কোন যুক্তিতে তাঁরা তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন এবং কেন তাঁদের বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধী আইন কার্যকর হবে না, সেই বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন স্পিকার। প্রথমে সাত দিন, দ্বিতীয় দফায় তিন সপ্তাহ এবং তৃতীয় দফায় জবাব দেওয়ার জন্য আরও দু'সপ্তাহ পান এনসিপিআই সাংসদেরা। এ বার স্পিকার ফের সময়বৃদ্ধির আর্জি মঞ্জুর করলে চতুর্থবারের জন্য বাড়তি সময় পাবেন ২০ জন। এই ২০ জনের বিরুদ্ধে দলত্যাগবিরোধী আইন কার্যকর করার আর্জি লিখিত ভাবে জানানো হয়েছে স্পিকারের কাছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে পৃথক ভাবে অভিযোগ জানানো হয়। সুপ্রিম কোর্টেও পিটিশন দাখিল করে কালীঘাটপন্থী তৃণমূল। তার পর সুপ্রিম কোর্টের বার্তার পরেই জবাব চেয়ে পাঠায় স্পিকারের সচিবালয়। ইতিমধ্যেই কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের প্রবীণ নেতা তথা শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, এক বছরের মধ্যে এই ২০ জনের বিরুদ্ধে দলত্যাগবিরোধী আইন কার্যকর করে ২০টি আসনে উপনির্বাচন করাবেন। এখন দেখার স্পিকার সুদীপদের আরও কিছুটা সময় দেন কিনা।

কাব্যভাষার সীমানা ভেঙেছেন, সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন কানাডিয়ান কবি অ্যান কার্সন

সংবাদ সংস্থা, স্টকহোম, ৮ অক্টোবরঃ গ্রীক ধ্রুপদী সাহিত্যের পুনর্নবীকরণ ও আধুনিক কাব্যভাষার সীমানা ভেঙে নতুন সাহিত্যরূপ তৈরির অসামান্য স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৬ সালের সাহিত্যের নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলেন বিশিষ্ট কানাডীয় কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক অ্যান কার্সন। বৃহস্পতিবার রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি তাঁর নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে। জানিয়েছে, ধ্রুপদী ঐতিহ্যের সঙ্গে এক কৌতুকপূর্ণ সংলাপের মাধ্যমে সমকালীন সাহিত্যের জন্য নতুন রূপ তৈরি করা তাঁর সাহসী ও উদ্ভাবনী সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হল। পুরস্কারের আর্থিক মূল্য ১২ মিলিয়ন সুইডিশ ক্রোনা (প্রায় ১২ লাখ মার্কিন ডলার)। এর আগে ২০২৫ সালে এই পুরস্কার জিতেছিলেন হাঙ্গেরীয় কথাসাহিত্যিক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই। কবিতা, গদ্য, সংলাপ, সাহিত্য সমালোচনা ও অনুবাদের সীমারেখা মুছে দিয়ে সাহিত্যের এক নতুন ধারা তৈরি করেছেন ৭৬ বছর বয়সী অ্যান কার্সন। তাঁর ১৯৯৮ সালের কালজয়ী কাব্য-উপন্যাস 'অটোবায়োগ্রাফি অব রেড' বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। গ্রীক সাহিত্যের বিদগ্ধ গবেষক

কার্সনের ২০১৯ সালের সৃষ্টি 'নর্মা জিন বেকার অব ট্রয়'-এ ইউরিপিডিসের গ্রীক নাটক 'হেলেন'-এর সঙ্গে হলিউড অভিনেত্রী মেরিলিন মনরোর জীবনের মেলবন্ধন ঘটিয়ে প্রশংসিত হয়েছেন। লিও তলস্তয়, ভার্জিনিয়া উলফ, হোর্হে লুইস বোর্হেস কিংবা ভ্লাদিমির নাবোকভের মতো সাহিত্য তারকাদের উপেক্ষা করার কারণে সুইডিশ অ্যাকাডেমি অতীতে বহুবার সমালোচিত হলেও, বব ডিলান (২০১৬), গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস (১৯৮২) বা ডোরিস লেসিং (২০০৭)-এর মতো জনপ্রিয় লেখকদের নির্বাচন করে চমক দিয়েছে। ১৯০১ সাল থেকে প্রবর্তিত আলফ্রেড নোবেলের উইলের ঐতিহ্য বজায় রেখে অ্যান কার্সনের নির্বাচন সমকালীন সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে এক বিরাট উপহার।

বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন বিকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অক্টোবরঃ জানালার কাচ ভাঙা। ঘরের ভিতর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে সেই কাচ। একদম সাত-সকালে দুষ্কৃতী হামলা হয়েছে আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ থেকে শুরু করে মদের বোতল ছুড়ে হামলা চালানো হয়েছে প্রবীণ এই আইনজীবীর বাড়িতে। আর এই ঘটনার পরই বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিকাশ ভট্টাচার্য। এবার পুলিশি নিরাপত্তার কথা বলছেন তিনি। সঙ্গে জানিয়েছেন, নিজের সঙ্গে লাইসেন্স প্রাপ্ত রিভলবার রাখবেন। এই প্রথম নয়, এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে। প্রাক্তন এই সাংসদের বাড়ির সামনে এসে কটু কথা বলতে শোনা গিয়েছে। কিন্তু সেই নিয়ে ততটা সরব হতে দেখা যায়নি সিপিএম এই নেতাকে। তবে, বৃহস্পতিবার তাঁর বাড়িতে হামলার ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছেন তিনি। এ দিন তিনি বলেন, ''আমি পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কমিশনার অব পুলিশের কাছে

● এরপর ৬ পাতায়...

কমলা বাসে চেপে রাজঘাটে রাহুল-প্রিয়ঙ্কারা!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবরঃ বৃহস্পতিবার দিল্লির কনট প্লেসে শীর্ষ নেতাদের সমন্বয় বৈঠকের পর কমলা বাসে চেপে রাজঘাটে পৌঁছন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, সাংসদ প্রিয়ঙ্কা গান্ধি বঢরা-সহ অন্য বিরোধী সাংসদেরা। মহাত্মা গান্ধির স্মারকের সামনেই সত্যাগ্রহ ও অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হন তাঁরা। রাজঘাটে পৌঁছানোর আগে খড়্গে জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের 'বোধোদয়ের' প্রার্থনাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য, যাতে তাঁরা অনুধাবন করতে পারেন যে তাঁদের বর্তমান কাজকর্ম আদতে দেশের স্বার্থের পরিপন্থী। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে 'ভোট

● এরপর ৬ পাতায়...

'নির্বাচনকে অবৈধ প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন না', বিতর্কের মাঝে আবেদন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবরঃ রাজধানীতে জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁঝ যখন বাড়ছে। পথে নেমেছেন বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীরা। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চলছে। এই আবহে দেশবাসীকে খোলা চিঠি লিখলেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা। খোলা চিঠিতে তাঁরা লিখেছেন, 'আমরা প্রাক্তন বিচারপতি এবং অবসরপ্রাপ্ত পদাধিকারী হিসেবে এই চিঠি লিখছি। আমরা কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করি না। আমরা এই চিঠি লিখছি কারণ, এই মুহূর্তে নীরব থাকা আর কোনও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত হতে পারে না।' পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা বলছেন, 'ভারতের সাংবিধানিক সংস্থাগুলো ক্রমাগত আক্রমণের মুখে পড়েছে। ভারতের নির্বাচন কমিশন এই আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। এমনকী বিচার ব্যবস্থা, যাকে আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখি, সেটাও রেহাই পায়নি।' অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের মতে, আদতে এই আক্রমণ ভারত তথা বিশ্বের সর্ববৃহ গণতন্ত্রকে অস্থির করার চেষ্টা। পরিণতি বিবেচনা না করেই রাজনৈতিক উদ্দেশে এই পরিকল্পিত করা হয়েছে বলে মনে করছেন তাঁরা। চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রতিষ্ঠানগুলির সমালোচনা করা একটি গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু সেগুলোকে অবমাননা করা নয়।

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে জনসমক্ষে চোর, পুতুল হিসেবে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে বলেও সমালোচনা করা হয়েছে ওই চিঠিতে। তাঁরা লিখেছেন, যাঁরা নির্বাচন পরিচালনা করেন, সেই আধিকারিকদের নাম প্রকাশ করে লজ্জিত করা হচ্ছে এবং ক্ষমতা পরিবর্তন হলে প্রকাশ্যে প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কোনও আদালতই এই ধরনের অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পায়নি। ভোট চুরির অভিযোগকে আদালতের সামনে না এনে প্রেস কনফারেন্সে কেন আনা হচ্ছে, সেই প্রশ্নও তোলা হয়েছে। চিঠিতে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, কমিশন যখন শপথনামা চেয়ে পাঠায়, তখন কেউই তা জমা দেয় না। কেবল হারের পর ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনকে দোষারোপ করা হয়। অথচ একই মেশিনে অন্যান্য জয়ের বিষয়ে কেন কোনও প্রশ্ন তোলা হয় না? আইনি মামলার দীর্ঘ রেকর্ড থাকা কিছু অ্যাক্টিভিস্ট গোষ্ঠী এই দাবিগুলোকে আইনি রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে বলেও দাবি করেছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা। বিচার ব্যবস্থার ওপর জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিদ্বেষমূলক বার্তাগুলোকে বড় আকারে প্রচার ও বিস্তার করা হচ্ছে। নির্বাচনী ব্যবস্থার অংশ বিশেষ নিবিড় সংশোধন সেই ব্যবস্থারই অংশ। ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ধারা ২১(৩) কমিশনকে যে কোনও সময় তালিকা সংশোধন করার ক্ষমতা দেয় বলে উল্লেখ করেছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা। বহুবার এই নিবিড়

● এরপর ৬ পাতায়...

আইভরি কোস্টে প্রবাসীদের মাঝে জয়শঙ্কর, তুলে ধরলেন মোদীর সেবার সুফল

আবিদজান, ৮ অক্টোবর ঃ আন্তর্জাতিক অস্থিরতার মাঝেও দেশের স্বার্থরক্ষা এবং বিশ্বমঞ্চে ভারতের বলিষ্ঠ উপস্থিতির নেপথ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা। পশ্চিম আফ্রিকার দেশ আইভরি কোস্ট সফরে গিয়ে সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের সামনে ঠিক এই কথাই তুলে ধরলেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। আবিদজানে প্রবাসী ভারতীয়দের আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিদেশমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে সেই বৈঠকের বিস্তারিত তুলে ধরে তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদীর একটানা ২৫ বছরের জনসেবার সুদৃঢ় অভিজ্ঞতাই এখন আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ভারতের পথপ্রদর্শক।অনুষ্ঠানে বিদেশমন্ত্রী জানান, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশ্বজুড়ে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হলেও জ্বালানি ও শক্তির জোগানে ভারত কোনওও টান পড়তে দেয়নি। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বকে কাজে লাগিয়ে দেশের কৃষকদের জন্য সারের সরবরাহ সুনিশ্চিত রাখা সম্ভব হয়েছে। শুধু বাণিজ্য বা কূটনীতি নয়, মানবিক সংকটেও ভারত যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, সে কথাও মনে করিয়ে দেন তিনি। জয়শঙ্করের কথায়, সরকারি ব্যবস্থার ওপর স্পষ্ট ধারণা থাকার ফলেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিংবা বিদেশের মাটিতে বিপদে পড়া ভারতীয়দের দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এর পাশাপাশি ব্রিকস এবং জি-২০-র সভাপতি থাকাকালীন প্রধানমন্ত্রী কীভাবে ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য ও কার্যকর সম্পর্কের মাধ্যমে বিশ্বনেতাদের এক টেবিলে এনে ঐকমত্য গড়ে তুলেছিলেন, তারও উল্লেখ করেন তিনি।

নানা পটেকরের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ৮ অক্টোবর ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট ও প্রবীণ অভিনেতা নানা পটেকরের আকস্মিক প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার সকালে সামাজিক মাধ্যমে এক শোকবার্তায় শুভেন্দু অধিকারী জানান, প্রখ্যাত অভিনেতার প্রয়াণের খবরে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত। ভারতীয় চলচ্চিত্রে নানা পাটেকরের অনন্য অভিনয়শৈলী, ব্যক্তিত্ব এবং অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করে তিনি উল্লেখ করেন, তাঁর এই চিরবিদায়ে দেশের চলচ্চিত্র জগতে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হলো।প্রয়াত অভিনেতার শোকসন্তপ্ত পরিবার, পরিজন এবং দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা তাঁর অগণিত অনুরাগীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান শুভেন্দু অধিকারী। সেই সঙ্গে তিনি প্রয়াত শিল্পীর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেন।

এএপি এখন পঞ্জাবে 'গুন্ডাকায়েম করেছে ও গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে ঃগৌরব ভাটিয়া

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবরঃ পঞ্জাবের পুর নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগে ৫০টি ওয়ার্ডে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের এই ঐতিহাসিক নির্দেশকে হাতিয়ার করে আম আদমি পার্টি (এএপি) এবং মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করল ভারতীয় জনতা পার্টি। বিজেপির অভিযোগ, তথাকথিত ' স্বরাজ কথা বলে রাজনীতিতে এসে এএপি এখন পঞ্জাবে ' গুন্ডাকায়েম করেছে এবং গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে।বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি নেতা ও জাতীয় মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রতিলিপি তুলে ধরে বলেন, সুপ্রিম কোর্ট সুনির্দিষ্ট তথপ্রমাণের ভিত্তিতে পঞ্জাবের ৫০টি ওয়ার্ডে পুনর্নির্বাচনের স্পষ্ট নির্দেশ জারি করেছে। একসময়ে 'স্বরাজ'-এর স্বপ্ন দেখিয়ে রাজনীতিতে আসা আম আদমি পার্টি এখন পরিণত হয়েছে 'গুন্ডারাজ'-এর দলে।তিনি অভিযোগ করেন, এই নির্বাচনগুলি সুষ্ঠু ও অবাধভাবে পরিচালনা করার প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের। কিন্তু নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি ও হিংসার অভিযোগ ওঠায় সুপ্রিম কোর্ট পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নির্মলজি কৌরের নেতৃত্বে এক সদস্যের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং কমিশন গঠন করেছিল।কমিশনের প্রতিবেদনের উল্লেখ করে বিজেপি নেতা বলেন, সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে কমিশন সুপ্রিম কোর্টে যে তথ্য পেশ করেছে, তা গণতন্ত্রের জন্য চরম লজ্জাজনক। সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বাধীন কমিটির তদন্ত রিপোর্ট এটি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে-'পাপী এএপি' এবং তাদের মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীরা পঞ্জাবে গণতন্ত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে তাদেরই পরিচিত স্লোগানঃ' গন্ত্রেরমৃত্যু হয়েছে'।

নামবদল ঘিরে ফের তরজা তুঙ্গে ' পশ্চিমবঙ্গ' চায় বিজেপি, ' বাংলা'র দাবিতে অনড় তৃণমূল

কলকাতা ও কোচবিহার, ৮ অক্টোবর ঃ রাজ্যের নাম পরিবর্তন নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হল পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে। রাজ্যসভায় পেশ হতে চলা এক বিলকে কেন্দ্র করে এই বিতর্কের সূত্রপাত। বুধবার কোচবিহারে দাঁ।য়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দাবি করেন, রাজ্যের নাম পরিবর্তন করে ' পশ্চিমবঙ্ করা হবে। আর বিজেপির এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। কুণাল ঘোষের স্পষ্ট বক্তব্য, রাজ্যের নাম হওয়া উচিত শুধুই 'কোচবিহারে এক কর্মসূচিতে শমীক ভট্টাচার্য জানান, সংসদীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজ্যের নাম 'পশ্চিমবঙ্গ' করার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এর পরেই কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপির এই অবস্থানের কড়া সমালোচনা করেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তিনি মনে করিয়ে দেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য বিধানসভায় সর্বসম্মতভাবে রাজ্যের নাম ' বাংলা করার প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং ঐতিহাসিকদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পরেই এই সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছিল।বিজেপির সমালোচনা করে তৃণমূলের এই নেতা প্রশ্ন তোলেন, নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব বারবার এ রাজ্যে এসে ' সোনার বাংলা' গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তখন তো কেউ ' সোনার পশ্চিমবঙ্গ' বলতেন না! ভোট চাওয়ার সময় যদি ' সোনার বাংলা' স্লোগান হতে পারে, তবে নির্বাচনের পরে সেই ' বাংলা নাম মানতে আপত্তি কোথায়? ঐতিহাসিক ভৌগোলিক প্রেক্ষিত টেনে তিনি আরও যোগ করেন, যেখানে ভৌগোলিকভাবে এখন কোনও ' পূর্ব বঙ্গ নেই, সেখানে আলাদা করে ' পশ্চিম শব্দের আর কোনও প্রাসঙ্গিকতা থাকে না।

দিল্লিতে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক, নির্মলার পৌরোহিত্যে উপস্থিত বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর ঃ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের পৌরোহিত্যে বৃহস্পতিবার দেশের রাজধানীতে শুরু হয়েছে গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স কাউন্সিলের ৫৭-তম বৈঠক। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর কাঠামোর সরলীকরণ, করের হার যৌক্তিকীকরণ এবং রাজ্যগুলির রাজস্ব সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে আলোচনা চলছে।বৈঠকে অংশ নিয়েছেন একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা। উপস্থিত রয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফ।নবিস, কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী ডি. কে. শিবকুমার, জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ এবং হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি। এছাড়াও দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থ প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে শামিল হয়েছেন।পণ্য ও পরিষেবা কর কাঠামোর নানা অমীমাংসিত জটিলতা নিরসন এবং কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের স্বার্থে এবারের বৈঠকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

বিকশিত ভারতের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন জরুরি ঃ অন্নপূর্ণা দেবী

নয়াদিল্লি, ৮অক্টোবর ঃ নারীর ক্ষমতায়ন ও নিরাপাতার ওপর জোর দিয়েছেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী। তিনি বলেছেন, দেশের উন্নয়নের যাত্রাপথ গঠনে এদেশের নারীরা এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। গত বুধবার নতুন দিল্লিতে 'প্রোটেকশন অফিসার'-দের জাতীয়. সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি বলেন, বিকশিত ভারত গড়ার সংকল্প তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন দেশের মা, বোন ও কন্যারা ক্ষমতায়িত ও সুরক্ষিত হবেন।তিনি উল্লেখ করেন, নারীদের নিরাপত্তা ও মর্যাদাবোধ নিশ্চিত করা সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, ভারতের শক্তি নিহিত রয়েছে নারীশক্তির মধ্যেই। মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী আরও বলেন, প্রতিটি ঘরকে নিরাপদ রাখা এবং প্রতিটি ভুক্তভোগী যাতে দ্রুত ন্যায়বিচার পান, তা নিশ্চিত করাই সরকারের সম্মিলিত লক্ষ্য।

সম্বলপুরে কংগ্রেস ও বামেদের বন্ধ, ট্রেন আটকে বিক্ষোভ

সম্বলপুর, ৮ অক্টোবর ঃ কংগ্রেস ও বামপন্থী দলগুলির ডাকা বন্ধের জেরে বৃহস্পতিবার ব্যাপক প্রভাব পড়ল ও।শার সম্বলপুরে। সকাল থেকেই শহরের অধিকাংশ দোকানপাট, বাজার, স্কুল ও কলেজ বন্ধ রয়েছে। প্রতিবাদ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সম্বলপুর রেল স্টেশনে সম্বলপুর-পুরী এক্সপ্রেস আটকে দেন আন্দোলনকারী কংগ্রেস কর্মীরা। বন্ধের সমর্থনে সকাল থেকেই রাস্তায় নামেন কংগ্রেস ও বাম কর্মী-সমর্থকেরা। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে পিকেটিং করার পাশাপাশি রেল পরিষেবা ব্যাহত করার চেষ্টা চালানো হয়। সম্বলপুর স্টেশনে লাইনে দাঁড়িয়ে ট্রেন আটকে বিক্ষোভ দেখান আন্দোলনকারীরা। তবে পরিস্থিতি সামাল দিতে তপর হয় প্রশাসন।আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে সম্বলপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীমন্ত বারিক জানান, কংগ্রেস ও বাম দলগুলির বন্ধ আহ্বানের প্রেক্ষিতে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আগে থেকেই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। জেলা পুলিশ, আরপিএফ এবং জিআরপি-র যৌথ নজরদারিতে রেল স্টেশনে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বিক্ষোভের জেরে সামান্য ব্যাঘাত ঘটলেও ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানকে তুলোধোনা ভারতের, মাসুদকে নিয়ে 'দ্বিচারিতা' বন্ধের কড়া বার্তা

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর ঃসন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে পাকিস্তানের 'দ্বিচারিতা' এবং ভণ্ডামিকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে কড়া ভাষায় ধুয়ে দিল ভারত। জইশ-ই-মহম্মদ প্রধান তথা কুখ্যাত জঙ্গি মাসুদ আজহারের মাথার দাম ঘোষণা করে পাকিস্তান যে আসলে নিজেদের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে, রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় দাঁ।য়ে তা স্পষ্ট জানিয়ে দিল নয়াদিল্লি। ক।। বার্তা দিয়ে ভারত স্মরণ করিয়ে দেয়, ৯।১১, ২৬।১১ কিংবা পহেলগাম হামলার মতো নারকীয় ঘটনা বিশ্ববাসী আজও ভুলে যায়নি।রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ' রাইট অব রিপ্লাই' বা প্রত্যুত্তরের অধিকার প্রয়োগ করে ভারতের ফার্স্ট সেক্রেটারি রঘু পুরী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানান, কেবল ফাঁকা বুলি বা ঘোষণার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদকে পরাস্ত করা যায় না। সন্ত্রাসবাদের মূল হোতা, অর্থ জোগানদাতা এবং মদতদাতাদের বিরুদ্ধে বাস্তব ও কঠোর পদক্ষেপ নিতে

পশ্চিমবঙ্গে মূকাভিনয় শিল্পের উন্নতি সাধনে মডার্ন মাইম সেন্টারের প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি,৮অক্টোবরঃ মূকাভিনয় শিল্পী গুরু শ্রী কমল নস্কর (মডার্ন মাইম সেন্টারের কর্ণধার) বিগত পাঁচ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার স্কুলে মূকাভিনয় কর্মশালা ও প্রদর্শনের মাধ্যমে নির্বাচিত মূকাভিনয় প্রতিভাময় ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে শুরু করেছেন মূকাভিনয়ের আসর। গত ৫ই অক্টোবর কলকাতায় তৃপ্তি মিত্র নাট্য গৃহে সারাদিন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মূকাভিনয় কর্মশালা ও গুরু কমল নস্করের রচনা, পরিচালনা য় একটি নতুন মূকাভিনয় প্রযোজনা আশক্তি মঞ্চস্থ হয়। বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে গতি, দিয়েছে স্বপ্ন, দিয়েছে উন্নতির অসংখ্য পথ, তবুও মানুষের চাহিদার শেষ নেই। একটি চাহিদার পূরণ হওয়ার আগেই জন্ম নেয় আরেকটি চাহিদা। আর সেই চাহিদা ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে আশক্তি। তাই অতি লোভ, অবজ্ঞা, বদঅভ্যাস, ব্যর্থতা, অসংযম, অপচয়, হিংসা, খুন, যুদ্ধ প্রভৃতি মানুষের মানবিকতা, বিবেককে শেষ করে দেয়। আজ আধুনিক মানুষ উন্নতির আড়ালে অবনতিকে গ্রহণ করে ও নিজেকে আসক্তির দাস তৈরী করে। উপরিউক্ত ভাবনাকে আশ্রয় করে মোট ছয়টি গল্প নিয়ে একটি শিক্ষামূলক মূকাভিনয় সন্ধ্যা দর্শকদের মোহিত

করে তোলে। প্রথম নিবেদন শৈশবের বদঅভ্যাস। অন্যের গাছের পেয়ারা চুরি করার অপ্রতিরোধ্য কুঅভ্যাস ও আশক্তি,নৈতিক সঠিক বোধকে নষ্ঠ করে। অংশগ্রহণে বীরভূম জেলা থেকে সারথি সরেন, আরতি সরেন ও কোলকাতা থেকে অন্বেষা দাস অপূর্ব মূকাভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করে। দ্বিতীয় নিবেদন পরীক্ষার ব্যর্থতা। মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার ও আশক্তি শিক্ষার্থীদের বইয়ের পাতার প্রতি তীব্র অনীহা ও অবহেলা পরীক্ষায় চূড়ান্ত ব্যর্থতা এনে দেয়। গল্পটিতে পরীক্ষার্থী চরিত্রে হুগলি জেলা থেকে তৃষা মাঝির অপূর্ব মূকাভিনয় করে। সঙ্গে সহযোগিতায় দেবলীনা কোলে,আরতি সোরেন ও সারথি সোরেন। তৃতীয় নিবেদন অসংযমী মধ্যপ। মদ্যপানে অসংযমী ও অনিয়ন্তিত আশক্তি কিভাবে মাতাল চরিত্রে রূপান্তরিত করে। মাতাল চরিত্রে গুরু কমল নস্কর দর্শক মনে বিশেষ ভাবে দাগ কাটে। মদের বোতলের চরিত্রে তৃষা মাঝি ও দেবলীনা কোলে যথাযথ। চতুর্থ নিবেদন অপচয়ের ফল । স্মার্ট ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে ফেলার গল্পটি সু ন্দর ভাবে উপস্থিত করে কলকাতা থেকে দেবাশীষ পোদ্দার। পঞ্চাম নিবেদন অন্ধ লোভ । একটি চোরের অনায়াসে চুরি করার প্রবনতা ও আশক্তি কিভাবে মানুষকে অপরাধের অতল গভীরে টেনে নিয়ে যায় তার স্পষ্ট ছবিই ধরা পড়ে কলকাতা থেকে বৃষ্টি কণা নস্করের একক মূকাভিনয়ে। কাঁচের দেওয়াল কেটে আলমারি ভেঙ্গে সোনার হার, দুল, টাকা পয়সা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দড়ি ধরে নিচে এসে সবার কাছে ধরা পড়ার দৃশ্যটি খুবই সু ন্দর ভাবে বোঝা যায়।মঞ্চে কিছুই থাকে না। কিন্তু দর্শকদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। শেষ নিবেদন অর্থ লোভী ডাক্তার । মানুষের সেবার চেয়ে অর্থ উপার্জনই হয়ে উঠে এক হাতুড়ে ডাক্তারের প্রধান লক্ষ্য। অপারেশনের সময় ভুল বসত রুগীর পেটে মোবাইল ফোন থেকে যাওয়ার হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে গল্পটি দর্শক খুবই উপভোগ করেছে। ডাক্তারের ভূমিকায় কলকাতার দেবাশীষ পোদ্দার, রুগীর ভূমিকায় বৃষ্টি কণা নস্কর ও উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে সঞ্জয় সাহার মূকাভিনয় খুবই আকর্ষনীয় হয়েছে। দেবাশীষ পোদ্দারের সঙ্গিত ও মধুমিতা মোদকের সঞ্চালনা,কার্তিক বর্মন ও মন্টু দাসের আলো যথাযথ।ভারত সরকারের সহিযোগিতা ও গুরু কমল নস্করের পরিচালনায় মডার্ন মাইম সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় মূকাভিনয় প্রসারের এই উদ্যোগ পরবর্তী প্রজন্মকে এক নতুন পথের সন্ধান দেবে।

স্লিপার বাসে হঠাৎ বিধ্বংসী আগুন

শিবমোগ্গা (কর্নাটক), ৮ অক্টোবরঃ কর্নাটকের শিবমোগ্গা জেলায় এক চলন্ত বেসরকারি বাসে আগুন লেগে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। বৃহস্পতিবার সাগড় তালুকের মুম্বালু গ্রামের কাছে একটি বেসরকারি স্লিপার বাসে আচমকাই আগুন ধরে যায়। তবে চালক ও যাত্রীদের তপরতায় কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি সমস্ত যাত্রী সুরক্ষিত অবস্থায় বাস থেকে নেমে আসতে পেরেছেন।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, যাত্রীবোঝাই স্লিপার বাসটি গন্তব্যে যাওয়ার পথে মুম্বালু গ্রামের কাছে হঠাই ধোঁয়া দেখতে পান যাত্রীরা।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

নানা পারিবারিক বন্ধু ছিলেন, কার্গিল যুদ্ধের সময় ইউনিফর্ম পরে সীমান্তে গিয়েছিলেনঃনীতিন গড়কড়ি

নাগপুর, ৮ অক্টোবর ঃবিশিষ্ট অভিনেতা তথা সমাজসেবী নানা পটেকরের প্রয়াণে গভীর শোক ও স্মৃতিচারণ করলেন কেঃদ্রীয. মন্ত্রী নীতিন গড়ক।ি বৃহস্পতিবার নাগপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি অভিনেতার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের পারিবারিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করেন এবং ভারতীয. সিনেমা ও জাতীয় জীবনে তাঁর অসামান্য অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে তুলে ধরেন। শোকবার্তায় আবেগাপ্লুত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, নানা পটেকর আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বহু বছর ধরে আমাদের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কৃষকদের জন্য, বিশেষ করে জল সংকট ও জলসংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি গভীর সংবেদনশীলতার সঙ্গে অনুকরণীয. কাজ করেছেন। সামাজিক চেতনা, সামাজিক দাযিত্ববোধ এবং সংবেদনশীলতা ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য।হিন্দি ও মারাঠি চলচ্চিত্রে অভিনেতার প্রভাবের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, উভয.ভাষার চলচ্চিত্রেই তাঁর অবদান আগামী বহু বছর ধরে স্মরণ করা হবে। তাঁর এই চলে যাওয়া আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে এক বিরাট ক্ষতি।অভিনেতার দেশপ্রেমের বিরল দৃষ্টান্ত তুলে ধরে নীতিন গড়কড়ি স্মৃতিচারণ করেন, কার্গিল যুদ্ধের সময.নানা ইউনিফর্ম পরে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে সামনের সারিতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। বহু ক্ষেত্রে তিনি তাঁর বীরত্বপূর্ণ মনোভাব এবং খাঁটি দেশপ্রেমের প্রমাণ দিয়েছেন। সমাজ ও জাতি নিশ্চিতভাবেই তাঁর এই অবদানকে চিরকাল মনে রাখবে।

ডিজিটাল ব্যবধান ঘুচিয়ে প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণে জোর প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর ঃ এক দশক আগেও ভারতে ডিজিটাল ব্যবধান ছিল এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। আধুনিক প্রযুক্তি ক্রমশ সচ্ছল ও প্রভাবশালী শ্রেণির বিশেষ সুবিধা বা প্রিভিলেজে পরিণত হচ্ছিল। 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' অভিযানের মাধ্যমে আমরা এই পরিস্থিতি বদলের সংকল্প নিই এবং মোবাইল ফোনকে এই পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করি। বৃহস্পতিবার দিল্লির যশোভূমিতে 'ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস'-এর দশম সংস্করণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে এই তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।টেলিকম ক্ষেত্রের পরিকাঠামোগত সংস্কারের সুফল তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, টেলিকম ক্ষেত্রকে গতিশীল করতে প্রয়োজনীয় সমস্ত সংস্কার সাধন করা হয়েছে এবং দেশজুড়ে পরিকাঠামোর ব্যাপক বিস্তার ঘটানো হয়েছে। এর পাশাপাশি মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য টেলিকম হার্ডওয়্যার যাতে ভারতের মাটিতেই তৈরি হয়, তার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, সরকারের ধারাবাহিক উদ্যোগের ফলেই আজ দেশের সাধারণ মানুষের কাছে মোবাইল ফোন এবং ডেটার প্রাপ্যতা অত্যন্ত সহজলভ্য ও সাধ্যের মধ্যে চলে এসেছে। এটি ভারতের সাধারণ নাগরিকদের ' ইজ অফ লিভিং' বা জীবনযাত্রার মানকে আরও উন্নত ও সহজ করে তুলেছে।ডিজিটাল বৈষম্য দূর করার প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী জানান, বিগত দিনে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যেখানে শুধু সামর্থ্যবানরাই আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা পাচ্ছিলেন। সেই অচলাবস্থা ভেঙে প্রযুক্তিকে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিয়ে তার সার্বিক গণতন্ত্রীকরণ নিশ্চিত করেছে ভারত। দেশের প্রতিটি প্রান্তে ডিজিটাল সেবার প্রসার ঘটিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষকে মূলস্রোতে আনাই এই রূপান্তরের মূল চালিকাশক্তি বলে তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Elec.)/Ltg/Z- V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : LTG/XIV/11/26-27/127/R (2nd Call)

Name of the Work : **Operation and maintenance of Street Lighting installation in Ward No. 127;** Estimated Amount: **Rs. 4,98,132.00**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid**: 31.10.2026 at 4 p.m.;** Bid opening date and time for Technical proposals (online): **31.10.2026 at 5 p.m.;** The bid forms and other details are available on and from **09.10.2026 at (4 p.m.)**

(2) NIT No. : KMC/LTG/AA/16/26-27/61

Name of the Work : **Supply and delivery of LED light fittings at Panchpara Road, Panchpara Lane and Bye Lane others under in Ward No. 138, Br.- XV;** Estimated Amount: **Rs. 1,98,126.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **7 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/RS/06/26-27/30 (2nd Call)

Name of the Work : **Supply and delivery of LED light fittings at Monsha Row, Shimpukur Lane and others in Ward No. 136, Br.- XV;** Estimated Amount: **Rs. 3,97,652.00**; Earnest Money: **Rs. 8,000.00**; Period of Completion: **7 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/RS/09/26-27/35 (2nd Call)

Name of the Work : **Supply and delivery of LED light fittings at Gollam Mollah Lane, Thandar Para and others in Ward No. 139, Br.- XV;** Estimated Amount: **Rs. 4,84,288.00**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **7 days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/CM/12/26-27/37 (2nd Call)

Name of the Work : **Supply and delivery of LED light fittings at Iron Gate, Kasai Para, Chaina Para and others in Ward No. 135, Br.- XV;** Estimated Amount: **Rs. 3,96,750.00**; Earnest Money: **Rs. 8,000.00**; Period of Completion: **7 days.**

(6) NIT No. : KMC/LTG/HA/01/26-27/19 (2nd Call)

Name of the Work : **Supply and delivery of LED light fittings at Garden Reach Road, Ramnagar Lane, Banerjee Bagan and others in Ward No. 134, Br.- XV;** Estimated Amount: **Rs. 4,68,892.00**; Earnest Money: **Rs. 9,500.00**; Period of Completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid**: 13.10.2026 - 5 p.m.[For Sl. No. 2 to 6];** The bid forms and other details are available on and from **09.10.2026 at (6 p.m.)[For Sl. No. 2 to 6].** From the **website : https://etender.wb.nic.in[For Sl. No. 1 to 6].** For corrigendum/addendum, etc. if any, the same website has to be seen **[For Sl. No. 2 to 6].**

The **Executive Engineer (Electrical)/Ltg/Z-VI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/123/10/26-27 (1st Call)

Name of the Work : **Repairing and repla cement work of Street Lighting system near at Vidyasagar Sarani, K.P.M. Road, Kailash Ghosh Road, M. L. Gupta Road, Nabalia Para, Santosh Roy Road and surrounding areas in Ward No. 123;** Estimated Amount: **Rs. 2,30,535.00**; Earnest Money: **Rs. 4,700.00**; Period of Completion: **15 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/123/13/26-27 (1st Call)

Name of the Work : **Supply of LED fittings for Street Lighting work at Kailash Ghosh Road, M. L. Gupta Road, Bhuban Mohan Roy Roaad and different areas in Ward No. 123;** Estimated Amount: **Rs. 2,94,695.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **15 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/123/14/26-27 (1st Call)

Name of the Work : **Repairing and renovation work of Street Lighting system at Kalipada Mukherjee Road, Prasanta Roy Road, Santosh Roy Road and surrounding areas in Ward No. 123;** Estimated Amount: **Rs. 2,92,600.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **15 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/123/15/26-27 (1st Call) Name of the Work : **Improvement of Street Lighting system by LED fittings at Sardar Para, Mondal Para, Kailash Ghosh Road and surrounding areas in Ward No. 123;** Estimated Amount: **Rs. 1,96,609.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **15 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/17/26-27 (1st Call)

Name of the Work : **Improvement of Street Lighting System by Pole and LED fittings at Ranjan Nagar Colony and Kalyan Nagar Colony and surrounding slum areas in Ward No. 143;** Estimated Amount: **Rs. 1,97,986.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **15 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/19/26-27 (1st Call)

Name of the Work : **Installation of Street Lighting System by Pole and LED fittings at Fakir Danga and surrounding areas in Ward No. 143;** Estimated Amount: **Rs. 2,19,782.00**; Earnest Money: **Rs. 4,400.00**; Period of Completion: **15 days.**

(7) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/20/26-27 (1st Call)

Name of the Work : **Installation of Street Lighting System at Satyan Park and surrounding areas in Ward No. 143;** Estimated Amount: **Rs. 2,35,103.00**; Earnest Money: **Rs. 4,800.00**; Period of Completion: **15 days.**

(8) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/21/26-27 (1st Call)

Name of the Work : **Installation of Street Lighting System at Dhalipara and surrounding areas in Ward No. 143;** Estimated Amount: **Rs. 2,16,508.00**; Earnest Money: **Rs. 4,400.00**; Period of Completion: **15 days.**

(9) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/22/26-27 (1st Call)

Name of the Work : **Installation of Street Lighting System at Srijani and surrounding areas in Ward No. 143;** Estimated Amount: **Rs. 2,20,334.00**; Earnest Money: **Rs. 4,500.00**; Period of Completion: **15 days.**

(10) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/23/26-27 (1st Call)

Name of the Work : **Installation of Street Lighting System at Balaka and surrounding areas in Ward No. 143;** Estimated Amount: **Rs. 2,12,496.00**; Earnest Money: **Rs. 4,300.00**; Period of Completion: **15 days.**

(11) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/24/26-27 (1st Call)

Name of the Work : **Installation of Street Lighting System at Kolua Pal Para and surrounding areas in Ward No. 143;** Estimated Amount: **Rs. 1,94,371.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **15 days.**

(12) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/25/26-27 (1st Call)

Name of the Work : **Installation of Street Lighting System at Kajir Chak and surrounding areas in Ward No. 143;** Estimated Amount: **Rs. 2,17,869.00**; Earnest Money: **Rs. 4,400.00**; Period of Completion: **15 days.**

(13) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/26/26-27 (1st Call)

Name of the Work : **Repairing and replacement of Street Lighting System by Pole at Kalua, Kajir Chak, Dhalipara Location of Ward No. 143;** Estimated Amount: **Rs. 2,33,889.00**; Earnest Money: **Rs. 4,700.00**; Period of Completion: **15 days.**

(14) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/124/2/26-27 (1st Call)

Name of the Work : **Repairing and renovation Work of Street Lighting System at Mukunda Das Pally, Gour Nagar and other surrounding areas in Ward No. 124;** Estimated Amount: **Rs. 2,54,863.00**; Earnest Money: **Rs. 5,100.00**; Period of Completion: **21 days.**

(15) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/124/19/26-27 (1st Call)

Name of the Work : **Improvement of Street Lighting System by pole and LED Fittings at Mukunda Das Pally, 52 Pally, 64 Pally and surrounding slum areas in Ward No. 124;** Estimated Amount: **Rs. 1,98,436.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **15 days.**

(16) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/124/21/26-27 (1st Call)

Name of the Work : **Supply of electrical items of Street Lighting System at AJC Bose Road, Sukanta Sarani and other surrounding areas in Ward No. 124;** Estimated Amount: **Rs. 2,25,384.00**; Earnest Money: **Rs. 4,600.00**; Period of Completion: **15 days.**

(17) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/124/22/26-27 (1st Call)

Name of the Work : **Repairing and replacement of Street Lighting System by Pole at Jyotirmoy Nagar, Bakulbithi Location of Ward No. 124;** Estimated Amount: **Rs. 2,19,088.00**; Earnest Money: **Rs. 4,400.00**; Period of Completion: **15 days.**

(18) NIT No. : KMC/EE_E/Z-VI/144/SY/19/26-27 (1st Call)

Name of the Work : **Supply of electrical items of Street Lighting System at Green Veiw, Bakrahat Road, D. H. Road and other surrounding areas in Ward No. 144;** Estimated Amount: **Rs. 1,95,283.00**; Earnest Money: **Rs. 3,950.00**; Period of Completion: **15 days.**

(19) NIT No. : KMC/EE_E/Z-VI/144/SY/21/26-27 (1st Call)

Name of the Work : **Supply of LED light fittings for the Street Lighting System at D. H. Road to Kather Pole (Yani Sarani), Joka Khalpole to Bharat Seva Ashram (D. H. Road) and other surrounding areas in Ward No. 144;** Estimated Amount: **Rs. 1,98,095.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **15 days.**

(20) NIT No. : KMC/EE_E/Z-VI/144/OM/24/26-27 (1st Call)

Name of the Work : **Supply of services for operation and routine upkeeping of Street Lighting System at Hanspukur, Green Park, Bakrahat Road and other adjacent areas under Borough- XVI;** Estimated Amount: **Rs. 2,98,540.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **242 days.**

(21) NIT No. : KMC/EE_E/Z-VI/144/OM/25/26-27 (1st Call)

Name of the Work : **Supply of services for operation and routine upkeeping of Street Lighting System at Jems Long Sarani, Swamije Abasan, Diamond Park and other adjacent areas under Borough- XVI;** Estimated Amount: **Rs. 2,72,579.00**; Earnest Money: **Rs. 5,500.00**; Period of Completion: **242 days.** Last date and time of submission of bid**: 02.11.2026 - 12 noon [For Sl. No. 1 to 21];** Date tender opening for Technical Purpose : **03.11.2026 at 12 noon[For Sl. No. 1 to 17]** and **04.11.2026 at 12 noon[For Sl. No. 18 to 21];** The bid forms and other details are available on and from **09.10.2026 at (6 p.m.) and from the website https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 21].**

CORRIGENDUM

NIT No. LTG/XIV/II/26-27/127 published in this Newspaper on **30.09.2026 (Key No. 553/26-27) of Electrical/Lighting/Zone-V Department(For Sl. No. 3). NIT No. will be read as LTG/XIV/13/26-27/127/UTTARAN** instead of NIT No. LTG/XIV/II/26-27/127. Last Date and time of submission of bid will be read as **31.10.2026 at 5 p.m.** instead of 09.10.2026 at 5 p.m. All other terms and condition remain unchanged.

NIT No. KMC/LTGV/117/26-27/DS2 published in this Newspaper on **05.10.2026 (Key No. 567/26-27) of Electrical/Lighting/Zone-V Department(For Sl. No. 4). NIT No. will be read as KMC/LTGV/116/26-27/DS2** instead of NIT No. KMC/LTGV/117/26-27/DS2. Last Date and time of submission of bid will be read as **31.10.2026 up to 4 p.m.** instead of 14.10.2026 up to 4 p.m. All other terms and condition remain unchanged.

NIT No. KMC/IX/073/014/2026-2027 published in this Newspaper on **30.09.2026 (Key No. 551/26-27) of Engineering (Civil)/Br-IX Department.** Last date and time of submission of bid will be read as**12.10.2026 at 12 noon** instead of 05.10.2026 at 12 noon. Tender will be opened on will be read as **14.10.2026 at 12 noon** instead of 07.10.2026 at 12 noon. Other terms and condition remain unchanged.

598/26-27

অভিভাবক-শিক্ষক মেলবন্ধন দৃঢ় করতে বহড়ুতে আলোচনা সভা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৮ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ পড়ুয়াদের শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে আরও নিবিড় সমন্বয় গড়ে তোলার উদ্যোগ। সেই লক্ষ্যেই বহড়ুর গীতাশ্রী শিশু বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠিত হল অভিভাবক-শিক্ষক আলোচনা সভা। বৃহস্পতিবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই সভায় পড়ুয়াদের পঠন পাঠন, পরীক্ষার প্রস্তুতি, শৃঙ্খলা এবং আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সদস্য তথা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় হিসাবরক্ষক সব্যসাচী চক্রবর্তী,এনরুট অ্যাবাকাসের শিক্ষক বাবলু হালদার, অর্থমেন্ট্রিক, ফিজিও থেরাপিস্ট ও যোগশিক্ষক ডা. দেব নস্কর এবং বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সুকান্ত মণ্ডল-সহ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্যরা।সভায় প্রথমেই অভিভাবকদের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ, মতামত ও পরামর্শ শোনেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। পড়ুয়াদের পড়াশোনায় কোথায় সমস্যা হচ্ছে এবং বিদ্যালয় ও অভিভাবকরা কীভাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে সেই সমস্যা দূর করতে পারেন, তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। পড়ুয়াদের নিয়মিত পড়াশোনার অভ্যাস গড়ে তোলা, বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলা এবং পরীক্ষার জন্য পরিকল্পনা মাফিক প্রস্তুতি নেওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিশেষ করে তৃতীয় পর্বের পরীক্ষার সময়সূচি, পরীক্ষায় ভালো ফল করার কৌশল এবং বেশি নম্বর পাওয়ার জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে, সে বিষয়ে অভিভাবকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিদ্যালয়ে আরও কিছু নতুন উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়েও আলোচনা হয়। বিদ্যালয়ে নতুন গ্রন্থাগার ও ইন্ডোর খেলাঘর চালুর পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানানো হয়। পাশাপাশি প্রজেক্টরের মাধ্যমে ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষের সাহায্যে পড়ুয়াদের আরও সহজ, আকর্ষণীয় ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়াদের গণিতের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অ্যাবাকাস পদ্ধতির ব্যবহার নিয়েও আলোচনা হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুদের গণিতের প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর পাশাপাশি দ্রুত সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ও মননশীলতার বিকাশ ঘটানো সম্ভব বলে সভায় জানানো হয়।

কলকাতা বিমানবন্দরে বোমা হামলার হুমকি মেল, যাত্রী সরিয়ে সিআইএসএফের চিরুণি তল্লাশি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ কলকাতা ফ্লাই দুবাই সংক্রান্ত ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই কলকাতা বিমানবন্দরে এল বোমা হামলার হুমকি মেল। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে আসা ওই মেলে দাবি করা হয়, বিমানবন্দরের ভিতরে বোমা রাখা হয়েছে এবং যে কোনও মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। মেলটি পাওয়ার পরই বিমানবন্দর চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। নিরাপত্তার স্বার্থে যাত্রীদের নির্দিষ্ট এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং শুরু হয় তল্লাশি। বিমানবন্দরের বিভিন্ন অংশে দীর্ঘক্ষণ চিরুণি তল্লাশি চালায় সিআইএসএফ। তবে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, তল্লাশিতে কোনও বিস্ফোরক উদ্ধার হয়নি। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে হঠাৎই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে ওই হুমকি মেলটি আসে। সেখানে বিমানবন্দরের ভিতরে বোমা মজুত থাকার দাবি করা হয়। পাশাপাশি যে কোনও সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে বলেও হুমকি দেওয়া হয়। এমন বার্তা পাওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবেই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে তৎপরতা শুরু হয়। খবর দেওয়া হয় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআইএসএফকে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে যাত্রীদের সতর্ক করা হয় এবং নিরাপত্তার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট এলাকা ফাঁকা করার ব্যবস্থা করা হয়। এর পর বিমানবন্দরের বিভিন্ন অংশে তল্লাশি শুরু করেন সিআইএসএফের জওয়ানরা। সন্দেহজনক কোনও বস্তু রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিমানবন্দরের যাত্রী এলাকা থেকে শুরু করে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশেও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তল্লাশিতে কোনও বিস্ফোরক বা বোমা উদ্ধার হয়নি। ফলে মেলটি নিছক ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল কি না, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। তবে নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছেন না তদন্তকারীরা। হুমকি মেলটি কোথা থেকে পাঠানো হয়েছে, কোন ই-মেল আইডি বা উৎস ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর পিছনে কারা রয়েছে, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। সাইবার বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। মেলের উৎস শনাক্ত করার পাশাপাশি প্রেরকের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। এর আগে একই ধরনের হুমকি বা বার্তা পাঠানোর কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে, সাম্প্রতিক সময়ে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ফ্লাই দুবাইয়ের ইজরায়েলগামী বিমানের ককপিট সংক্রান্ত সাম্প্রতিক ঘটনার পর বিমান চলাচলের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতে নিযুক্ত ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত রভেন আজার সম্ভাব্য নতুন জঙ্গি হামলার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, নিরাপত্তা সংস্থাগুলির তুলনায় দ্রুত নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে জঙ্গিরা। যদিও এই মন্তব্যের সঙ্গে কলকাতা বিমানবন্দরে আসা হুমকি মেলের কোনও সরাসরি যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও জানা যায়নি। সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে দমদম-সহ দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কলকাতা বিমানবন্দরেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সতর্ক রয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তার মধ্যেই এই হুমকি মেল আসায় যাত্রী ও বিমানবন্দরকর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও বিস্ফোরক উদ্ধার না হওয়ায় হুমকির সত্যতা প্রমাণিত হয়নি। তদন্তকারীরা এখন মূলত মেলের উৎস এবং প্রেরকের পরিচয় জানার চেষ্টা করছেন। পাশাপাশি বিমানবন্দরের সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্যও প্রয়োজন অনুযায়ী খতিয়ে দেখা হতে পারে। তল্লাশি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কড়াকড়ি লক্ষ্য করা গেছে।

মেডিকন-২০২৬-৩৯ তম সাইন্টিফিক ও সোসিও মেডিকেল সামিট

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ সম্প্রতি ডাক্তার কে. আর. অধিকারী কলেজ ও গ্রেটার কলকাতা ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিচালনায় এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্ট ও ফুড এন্ড নিউট্রিশন ডিপার্টমেন্টের সহযোগিতায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর সভা গৃহে অনুষ্ঠিত হলো ৩৯ তম সাইন্টিফিক ও সোসিও মেডিকেল সামিট মেডিকন-২০২৬। এদিন এই মহতী অনুষ্ঠানটির প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশন-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন রানী রাসমণি গ্রীন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ অমিয় কুমার পান্ডা, সাধু রামচাঁদ মুরমু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপিকা ডক্টর চন্দ্রদীপা ঘোষ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ অলক কুমার ব্যানার্জি, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডঃ অধ্যাপক ডক্টর শুভাশিস সাহু,ডাক্তার কে.আর.অধিকারী ট্রাস্টের সম্পাদিকা শ্রীমতি শুক্লা অধিকারী, গ্রেটার কলকাতা ডক্টরস এসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক ডাক্তার আর.এন.ভট্টাচার্য,ডাক্তার কে. আর .ইনস্টিটিউট-এর অধ্যক্ষ ডাক্তার প্রদীপ কুমার শর্মা এবং ডাক্তার কে. আর.অধিকারী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং অধ্যক্ষ ও মেডিকন-২০২৬-এর অর্গানাইজিং সেক্রেটারি অধ্যাপক ডাঃ তপন কুমার অধিকারী। এদিন এই মেডিকেল সামিটে সাইন্টিফিক ও সোসিও মেডিকেল সেশনে চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন, মুকুন্দপুর আমরি-মনিপাল হাসপাতালের ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডাক্তার গৌরব সন্ন্যাসী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, জাতীয় ইনোভেশন কাউন্সিলের সদস্য ডাক্তার সোমনাথ ব্যানার্জি, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সন্দীপ কুমার সিনহা।

হাওড়ার শালিমার ওয়ার্কস পরিদর্শনে অর্জুন সিং, পুজোয় ২৪ ঘণ্টা পরিবহণের আশ্বাস

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৮ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ হাওড়ার শালিমারে দ্য শালিমার ওয়ার্কস লিমিটেড পরিদর্শন করলেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। বৃহস্পতিবার সংস্থার বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে তিনি জানান, শালিমার ওয়ার্কস রাজ্য ও সাধারণ মানুষের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। দীর্ঘদিন ধরে কার্যত বন্ধ থাকা এই সংস্থাকে কাজে লাগাতে সরকার দ্রুত পদক্ষেপ করবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। এদিন কয়েকজন কর্মী ও কন্ট্রাক্টর মন্ত্রীর কাছে কাজ বন্ধ থাকা এবং দীর্ঘদিনের বকেয়া পাওনা নিয়ে অভিযোগ জানান। তাঁদের দাবি, নতুন এমডি আসার পর থেকে কাজকর্ম কার্যত থমকে রয়েছে এবং কন্ট্রাক্টরদেরও টাকা মেটানো হয়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন মন্ত্রী। অন্যদিকে, কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর সাম্প্রতিক মন্তব্য প্রসঙ্গে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করে অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, বিদেশি অর্থের মাধ্যমে দেশে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি কংগ্রেস পরিবারকে 'দেশদ্রোহী' বলেও মন্তব্য করেন। অন্যদিকে, এর পাশাপাশি আসন্ন দুর্গাপুজোয় পরিবহণ ব্যবস্থা নিয়েও আশ্বাস দেন মন্ত্রী। তাঁর দাবি, পুজোর দিনগুলিতে ২৪ ঘণ্টা পরিবহণ পরিষেবা চালু রাখার ব্যবস্থা করা হবে, যাতে সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারেন। শালিমার স্টেশনের উন্নয়নের পর সেখান থেকে বাস পরিষেবা চালুর বিষয়ে তিনি জানান, আরও কিছুটা সময় লাগবে। নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর কয়েক মাস হয়েছে, ধাপে ধাপে পরিবহণ পরিকাঠামোর উন্নয়নের কাজ করা হবে বলেও জানান তিনি।

সিসিটিভির সূত্র ধরে বাড়িতে চুরির কিনারা, গ্রেফতার ৩

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৮ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ সিসিটিভি ফুটেজ ও গোপন সূত্রের সাহায্যে বাড়িতে চুরির ঘটনার কিনারা করল জীবনতলা থানার ঘুটিয়ারি শরিফ পুলিশ ক্যাম্পের পুলিশ। ঘটনায় মূল চোর-সহ তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া সমস্ত সোনার গয়না। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বুধবার জীবনতলা থানায় একটি বাড়িতে চুরির অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে ঘুটিয়ারি শরিফ পুলিশ ক্যাম্পের পুলিশ। ঘুটিয়ারি শরিফের ওসি তুহিন মণ্ডলের নির্দেশে তদন্তকারীরা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি গোপন সূত্রের সাহায্য নেন। তদন্তে সূত্র মিলতেই বুধবার রাতেই মূল অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ মাহাতোকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে চুরি যাওয়া সোনার গয়না গ্রহণের অভিযোগে লতিফুল দেওয়ান ও সাইফুল লস্কর নামে আরও দু'জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশের দাবি, ধৃত তিনজনের কাছ থেকে চুরি যাওয়া সমস্ত সোনার গয়না উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপের পর বৃহস্পতিবার তাঁদের আলিপুর সদর এসিজেএম আদালতে পেশ করা হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জীবনতলা থানার পুলিশ।

রাজ্যে বাড়ছে ডেঙ্গু, অ্যালাইজা পরীক্ষায় জোর স্বাস্থ্য ভবনের, জ্বর কমলেও নজরদারির নির্দেশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ রাজ্যে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের সর্বশেষ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩ হাজার ৭০০ জনের ডেঙ্গু পরীক্ষা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১২৮ জনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। অন্যদিকে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে ২৫৬ জন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এবার ডেঙ্গু শনাক্তকরণ, রোগীর পর্যবেক্ষণ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা নিয়ে নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে স্বাস্থ্য ভবন। বিশেষ করে জ্বরের প্রথম কয়েক দিন এবং জ্বর কমে যাওয়ার পরবর্তী সময়কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে চিকিৎসকদের সতর্ক করা হয়েছে। এদিন ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, রাজ্যের ছ'টি পুরনিগম, ছ'টি পুরসভা, সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ এবং জেলাশাসকরা। কলকাতা, হাওড়া, শিলিগুড়ি, বিধাননগর, দুর্গাপুর এবং আসানসোল পুরনিগমের কমিশনাররাও বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ডেঙ্গু পরিস্থিতি, আক্রান্তের সংখ্যা, হাসপাতালগুলিতে রোগীর চাপ এবং মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে পুরসভাগুলির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, রাজ্যে মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ইতিমধ্যেই প্রায় ৯ হাজারের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যার নিরিখে বর্তমানে শীর্ষে রয়েছে মুর্শিদাবাদ। তার পরেই রয়েছে কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং হুগলি। ফলে কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতেও ডেঙ্গু মোকাবিলায় নজরদারি আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুধবারের বৈঠকের পরেই ডেঙ্গু চিকিৎসা ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছু নির্দিষ্ট নির্দেশিকা জারি করেছে স্বাস্থ্য ভবন। নতুন নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জ্বরের প্রথম তিন থেকে পাঁচ দিন রোগীকে বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। রোগীর প্রস্রাবের পরিমাণ, ঘুমের ধরন, খিঁচুনি বা আচরণগত ও শারীরিক কোনও অস্বাভাবিক পরিবর্তন হচ্ছে কি না, সেদিকে নজর রাখতে হবে। একই সঙ্গে রোগীর পরিবারের সদস্যদেরও ডেঙ্গুর সতর্কতামূলক লক্ষণ সম্পর্কে সচেতন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকদের মতে, ডেঙ্গুতে শুধু জ্বর থাকাকালীন সময়ই নয়, জ্বর কমে যাওয়ার পরবর্তী সময়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের বক্তব্য, অনেক ক্ষেত্রে রোগীর জ্বর কমে গেলেই পরিবারের সদস্যরা বিপদ কেটে গিয়েছে বলে মনে করেন। কিন্তু ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে জ্বর কমার পরেই রোগীর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে পারে। তাই জ্বর সেরে গেলেও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রোগীকে পর্যবেক্ষণে রাখা প্রয়োজন। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রোগীর পেটে তীব্র ব্যথা, বারবার বমি, অতিরিক্ত দুর্বলতা, খিঁচুনি, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া কিংবা শরীরের কোনও অংশ থেকে রক্তপাতের মতো উপসর্গ দেখা দিলে দেরি না করে দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে যোগাযোগ করতে হবে। এই ধরনের লক্ষণকে কোনও ভাবেই সাধারণ জ্বরের অংশ হিসেবে উপেক্ষা না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ডেঙ্গু পরীক্ষার ক্ষেত্রেও সময় অনুযায়ী নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। জ্বরের প্রথম পাঁচ দিনের মধ্যে ডেঙ্গু শনাক্ত করতে এনএস-১ অ্যান্টিজেন এলাইজা পরীক্ষা করার কথা বলা হয়েছে।

কলকাতা পুরভোটে ৭০টি ওয়ার্ড মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত, প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ কলকাতা পুরসভার আসন্ন নির্বাচনের আগে ওয়ার্ড সংরক্ষণ নিয়ে জল্পনার অবসান। ২০৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে মহিলা প্রার্থীদের জন্য ৭০টি ওয়ার্ড সংরক্ষণের চূড়ান্ত তালিকা বুধবার রাতে প্রকাশ করা হল। প্রকাশিত তালিকায় সাধারণ মহিলা প্রার্থীদের জন্য ৬৬টি এবং তফসিলি জাতির মহিলা প্রার্থীদের জন্য চারটি ওয়ার্ড সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। খসড়া তালিকার তুলনায় চূড়ান্ত তালিকায় কিছুটা রদবদল করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। ওয়ার্ড সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ১৯৯৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ পুর নির্বাচন আইনের বিধি মেনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক অভিষেক কুমার তিওয়ারির তরফে 'ফর্ম বি'-র তিন ও চার নম্বর ধারা অনুসরণ করে এই সংরক্ষণ তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্য নির্বাচন কমিশন কলকাতা ও হাওড়ায় আগামী ২৮ অথবা ২৯ নভেম্বর

পুরভোট আয়োজনের প্রস্তুতি রাখছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও নির্বাচনের চূড়ান্ত দিনক্ষণ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি। চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী, তফসিলি জাতির মহিলা প্রার্থীদের জন্য ২৫, ৭৫, ১৫৪ এবং ১৯৭ নম্বর ওয়ার্ড সংরক্ষিত করা হয়েছে। তফসিলি জাতির সাধারণ প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত ওয়ার্ডগুলি হল ৩১, ৫২, ১২৫, ১৪৪, ১৫৮, ১৯২, ২০০ এবং ২০১। তবে কলকাতা পুরসভার ২০৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের জন্য কোনও ওয়ার্ড সংরক্ষিত রাখা হয়নি। অন্যদিকে, সাধারণ মহিলা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত ওয়ার্ডের তালিকায় রয়েছে ১, ৪, ৭, ১০, ১৩, ১৬, ১৯, ২২, ২৬, ২৯, ৩৩, ৩৬, ৩৯, ৪২, ৪৫, ৪৮, ৫১, ৫৫, ৫৮, ৬১, ৬৪, ৬৭, ৭০, ৭৩, ৭৭, ৮০, ৮৩, ৮৬, ৮৯, ৯২, ৯৫, ৯৮, ১০১, ১০৪, ১০৭, ১১০, ১১৩, ১১৬, ১১৯, ১২২, ১২৬, ১২৯, ১৩২, ১৩৫, ১৩৮, ১৪১, ১৪৫, ১৪৮, ১৫১, ১৫৫, ১৫৯, ১৬২, ১৬৫, ১৬৮, ১৭১, ১৭৪, ১৭৭, ১৮০, ১৮৩, ১৮৬, ১৮৯, ১৯৩, ১৯৬, ২০২, ২০৫ ও ২০৮ নং ওয়ার্ড। চূড়ান্ত সংরক্ষণ তালিকা প্রকাশের পরই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অন্দরে প্রার্থী বাছাই, সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকায় পরিবর্তনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। কোন ওয়ার্ডে পুরুষ প্রার্থীর বদলে মহিলা প্রার্থীকে দাঁড় করানো হবে, কোন ওয়ার্ডে তফসিলি জাতির সংরক্ষণ কার্যকর হয়েছে, তা খতিয়ে দেখে নতুন করে প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে রাজনৈতিক দলগুলিকে। শাসকদল, বাম, তৃণমূল এবং কংগ্রেস; সব শিবিরেই এর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর আগে গত ১৬ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের পর সংরক্ষণের খসড়া তালিকা প্রকাশ করেছিলেন জেলাশাসক। সেই তালিকায় সংরক্ষণ নিয়ে নানা অনিয়মের অভিযোগ তুলেছিল কংগ্রেস, তৃণমূল এবং বাম শিবির। সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলির তরফে অভিযোগপত্রও জমা দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি, সংরক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে যাওয়ার প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিকের বক্তব্য অনুযায়ী, ওয়ার্ডের সীমানা পুনর্বিন্যাসের পর কলকাতা পুরসভার নতুন করে ২০৯টি ওয়ার্ড নির্ধারিত হয়েছে। ফলে মহিলা সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও আগের কাঠামো অপরিবর্তিত রাখা সম্ভব হয়নি। পুরনো '১, ৪, ৭ ফর্মুলা' অনুসরণ করে খসড়া প্রস্তাব পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় রদবদলের পরই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের সঙ্গে কলকাতা পুরভোটের প্রস্তুতিও আরও এক ধাপ এগোল। এখন সংরক্ষিত ওয়ার্ডগুলির ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রার্থী বাছাই করতে হবে। পাশাপাশি, সংরক্ষণ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির কোনও আপত্তি বা আইনি পদক্ষেপ হয় কি না, সেদিকেও নজর থাকবে। পুরভোটের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হওয়ার আগে সংরক্ষণ তালিকা প্রকাশকে নির্বাচনী প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution, or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the Offer Document.

Please scan this QR code to view the Letter of Offer

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED
Engineered with Excellence

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED

Century Extrusions Limited ("Company" or "Issuer") was incorporated as a public limited company under the Companies Act, 1956 and a certificate of incorporation dated February 02, 1988, was issued to our Company by the Registrar of Companies, West Bengal at Calcutta. Our Company received the certificate of commencement of business from the Registrar of Companies, West Bengal at Calcutta on April 01, 1990. For further details in relation to changes in the registered office of our Company, see "General Information" on page 48 of the Letter of Offer.

Registered Office: 113, Park Street, Second Floor, 'N' Block Kolkata- 700016
Corporate Office: Mohan Cooperative Industrial Est. JDKD Corporate Park, A-23, Main Mathura Rd, New Delhi-110044
Contact Person: Rajan Singh, Company Secretary and Compliance Officer
Contact No: (033) 22291012/1291 | **E-mail:** secretary@centuryextrusions.com | **Website:** www.centuryextrusions.com
Corporate Identity Number: L27203WB1988PLC043705

PROMOTERS OF OUR COMPANY: VIKRAM JHUNJHUNWALA, SITA DEVI JHUNJHUNWALA, SHIVANSHU JHUNJHUNWALA, MADHAB PRASAD JHUNJHUNWALA (HUF), MOULSHREE JHUNJHUNWALA

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF CENTURY EXTRUSIONS LIMITED ONLY

WE HEREBY CONFIRM THAT NONE OF OUR PROMOTERS OR DIRECTORS IS A WILFUL DEFAULTER AS ON DATE OF THE LETTER OF OFFER

ISSUE OF UP TO 3,00,00,000* PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1 EACH OF OUR COMPANY ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 15 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 14 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 4,500 LAKHS* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 3 (THREE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 8 (EIGHT) EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS, ON SEPTEMBER 15, 2026 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 78 OF THE LETTER OF OFFER ("LOF").

** Assuming full subscription in the Issue, subject to finalization of Basis of Allotment.*

RIGHTS ISSUE PERIOD EXTENDED	
ISSUE CLOSING DATE (OLD)	ISSUE CLOSES DATE (NEW)
WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2026	WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2026

INDICATIVE TIMETABLE

LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATION* OF RIGHTS ENTITLEMENTS	Thursday, October 08, 2026
ISSUE CLOSING DATE#	Wednesday, October 21, 2026
FINALIZATION OF BASIS OF ALLOTMENT (ON OR ABOUT)	Thursday, October 22, 2026
DATE OF ALLOTMENT (ON OR ABOUT)	Thursday, October 22, 2026
DATE OF CREDIT OF RIGHTS EQUITY SHARES (ON OR ABOUT)	Friday, October 23, 2026
DATE OF LISTING (ON OR ABOUT)	Monday, October 26, 2026

**Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date.*

Therefore, all the references to the issue Closing Date made in the Letter of Offer ("LOF") and Composite Application Form ("CAF") each dated September 08, 2026 and Issue opening Advertisement published on September 19, 2026 shall be October 21, 2026. All other terms and conditions mentioned in the LOF, Application form and Issue Advertisement continue to be applicable.

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!! *Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details read section on ASBA below

This is to inform the shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Wednesday, September 23, 2026, and was scheduled to close on Wednesday, October 14, 2026; subsequently, the Company has decided to extend the Issue Closing Date from Wednesday, October 14, 2026 to Wednesday, October 21, 2026, in order to provide opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue.

Accordingly, the last date for submission of the duly filled in Application Form (along with amount payable on Application) is Wednesday, October 21, 2026. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the issue Closing Date as Wednesday, October 21, 2026.

Further, the Minimum Subscription clause mentioned at page no. 52 of the LOF shall be read as follows :

"The objects of the issue involves (i) Repayment/Pre-payment, in full or part, of certain unsecured borrowings availed by the Company; (ii) To augment the existing and incremental working capital requirement of our manufacturing facility situated at Kharagpur; and (iii) General Corporate Purposes"

Our Promoters and Promoter Group have vide letter dated March 26, 2026 informed that they will (i) fully subscribe to their entitlements arising out of the proposed rights issue, (ii) subscribe to the Rights Entitlements which may be renounced in their favour by any other member of the Promoter Group, except to the extent of renunciation by the Promoters or the purpose of complying with minimum public shareholding norms prescribed under the Securities Contract Regulation Rules and (iii) may apply and subscribe (either fully or partially) to additional right equity shares if any which remain unsubscribed in the Rights Issue. If so deemed fit, subject to such subscription being in compliance with the minimum public shareholding requirements prescribed under the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. Accordingly, the minimum subscription criteria provided under Regulation 86 (1) of the SEBI ICDR Regulations shall not apply to this Issue."

Facilities for application in the Issue: In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI Rights Issue Circular, all Investors desiring to make an Application in this issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details, please see "Making of an Application through the ASBA Process" on pages 81 of the Letter of Offer.

ALLOTMENT OF THE RIGHTS EQUITY SHARES IN DEMATERIALIZED FORM.

PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES APPLIED FOR IN THIS ISSUE CAN BE ALLOTTED ONLY IN DEMATERIALIZED FORM AND TO THE SAME DEPOSITORY ACCOUNT IN WHICH OUR EQUITY SHARES ARE HELD BY SUCH INVESTOR ON THE RECORD DATE. FOR DETAILS, PLEASE REFER TO "ALLOTMENT ADVICE OR REFUND ORDERS/ UNBLOCKING OF ASBA ACCOUNTS" BEGINNING ON PAGE 98 OF THE LETTER OF OFFER.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES OF OUR COMPANY CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS ENTITLEMENTS WHICH ARE NEITHER RENOUNCED NOR SUBSCRIBED BY THE INVESTORS ON OR BEFORE THE ISSUE CLOSING DATE SHALL LAPSE AND SHALL BE EXTINGUISHED AFTER THE ISSUE CLOSING DATE.

There is no change in the Letter of Offer dated September 08, 2026, the Rights Entitlement Letter and the Application Form except for modification in the Issue Closing Date and resultant change in indicative timetable of post issue activities on account of extension of the Issue Closing Date.

For Century Extrusions Limited
Sd/-
Rajan Singh
Company Secretary & Compliance Officer

Date: October 08, 2026
Place: Kolkata

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to market conditions and other considerations, to make a rights issue of its equity shares, and has filed a Letter of Offer dated September 08, 2026 with the Stock Exchanges. The Letter of Offer is available on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, Company at www.centuryextrusions.com, website of the Registrar at www.in.mpms.mufg.com. Potential Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section titled "Risk Factors" beginning on page 22 of the Letter of Offer for details of the same. Potential Investors should not rely on the Letter of Offer for any investment decision.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. The LOF does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any of the securities offered in any jurisdiction to any person to whom it is unlawful to make an offer or invitation in such jurisdiction. The Rights Entitlements and Rights Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the Securities Act or any state securities laws in the United States, and unless so registered may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, such Rights Entitlements and Rights Equity Shares are being offered and sold (i) outside of the United States in offshore transactions in reliance upon Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur; and (ii) in the United States to "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the Securities Act) in transactions exempt from the registration requirements, under Section 4(a) of the Securities Act.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION *e*-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (E&L), KMC** invites e-tender online in two bid system for following work :-

NIT No.: KMC/LTG/HQ/MSC/07/26-27
Name of work : **Annual comprehensive maintenance contract of AC Machines at different places of West Bengal Municipal Service Commission under KMC.** Estimated Amount : **Rs.1,75,672.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **365 Days.** Last date and time of submission of Bid : **03.11.2026 at 5 p.m.** The bid form and other details are available on and from **27.10.2026 at 5 p.m.** from the website : **https:// wbtenders.gov.in**

The **Ex. Engineer (Elec.)/Lighting/ Zone-II, KMC** invites e-tender by two bid system for the following works :-

1. NIT No.: LTG/41/36/V/Z-II/26-27
Name of work : **Installation of PVC pipe to Cover Street Lighting Pole along with other Electrical Works for different places in Ward-36.** Estimated Amount : **Rs.2,49,828.55.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

2. NIT No.: LTG/42/37/V/Z-II/26-27
Name of work : **Installation of PVC pipe to Cover Street Lighting Pole along with other Electrical Works for different places in Ward-37.** Estimated Amount : **Rs.2,49,484.14.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last date and time of Submission of Bid : **26.10.2026 upto 6 p.m. (for Sl.No.1 & 2).**

3. NIT No.: LTG/54/INST/BR-V/ZN-II/26-27
Name of work : **Supply, Installation, Testing of Fire Extinguisher at different locations in Borough-V Office Building, KMC.** Estimated Amount : **Rs.1,59,649.00.** Earnest Money : **Rs.3,200.00.** Period of Completion : **20 days.**

4. NIT No.: LTG/74/INST/BR-V/ZN-II/26-27
Name of work : **Improvement work of electrical and lighting accessories along with other electrical works at Br-V Office Building and other Institutes under Br-V, KMC.** Estimated Amount : **Rs.3,99,651.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

5. NIT No.: LTG/108/40/V/Z-II/26-27
Name of work : **Repairing and replacement of street lighting system at Surya Sen Street and different places in Ward No.40.** Estimated Amount : **Rs.2,99,064.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

6. NIT No.: LTG/112/40/V/Z-II/26-27
Name of work : **Improvement of illumination by installing LED light fittings and other electrical works at different places in Ward No.40.** Estimated Amount : **Rs.2,90,471.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

7. NIT No.: LTG/113/48/V/Z-II/26-27
Name of work : **Improvement of illumination by installing LED light fittings and other electrical works at different places in Ward No.48.** Estimated Amount : **Rs.2,90,790.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 days.** Last date and time of Submission of Bid : **28.10.2026 upto 4 p.m. (for Sl.No.3 to 7).** The Bid forms and other details are available on and from **09.10.2026 at 6 p.m. (for Sl.No.1 to 7)** from the website **https:// etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 7).**

8. NIT No.: LTG/27/46/VI/Z-II/26-27
Name of work : **Improvement of illumination by installing LED light fittings and allied electrical works at different street in Ward No.46 under Br-VI.** Estimated Amount : **Rs.3,98,058.17.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **12 days.**

9. NIT No.: LTG/85/46/VI/Z-II/26-27
Name of work : **Supply and delivery of LED light fitting for Chittaranjan Avenue and other different places in Ward No.46 under Borough-VI.** Estimated Amount : **Rs.1,97,416.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **7 days.** Last date and time of Submission of Bid : **04.11.2026 upto 1 p.m. (for Sl.No.8 & 9).** Bid Opening Date : **06.11.2026 (for Sl.No.8 & 9).**

10. NIT No.: LTG/35/51/VI/Z-II/26-27
Name of work : **Supply and delivery of LED light fittings at different places in Ward No.51 under Br-VI.** Estimated Amount : **Rs.2,93,974.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **15 days.**

11. NIT No.: LTG/37/53/VI/Z-II/26-27
Name of work : **Supply and delivery of LED light fittings at different places in Ward No.53 under Br-VI.** Estimated Amount : **Rs.2,95,089.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **15 days.**

12. NIT No.: LTG/38/51/VI/Z-II/26-27
Name of work : **Repairing and replacement of lighting system at different places in Ward No.51, under Br-VI.** Estimated Amount : **Rs.2,92,825.26.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **16 days.**

13. NIT No.: LTG/39/52/VI/Z-II/26-27
Name of work : **Repairing and replacement of lighting system at different places in Ward No.52, under Br-VI.** Estimated Amount : **Rs.2,45,511.81.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **17 days.**

14. NIT No.: LTG/40/53/VI/Z-II/26-27
Name of work : **Repairing and replacement of lighting system at different places in Ward No.53, under Br-VI.** Estimated Amount : **Rs.2,93,296.93.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **17 days.**

15. NIT No.: LTG/36/52/VI/Z-II/26-27
Name of work : **Supply and delivery of LED light fittings at different places in Ward No.52 under Br-VI.** Estimated Amount : **Rs.2,93,318.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **15 days.** Last date and time of Submission of Bid : **03.11.2026 upto 5 p.m. (for Sl.No. 10 to 15).** Bid opening date : **04.11.2026 (for Sl.No.10 to 15).** The Bid forms and other details are available on and from **13.10.2026 - 1 p.m. (for Sl.No.8 & 9) & 09.10.2026 at 5 p.m. (for Sl.No.10 to 15).** The website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.8 to 15).**

16. NIT No.: KMC/LTG/66/WD24/IV/ZII/26-27
Name of work : **Improvement of Uttaran Lighting System at Tagore Castle, Nando Roy Uttaran and other Uttarans in Ward-24, Br-IV.** Estimated Amount : **Rs.2,89,114.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 days.** Last date and time of Submission of Bid (online) : **30.10.2026 upto 11 a.m.**

17. NIT No.: KMC/LTG/11/WD22/IV/ZII/26-27
Name of work : **Installation of Insulating Materials on the street light poles in different places in Ward No.22 under Br-IV.** Estimated Amount : **Rs.2,18,279.00.** Earnest Money : **Rs.4,500.00.** Period of Completion : **30 days.**

18. NIT No.: KMC/LTG/10/WD21/IV/ZII/26-27
Name of work : **Installation of Insulating Materials on the street light poles in different places in Ward No.21 under Br-IV.** Estimated Amount : **Rs.2,48,043.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **15 days.**

19. NIT No.: KMC/LTG/26/WD21/IV/ZII/26-27
Name of work : **Supply and delivery of LED fittings for maintenance of street lighting system within Ward-21, Br-IV, KMC.** Estimated Amount : **Rs.3,98,695.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

20. NIT No.: KMC/LTG/27/WD22/IV/ZII/26-27
Name of work : **Supply and delivery of LED fittings for maintenance of street lighting system within Ward-22, Br-IV, KMC.** Estimated Amount : **Rs.3,98,490.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

21. NIT No.: KMC/LTG/31/WD21/IV/ZII/26-27
Name of work : **Installation of Earthing arrangement and Loop Box in view of safety under Ward-21, Br-IV, KMC.** Estimated Amount : **Rs.1,37,417.00.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

22. NIT No.: KMC/LTG/35/WD22/IV/ZII/26-27
Name of work : **Installation of Earthing arrangement and Loop Box in view of safety under Ward-22, Br-IV, KMC** Estimated Amount : **Rs.1,45,779.00.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion : **30 days.** Last date and time of Submission of Bid (online) : **30.10.2026 upto 2 p.m. (for Sl.No.17 to 22).** The Bid forms and other details are available on and from **09.10.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.16 to 22)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.16 to 22).**

23. NIT No.: KMC/LTG/42/WD23/IV/ZII/26-27
Name of work : **Supply and delivery of LED fittings for maintenance of street lighting system in Ward-23 under Br-IV.** Estimated Amount : **Rs.3,96,069.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **10 days.**

24. NIT No.: KMC/LTG/41/WD25/IV/ZII/26-27
Name of work : **Supply and delivery of LED fittings for maintenance of street lighting system in Ward-25 under Br-IV.** Estimated Amount : **Rs.3,96,651.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **10 days.**

25. NIT No.: LTG/43/WD27/IV/ZII/26-27
Name of work : **Supply and delivery of LED fittings for maintenance of street lighting system in Ward-27 under Br-IV.** Estimated Amount : **Rs.3,94,510.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **10 days.** Last date and time of Submission of Bid (online) : **30.10.2026 upto 2 p.m. (for Sl.No.23 to 25).** The Bid forms and other details are available on and from **12.10.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.23 to 25)** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.23 to 25).**

600 / 26-27

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩০৯ সংখ্যা, শুক্রবার , ২১ আশ্বিন, ১৪৩৩

গজল সম্রাজ্ঞী বেগম আখতার

ঠুমরী, দাদড়া, চৈতী, কাজরি এবং গজল সম্রাজ্ঞী বেগম আখতার (জন্মঃ- ৭ অক্টোবর, ১৯১৪ সালে। জমিদার বিশ্বম্বর রায়ের ছেলের উপনয়নের সন্ধে। জলসাঘরে গানের আসরে দুর্গাবাঈ ধরলেন পিলু ঠুমরি। 'ভর ভর আয়ি মোরি আঁখিয়া'। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকে আশ্রয় করে সত্যজিৎ রায়ের 'জলসাঘর'-এর সেই গানের মায়াবি মাদকতায় আজও আচ্ছন্ন সঙ্গীত রসিকেরা। সেই সঙ্গেই চিরস্মরণীয় দুর্গাবাঈ-এর চরিত্রে বেগম আখতার। তাঁকে দিয়ে বাংলা গান গাওয়ানোর সেই সব ঘটনা তো আজ ইতিহাস। 'জোছনা করেছে আড়ি', 'পিয়া ভোলো অভিমান', 'কোয়েলিয়া গান থামা' ইত্যাদি গান আজও নবীন। 'আই মোহাব্বত', 'উয়ো যো হাম মে তুম মে' কিংবা মির্জা গালিবের লেখা 'ইয়ে না থি হামারি কিসমৎ' বাঙালির কাছে কখনও পুরনো হবে না। 'ভর ভর আয়ি মোরি আঁখিয়া' (১৯৫৮) স্মরণীয়। উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদে জন্ম তাঁর। তাঁর বাবা ছিলেন আইনজীবি আসগর হোসেন। তার তৃতীয় স্ত্রী মুস্তারি বেগমের যমজ দুই মেয়ে ছিল। জোহরা এবং বিবি। অসামান্য সুন্দরী হলেও মুশতারি সামান্য এক বণিকের মেয়ে, জাত নেই। ফলে, যমজ কন্যার জন্ম দিয়ে একা থাকতে হত মুশতারিকে। এক দিন তাঁর আড়ালে চার বছর বয়সী মেয়েদের হাতে বিষ মাখানো মিষ্টি দিয়ে গেল তাদের পিতৃকুলের লোক, মারা গেল এক মেয়ে, জোহরা। বেঁচে থাকল বিবি। তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল ভাড়া করা গুণ্ডারা, তবু বেঁচে রইল মা-বেটি। পরবর্তী কালে সম্পত্তিজনিত কারণে মুস্তারির স্বামী তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। জীবন সংগ্রামে একা মুস্তারি নানা বাধা-বিপর্যয় পেরিয়ে তাঁর আদরের বিবিকে বড় করে তুলছিলেন। ইতিমধ্যে মুস্তারি মেয়ে বিবিকে নিয়ে গয়াতে তাঁর দূর সম্পর্কের এক ভাইয়ের কাছে আশ্রয় নেন। বিখ্যাত উস্তাদ জামির খাঁ-র কাছে সেখানে বিবি তালিম নেওয়া শুরু করে। এমনই এক সময় পটনায় বন্যা দুর্গতদের সাহায্যার্থে একটি বড় সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। সেই অনুষ্ঠানে মুস্তারি অনেক কাকুতিমিনতি করে বিবির গান গাওয়ার ব্যবস্থা করেন। অনুষ্ঠানে বছর দশেকের বিবির গান শুনে একটি রেকর্ড কোম্পানি তার গান রেকর্ড করার সিদ্ধান্ত নেয়। রেকর্ড হল। কিন্তু, আখতারি বাঈ ফৈজাবাদি-র সেই রেকর্ড বাজারে তা চলল না। এর পর বিবি অর্থাৎ আখতারি এলেন কলকাতায়। পাতিয়ালার উস্তাদ আতা মহম্মদ খানের কাছে শুরু হল তালিম। প্রথম দিকে আখতারির গান রেকর্ড করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন মেগাফোন কোম্পানির কর্ণধার জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ। এরই মধ্যে চোদ্দ বছর বয়সে আখতারি যোগ দিলেন থিয়েটারে। সেখানেও নিজের অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দেন। এর পরেই সিনেমায় অভিনয় করার জন্য বম্বে থেকে ডাক আসে। পাশাপাশি আসতে থাকে বিভিন্ন রাজপরিবারে সঙ্গীতের মেহফিলে গান গাইবার অনুরোধ। 'নলদময়ন্তী' ছবিতে অভিনয়ের পরে 'রোটি'তে তিনি অভিনয় করেন। ছবিতে অভিনয়ের আমন্ত্রণের সংখ্যা এর পর যায় বেড়ে। কিন্তু বম্বের জীবনযাত্রা আখতারির না-পসন্দ। তাই তিনি ফিরে এলেন লখনউতে। সেখানেই বাড়িতে প্রতি সন্ধ্যায় বসত গানের মেহফিল।

সাঁকরাইলের পাল বাড়ি

হাওড়া জেলার সাঁকরাইলের রাজগঞ্জে গঙ্গার তীরে অবস্থিত পালবাড়ির দুর্গাপুজো বাংলার বনেদি এবং প্রাচীন জমিদার বাড়ির পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রায় দু'শো বছরের প্রাচীন এই পুজোর পরতে পরতে যেমন জড়িয়ে রয়েছে আভিজাত্য, তেমনই লুকিয়ে রয়েছে এক মর্মান্তিক বিষাদের ইতিহাস। এই ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজোর প্রাণপুরুষ ছিলেন রাজা রাম পাল, যিনি হাওড়ার আন্দুল রাজবাড়ির দেওয়ান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর কর্মদক্ষতা এবং বিশ্বস্ততায় সন্তুষ্ট হয়ে আন্দুলের রাজা তাঁকে রাজগঞ্জ এলাকায় জমিদারি প্রদান করেন। গঙ্গার পাড়েই রাজা রাম পাল তাঁদের প্রথম বাসভবনটি নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতির রুদ্ররোষে, এক ভয়াবহ ভূমিকম্প এবং প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে তাঁদের সেই আদি বাড়িটি সম্পূর্ণভাবে গঙ্গার গ্রাসে তলিয়ে যায়। এরপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে ১৮৫৭ সালের পর দ্বিতীয়বার নতুন করে এই জমিদার বাড়ি ও বিশাল ঠাকুরদালান (বা নাটমন্দির) তৈরি করা হয়। রাজা রাম পালের দুই ছেলে এরপর আর দেওয়ানির কাজে যুক্ত থাকেননি। রাজা রাম পালের ছেলে রামধন পাল পুরনো বাড়ির অনতিদূরেই এই নতুন অট্টালিকাটি নির্মাণ করেন এবং নিজের পুত্র ললিতের নামে বাড়িটির নামকরণ করেন 'ললিত লজ'। এই ললিত লজেই বংশপরম্পরায় মা দুর্গা কোনো সাধারণ দেবী হিসেবে নন, বরং ঘরের মেয়ে 'উমা' রূপে পূজিতা হয়ে আসছেন। এই বাড়ির পুজোর সূচনা হয় অনেক আগে থেকেই। প্রথা অনুযায়ী, রথযাত্রা কিংবা জন্মাষ্টমীর দিন এখানে দেবীর কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে ঢাকে কাঠি পড়ে যায়। মহালয়ার পরদিন অর্থাৎ প্রতিপদ তিথি থেকে শুরু হয় নিয়মনিষ্ঠার সাথে ঘটপুজো এবং প্রতিদিন চণ্ডীপাঠ। ষষ্ঠীর দিন দেবীর বোধন অনুষ্ঠিত হয়। পালবাড়ির পুজোর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল, বাড়ির মহিলারাই পুজোর যাবতীয় কাজ এবং আয়োজনে সরাসরি হাত লাগান। পালবাড়ির দুর্গাপুজো সম্পূর্ণ বৈষ্ণব রীতিনীতি মেনে অনুষ্ঠিত হয়। তাই শাক্ত পরিমণ্ডলের মতো এখানে পশুবলির কোনো রেওয়াজ নেই। বর্তমান প্রজন্মের সদস্য স্বরূপ পালের বক্তব্য অনুযায়ী, এই পরিবারে খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রেও কড়া নিয়ম মানা হয়। ষষ্ঠী থেকে শুরু করে দশমীতে দেবীর প্রতিমার ঘটের সুতো কাটা পর্যন্ত পরিবারের প্রতিটি সদস্য কঠোরভাবে নিরামিষ আহার গ্রহণ করেন। এছাড়া নবমী তিথি শেষ হওয়ার আগেই পালবাড়িতে নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে কুমারী পুজো সম্পন্ন হয়। এই বাড়ির বিস্ময়কর প্রথাটি হল মহাষ্টমীতে সিঁদুর খেলা।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

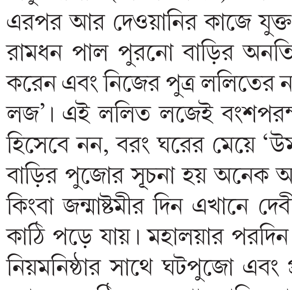

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। তবে সতর্ক থাকতে হবে শক্তির অপচয় যেন না ঘটে।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, নারী জাতির কাছে স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে থাকেন। আসলে নারীকে ঈশ্বর যে শক্তি দিয়ে নির্মাণ করেছেন সেই শক্তি সবার মধ্যে নেই। নারী শক্তি দিয়ে বিশ্বকে জয় করতে সক্ষম। মা সারদা হচ্ছেন সাক্ষাৎ মা ভবতারিনী। তাঁকে দিনে একবার প্রণাম করা উচিত। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, দিনের কাজ শুরু হয় সকাল বেলা থেকে। সেই কারণে মায়ের আশির্বাদ নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দ মায়ের আর্শিবাদ গ্রহণ করে কাজ শুরু করতেন। মা সারদা তো জগত মাতা। তিনিই তো সিদ্ধিদাত্রী। তিনি সবাইকে পথ দেখিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলে জগত পরম ধন্য। মা আছেন বলে সন্তানরা বেঁচেবর্তে থাকে। এবং বড় হতে পারে। না হলে কবেই সবাই শক্তিহীন হয়ে ঘুরে বেড়াতো। জীবনে উন্নতি করতে গেলে চাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে। বাংলার নবজারণ শুরু হয়েছিল নারী শক্তিকে জাগরিত করার মন্ত্র নিয়ে।

দুটি বিশ্বকাপ দুটি ভিন্ন ব্যবসায়িক মডেল

পার্থ প্রতিম বিশ্বাস

দুটি বিশ্বকাপ এবং দুটি ভিন্ন ব্যবসায়িক মডেল। ক্রিকেট বিশ্বকাপ (ICC) এবং ফুটবল বিশ্বকাপ (FIFA) বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় দুটি ক্রীড়া ইভেন্ট হলেও এদের ব্যবসায়িক মডেলে বিস্তর ফারাক রয়েছে। ফুটবলের বাজার বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত, অন্যদিকে ক্রিকেটের অর্থনীতি মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের কয়েকটি দেশ, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া,নিউজিল্যান্ড ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশের উপর নির্ভর করে।

ফুটবলের বিশ্বকাপ একটি একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারকারী মেগা ইভেন্ট, যেখানে ৪৮টি দল এবং ১০৪টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় এবং এর বাণিজ্যিক ব্যাপ্তি বিশ্বব্যাপী। এর বিপরীতে, ক্রিকেটের বিশ্বকাপ একটি তুলনামূলক ক্ষুদ্র আয়োজন। একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ফিফার ২০২৬ সালের টুর্নামেন্ট থেকে প্রায় ৮.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মুনাফা অর্জিত হয়েছে, যার মধ্যে শুধুমাত্র সম্প্রচারণ স্বত্ব থেকে পাওয়া গেছে প্রায় ৩.৮,৪.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিকে, আইসিসির ২০২৪-২৭ সালের বৈশ্বিক মিডিয়া- রাইটস চক্রটি অনেক ছোট, যা কেবল একটি বিশ্বকাপ নয় বরং একাধিক টুর্নামেন্ট মিলিয়ে প্রায় ৩.০, ৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। স্পনসরশিপ এবং কমার্শিয়াল রাইটস ঃ FIFAঞ্জ অ্যাডিডাস, কোকা-কোলা, ভিসা এবং হুন্ডাইয়ের মতো শীর্ষস্থানীয় গ্লোবাল ব্র্যান্ডগুলো ফিফার দীর্ঘমেয়াদী স্পনসর, যাদের বাজার সারাবিশ্বে বিস্তৃত। ICC- আইসিসির স্পনসরশিপ মূলত ভারতীয় কোম্পানি (যেমনঞ্জ রিলায়েন্স, এমআরএফ, ড্রিম১১) বা সেইসব আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের ওপর নির্ভরশীল, যাদের প্রধান বাণিজ্যিক টার্গেট দক্ষিণ এশিয়া। টিকিট বিক্রি ও হসপিটালিটি ঃ FIFA- বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ পর্যটক বিশ্বকাপ দেখতে আসেন। টিকিট, হোটেল, ভিআইপি হসপিটালিটি এবং ট্রাভেল প্যাকেজ থেকে ফিফার বিলিয়ন ডলার আয় হয়।

ICC- ক্রিকেট বিশ্বকাপে টিকিট বিক্রি মূলত আয়োজক দেশের স্থানীয় দর্শক এবং প্রবাসী ফ্যানদের ওপর নির্ভরশীল। গ্লোবাল ট্যুরিজমের প্রভাব এখানে অনেক কম। মার্চেন্ডাইজিং ঃ FIFA- ফিফার ভিডিও গেম (যেমন EA Sports FC), জার্সি এবং গ্লোবাল মার্চেন্ডাইজ বিক্রি সারাবছর ব্যাপী একটি বিশাল শিল্প। ICC- ক্রিকেটে মার্চেন্ডাইজিং মার্কেট মূলত টুর্নামেন্ট চলাকালীন সময়ে এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি অংশগ্রহণকারী দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। পুরস্কারের পরিমাণ ঃ পুরস্কারের পরিমাণের মাধ্যমে উভয় ইভেন্টের

বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। ফিফার ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য রেকর্ড ৮৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি প্রাইজ পুল নির্ধারণ করা হয়েছিল, যেখানে চ্যাম্পিয়ন দল বোনাস এবং প্রস্তুতিমূলক পেমেন্টসহ ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত অর্জন করতে পারে। বিপরীতে, আইসিসির পুরুষদের বিশ্বকাপের পুরস্কারের পরিমাণ সেই অর্থে অনেক কম এবং শুধু টুর্নামেন্ট ইকোসিস্টেমের মধ্যে বিস্তৃত থাকে।

অফিসিয়াল এবং ম্যাচ সংক্রান্ত ব্যয়

অফিসিয়াল এবং ম্যাচ সংক্রান্ত ব্যয় ফুটবলে রেফারির অর্থনীতি ইত্যাদি তুলনামূলক কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত হয়। ফিফা সরাসরি রেফারিদের পেমেন্ট দেয় এবং ভ্রমণ, আবাসন ও দৈনিক ভাতার মতো ম্যাচ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় বহন করে। ক্রিকেটেও আম্পায়ার এবং ম্যাচ অফিসিয়ালরা কেন্দ্রীয় ভাবে নিয়ন্ত্রিত হলেও তাদের সঠিক ফি সম্পর্কে জনসমক্ষে তথ্য আসার সুযোগ নেই। সংবাদপত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো;উভয় সংস্থাই অফিশিয়েটিং এবং লজিস্টিক খরচ কেন্দ্রীয়ভাবে বহন করে, তবে ফিফার ইভেন্টের বিশাল আয়তনের কারণে এই খরচগুলো সেই অর্থে অনেক বেশি। প্রতিবেদনে থেকে জানা যায় যে, ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের প্রধান রেফারিরা প্রায় ৭০,০০০ মার্কিন ডলারের (প্রায় ৬৮ লক্ষ ?) একটি ভিত্তি (base) পেমেন্ট পেয়েছেন, তবে কিছু রিপোর্টে এই অংকটি ১,০০,০০০ মার্কিন ডলারের কাছাকাছি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলোর জন্য ম্যাচ ফি প্রায় ৩,০০০ মার্কিন ডলার এবং নকআউট পর্বের জন্য তা ১০,০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল । একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ICC Elite Panel আম্পায়াররা প্রতিটি T20 International ম্যাচের জন্য প্রায় ১.১৩, ১.২৫ লক্ষ (প্রায় US$১,৩৫০, ১,৫০০) এবং প্রতিটি ODI ম্যাচের জন্য প্রায় ? ২.২৬ লক্ষ (প্রায় US$ ২,৭০০,৩,০০০) আয় করেন। ম্যাচ ফি ছাড়াও, তারা বার্ষিক রিটেইনার, দৈনিক ভাতা, আন্তর্জাতিক ভ্রমণ খরচ, হোটেল আবাসন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পারফরম্যান্স-ভিত্তিক বোনাস পেয়ে থাকেন। সর্বোচ্চ স্তরে, ICC Elite Panel আম্পায়াররা সর্বাধিক আয় করেন। তারা বিশ্বজুড়ে টেস্ট, ODI এবং T20Is পরিচালনা করেন এবং বার্ষিক রিটেইনারের পেমেন্টের পাশাপাশি ম্যাচ প্রতি পেমেন্ট গ্রহণ করেন। কাজের পরিমাণ, ভ্রমণ ভাতা এবং পারফরম্যান্স-ভিত্তিক প্রণোদনার ওপর ভিত্তি করে, তাদের সর্বোচ্চ আয়ের বছরগুলোতে মোট আয় ৭৫ লক্ষ থেকে ১.৭ কোটি পর্যন্ত হতে পারে। আয়োজক দেশ, হোটেল এবং আতিথেয়তা ঐ দেশের ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়টিও একটি বড় পার্থক্য রয়েছে।

FIFA বিশ্বকাপ আয়োজক শহরগুলোকে প্রায়শই বিশাল পরিকাঠামো এবং পরিচালন ব্যয় বহন করতে হয়, যেখানে ফিফা সম্প্রচার, লাইসেন্সিং, আতিথেয়তা এবং স্পনসরশিপ স্বত্ব থেকে অধিকাংশ মুনাফা অর্জন করে। বিপরীতে, ICC সম্প্রচার এবং স্পনসরশিপের আয়ের সিংহভাগ নিজেদের কাছে রাখে, স্থানীয় বোর্ডগুলো টিকিটের রাজস্বের একটি সামান্য অংশ পায় এবং মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব আয়োজক দেশের ওপর ন্যস্ত থাকে।

উভয় ইভেন্টেই হোটেল, ভ্রমণ এবং দলগত লজিস্টিকসের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকলেও, ফিফার ৪৮টি দল ও ১০৪টি ম্যাচের ফরম্যাট ক্রিকেটের ১৪টি দল ও ৫৭টি ম্যাচের টুর্নামেন্টের তুলনায় অনেক বড় একটি আতিথেয়তা বাজার তৈরি করে। বহু দেশের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবধানটি অত্যন্ত স্পষ্ট। ফিফার ২০২৬ বিশ্বকাপে ৪৮টি দেশ অংশগ্রহণ করেছে, যেখানে ২০২৭ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপে দল সংখ্যা হবে মাত্র ১৪টি। বাণিজ্যিকভাবে এই পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বেশি দল মানেই ব্যাপক বাজার, বিশাল দর্শক, সম্প্রচার সময়ের বৃদ্ধি এবং স্পনসর ইনভেন্টরির সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়া। এটি ব্যাখ্যা করে কেন ক্রিকেটে নির্দিষ্ট কিছু বিশাল বাজারের আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও মোট রাজস্বের দিক থেকে ফিফার ইভেন্ট ক্রিকেটের তুলনায় অনেক বড়।

স্পনসরশিপ এবং লাভজনকতাঃ ২০২৬ সালের জন্য ফিফার স্পনসরশিপ রাজস্ব আনুমানিক ২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে পারে, যেখানে ব্র্যান্ডগুলো চার বছর অন্তর আয়োজিত এই মহাযজ্ঞে বিশ্বব্যাপী প্রচারের জন্য প্রিমিয়াম রেট প্রদান করে।

আইসিসির স্পনসরশিপও শক্তিশালী, তবে এর বাণিজ্যিক ক্ষমতা কিছুটা সীমিত এবং চক্রভিত্তিক। আইসিসির লাভ জনকতা মূলত মিডিয়া রাইটস, বিশেষ করে ভারতের বাজারের ওপর নির্ভরশীল।

সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪-২৭ চক্রে আইসিসির বার্ষিক উদ্বৃত্ত প্রায় ৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে শুধুমাত্র বিসিসিআই (BCCI) বছরে প্রায় ২৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পেতে পারে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে ফিফা বিশ্বকে একটি একক উৎসব বিক্রি করে; আর আইসিসি তার বৃহত্তম বাজারকে বারবার ক্রিকেটের আস্বাদ দেয়।

ফিফার মডেলটি আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত, জমকালো এবং মোট ডলারের হিসেবে অনেক বেশি লাভজনক। অন্যদিকে আইসিসির মডেলটি কিছুটা সংকুচিত এবং নির্দিষ্ট কিছু বাজারের ওপর নির্ভরশীল হলেও বিশ্বব্যাপী খেলাধুলাকে অর্থায়ন করার মতো যথেষ্ট উদ্বৃত্ত আয় করতে সক্ষম।

কাশীপুর রাজবাড়ির দুর্গা পুজো এখন সবাই দেখতে পাবেন

অনিকেত নস্কর

এই বৎসরও কাশিপুররাজবাড়ির সদর দরজা সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত জনসাধারনের দর্শনের জন্য খোলা থাকবে। দুই সহস্রাব্দের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র ঃ কাশীপুর রাজবাড়ির দুর্গোৎসব। ২০০০ বছরের প্রাচীন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে চলেছে । প্রতি বছরের মতো এবারও ঐতিহ্য ও রাজকীয় জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হতে চলেছে রাজ বাড়ির দুর্গাপূজা। মহাসপ্তমী থেকে মহাদশমী;এই চার দিন সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য রাজপ্রাসাদের প্রধান প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত থাকবে, যাতে সকলেই রাজপরিবারের পরমারাধ্য দেবীর আরাধনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। পঞ্চকোট রাজবংশ ও কাশীপুরের ইতিবৃত্ত পঞ্চকোট রাজবংশের দীর্ঘ ও

বৈচিত্র্যময় যাত্রাপথের সপ্তম এবং সর্বশেষ রাজধানী হল এই কাশীপুর। উজ্জ্বয়িনীর ধারনগর থেকে শুরু করে ঝালদা, পাড়া, গড়পঞ্চকোট, মহারাজনগর এবং কেশরগড় অতিক্রম করে ১৮৩২ সালে পঞ্চকোটের তৎকালীন শাসক রাজা জগজীবন সিংহ দেও (গরুড় নারায়ণ) রাজধানী স্থানান্তরিত করেন দ্বারকেশ্বর নদের তীরবর্তী কাশীপুরে।

ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী, কাশীপুর অঞ্চলে মোট সাতজন পঞ্চকোট বংশীয় রাজা রাজত্ব করেছিলেন;জগজীবন, নীলমণি, হরিনারায়ণ, জ্যোতিপ্রসাদ, কল্যাণী প্রসাদ, শঙ্করীপ্রসাদ এবং ভুবনেশ্বরী প্রসাদ। মানভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও রাঁচি জেলা জুড়ে বিস্তৃত এই রাজত্ব প্রায় ২৭৭৯ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিল। পরবর্তীতে রাজা জ্যোতিপ্রসাদ ওড়িশার কটক জেলাতেও কিছু জমিদারি বিস্তার করেন।

ঐতিহাসিক দুই মহারথীঞ্জ রাজা নীলমণি ও মহারাজ জ্যোতিপ্রসাদ কাশীপুরের রূপরেখা বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রে মূলত দুই শাসকের ভূমিকা সর্বাধিক স্মরণীয় ঃ ১. রাজা নীলমণি সিংহ দেও ঃ প্রজা হিতৈষী ও স্বাধীনতাকামী ঃ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ বা সিপাহী বিদ্রোহের সময় রাজা নীলমণি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তাঁর নেতৃত্বে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় পুরুলিয়া ট্রেজারি লুণ্ঠন ও জেলখানা আক্রমণ করে ৬৩ জন কয়েদিকে মুক্ত করা হয়। ফলে প্রায় তিন মাস পুরুলিয়া ব্রিটিশ শাসনমুক্ত ছিল।

পরবর্তী জীবন ও সংস্কৃতি চর্চা ঃ ইংরেজদের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর কাশিমবাজারের রানি স্বর্ণময়ী তাঁকে জামিনে মুক্ত করেন (যার বিনিময়ে রানিকে ৪৪টি মৌজা হস্তান্তর করা হয়)। মুক্ত হয়ে তিনি অঞ্চলে নবজাগরণের সূচনা করেন। বিখ্যাত পণ্ডিত, সুরসাধক এবং কবিদের রাজসভায় স্থান দেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও সনেট ঃ ১৮৭২ সালে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কিছু সময়ের জন্য রাজা নীলমণির আইনি উপদেষ্টা হিসেবে কাশীপুরে আসেন।

এই রাজবাড়িতে অবস্থানকালেই কবি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত তিনটি সনেট;'পঞ্চকোট গিরি', 'পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী' এবং 'পঞ্চকোট গিরি বিদায় সঙ্গীত'। লোকসঙ্গীত পরিবেশন করা হতো।

শুধু ছবি স্থাপনেই কি নেতাজির মর্যাদাকে সম্মানিত করা হল ?

পাঠক মিত্র

ছবি স্থাপনে নেতাজির মর্যাদা? নেতাজি কি বিতর্কমূলক চরিত্র ? না । কিন্তু দেশের জন্য তাঁর আত্মত্যাগ তাঁকে মানুষের কাছে বর্ণময় করে তুলেছে । অথচ স্বাধীনতা আন্দোলনে এই দেশের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে তাঁকে কেউই সমর্থন করতে পারে নি ।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এমন এক চরিত্র যিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে তদানীন্তন আপোষকামী নেতা ও দলের কোন সমর্থন পাননি । এমনকি স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে অন্তত তিরিশ বছর লেগেছে তাঁর পথিকৃতের পার্লামেন্টে জায়গা পেতে। প্রতি সরকারের ঔদাসীনতা ছিল পরিষ্কার। তারপরেও তাঁকে নিয়ে রাজনীতির যেটুকু চর্চা বা উদ্দীপনা তা শুধু ভোট রাজনীতির ময়দানকে লক্ষ্য রেখে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে নেতাজির স্থান নিয়ে কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। তাঁর প্রতি আবেগমথিত অগাধ শ্রদ্ধা মানুষের মনকে আজও আলোড়িত করে। সেই আলোড়নকে রাজনীতি তার নিজের মত করে সর্বদা চালিত করতে চেয়েছে বা চালিত করার প্রয়াস করে থাকে ।আর এই চালনায় নেতাজির প্রতি অশ্রদ্ধা বা অসম্মানজনক কোন বিষয় অবশ্য স্থান পায়নি। সাম্প্রতিক সময়ে এই নেতাজির প্রতি বিরুদ্ধচারণ করতে গিয়ে কয়েকজন জনপ্রতিনিধি যাঁরা শাসক দল বিজেপিরও প্রতিনিধি তাঁরা সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছেন। এবং সোশাল মিডিয়ায় তার প্রতিফলনও স্পষ্ট হয়েছে। সর্বস্তরে প্রতিবাদের পাশাপাশি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে নেতাজির প্রতি বিষোদগার অবশ্য স্থিমিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর এই হস্তক্ষেপ কতটা নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধায় আর কতটা তাঁর দলীয় রাজনীতির হিসেবে পড়ে তা কিন্তু প্রশ্নের বাইরে নয় । নেতাজির প্রতি বিষোদ্গারে শাসকদলীয় রাজনীতির সংস্কৃতিকেই মান্যতা দেয় ।বাংলায় নেতাজি নামাঙ্কিত সংস্থা থেকে রাস্তার নাম পরিবর্তন করে তাঁরা তাঁদের পছন্দের নেতার নামে করেছে, কোথাও তা করার চেষ্টা করেছে। নেতাজির প্রতি তাঁদের বিরুদ্ধচারণ বাংলার মানুষের মনে যাতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয় তাই বাংলার বুকে 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু'র নামাঙ্কিত সেবাকেন্দ্র প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে খোলা হয়েছে । মানুষের জন্য সেই সেবাকেন্দ্র

প্রত্যেক বিধায়ক তার পরিচালক । প্রতিটি সেবাকেন্দ্রে নেতাজির একই রকম ছবি যাতে থাকে তার জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সেই ছবি সরবরাহ করেছে। শুধু নেতাজির ছবিসহ তাঁর নামাঙ্কিত সেবাকেন্দ্র চালু করলেই নেতাজির প্রতি মর্যাদাপূর্ণ শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ হবে তা কি বলা যায়? নেতাজির রাজনৈতিক দর্শনে সহমত না হলেও দেশের জন্য তাঁর আত্মত্যাগ প্রশ্নাতীত এ কথা প্রথমেই মানতে হয়। সেই মান্যতাটুকু না দেওয়ার উদাহরণ অলরেডি দর্শিত হয়েছে। তারপর নেতাজি নামাঙ্কিত সেবাকেন্দ্র সেই মান্যতাটুকু দিতেই কি তা বলা যেতে পারে! এই পরিসরে নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনে তাঁর চিন্তাভাবনার প্রতিফলন সরকার রক্ষা করতে পারে না সে কথা বলা যেতে পারে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ের উপর নেতাজির ভাবনার কথা উল্লেখ করলে আজকের সরকারের অবস্থান পরিষ্কার হতে পারে ।

১৯৩০ সালে বিপ্লবী বারীন্দ্র ঘোষকে এক চিঠিতে বলছেন, 'এত বছর ধরে আমরা স্বাধীনতা বলতে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা বোঝাতাম। কিন্তু এখন আমাদের ঘোষণা করতে হবে যে, আমরা শুধু জনগণকে রাজনৈতিক শৃঙ্খল থেকেই মুক্ত করব তা নয়, আমরা তাদের সব রকম শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করব । স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য হবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক তিন ধরণের অত্যাচার থেকে মুক্ত করা।' স্বাধীনতার এত বছর পরও নেতাজির কথায় উল্লিখিত অত্যাচার থেকে মানুষ মুক্ত হতে পেরেছে কিনা, সে প্রশ্ন কি এখন উত্থাপিত হতে পারে না ? এ পর্যন্ত যখন যে দল শাসনে থেকেছে তখন তারা মনে করে তাদেরটাই সেরা। অথচ সব আমলের অত্যাচারের কাহিনী চাপা থাকে না। আর প্রত্যেকের সেই কাহিনীর রূপের গরমিল পাওয়া যায় না।

স্বাধীন ভারতের মৌলিক সমস্যা চিহ্নিত করে টোকিওর এক সভায় নেতাজি ব্যক্ত করেছিলেন । স্বাধীন ভারতের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা উল্লেখ করেছিলেন সেই সভায়-- জাতীয় সুরক্ষা, দারিদ্র দূরীকরণের পন্থা ও জনসাধারণের শিক্ষা । তিনি আরও বলেন, 'যদি তা আমরা এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করতে চাই তা কিভাবে করব? এসব সমস্যা সমাধানের ভার কি আমরা তুলে দেব বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তিগত উদ্যোগপতিদের হাতে, নাকি রাষ্ট্রই এই সমস্যাগুলি সমাধানের দায়িত্ব নেবে?' এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন, '...আমরা এসব জাতীয় সমস্যাগুলির--বিশেষ করে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমা ধানের ভার ব্যাক্তিগত উদ্যোগ পতিদের হাতে ছাড়তে পারি না । যদি আমরা বেসরকারি হাতে দারিদ্র ও বেকারিত্ব ঘোচানোর দায়িত্ব তুলে দিই তবে এ সমস্যাগুলির সমাধান হতে বেশ কয়েকশো বছর কেটে যাবে ।...কোনও উদ্যোগকেই বেসরকারি হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে না, বরং রাষ্ট্রই অর্থনৈতিক সব সমস্যা সমাধানের দায়িত্বভার নিজের কাঁধে তুলে নেবে । দেশের শিল্পায়নের প্রশ্নে, অথবা কৃষির আধুনিকীকরণের প্রশ্নে আমরা চাই রাষ্ট্রই এগিয়ে আসবে এবং দায়িত্ব নিয়ে কম সময়ের মধ্যেই সংস্কারের মাধ্যমে ভারতের জনগণকে অতি দ্রুত নিজের পায়ে দাঁড় করাবে।' ভারতের জনগণের জন্য রাষ্ট্র কিভাবে কাজ করবে তাও তিনি স্পষ্ট করেছেন,' ভারতের আধুনিক প্রগতিবাদী চিন্তা একটি কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে, যে রাষ্ট্র কাজ করবে জনগণের আত্মস্বরূপ হয়ে বা জনসাধারণের ভৃত্য রূপে, কয়েক জন ধনী ব্যক্তির গোষ্ঠীরূপে নয় ।' কিন্তু স্বাধীন ভারতের বাস্তব রূপ অন্য কথা বলছে। এমনকি বেকার মুক্ত, দারিদ্রতামুক্ত ভারত তাঁর স্বাধীনতার পঁচত্তর বছর পরেও নিশ্চিত করেছে তা কিন্তু কোন ভাবেই বলা যায় না । আজকে বৈষম্যের হিসেব বলে দেয় তার উত্তর। সর্বোপরি বেসরকারিকরণ এই সরকারের প্রথম এজেন্ডা, সে কথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না ।

শুধু বেকারমুক্ত, দারিদ্রতামুক্ত ভারত নয় নেতাজি চেয়েছিলেন সাম্প্রদায়িকতামুক্ত ভারত। 'ভারতে অনেক ধর্মমত আছে । সেই পরিপ্রেক্ষিতে, স্বাধীন ভারতের সরকারকে সমস্ত ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতশূন্য মনোভাব নিতে হবে ।' এই মনোভাবের জন্য যে অনুভব ও অনুশীলনের প্রয়োজন তা তিনি উল্লেখ করে ছেন--'গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গত খন্ড চিন্তা নয়, সমগ্র জাতিকে জড়িয়েই চিন্তা করতে ও অনুভব করতে আমাদের শিখতে হবে । সামাজিক আর্থিক ক্ষেত্রের যে সত্যটি সম্বন্ধে আমাদের নিরক্ষর দেশবাসীর চোখ আমাদেরই খুলে দিতে হবে, তা হল--ধর্ম, জাত ও ভাষার পার্থক্য থাকলেও আর্থিক সমস্যা ও অভাব অভিযোগগুলি আমাদের সকলেরই এক । ..দারিদ্র্য ও বেকারী, অশিক্ষা ও রোগগ্রস্থতা, কর ও ঋণের বোঝা সব সমস্যাই হিন্দু ও মুসলমান সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের জনগণকে একইভাবে আঘাত করে এবং এগুলির সমাধানও সর্বাগ্রে রাজ নৈতিক সমস্যা সমাধানের উপর নির্ভর।' তাঁর এই কথার সারমর্ম এই পর্যন্ত কোন শাসক দল মেনে চলেছে তা একেবারেই বলা যায় না । বর্তমান সরকার সমস্যাগুলিকে আরও নগ্ন করে তুলেছে।

তাছাড়াও নেতাজি চেয়েছিলেন ধর্মমুক্ত রাজনীতি। তাঁর কথায়--'ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি থেকে বাদ দেওয়া উচিত। ধর্ম ব্যক্তি বিশেষের বিষয় হওয়া উচিত ,..ধর্মীয় কিংবা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দ্বারা রাজনীতি পরিচালিত হওয়া উচিত নয় । এটা পরিচালিত হওয়া উচিত শুধু বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিচারবুদ্ধির দ্বারা ।' এই সময় রাজনীতির পরিবেশে নেতাজির কথার মান্যতা একে বারেই বহন করে না ।

শিক্ষা প্রসঙ্গে নেতাজীর ভাবনার কথা আজও যেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তাঁর দৃষ্টিতে--'ধর্মের নামে, দেশের নামে বা রাজনীতির নামে কোন প্রকার গোঁড়ামি যেন আমাদের শিক্ষামন্দিরে প্রবেশ করিতে না পারে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত।' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডে তাঁর এই দৃষ্টি আমাদের আজ আর দৃষ্টিগোচর হয় না।

তিনি চেয়েছিলেন মানুষ গড়ার শিক্ষা । তৎকালীন শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'এই যে শিক্ষা ইহা তো কলের শিক্ষা । কিন্তু মানুষের জীবনটা তো দ্বখস্তুত ত্র নয়.......এই কলের শিক্ষায় মানুষ বড় বড় কল গড়িতে পারে--কিন্তু মানুষ গাড়িতে পারে না।' তাই শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন । এ সম্পর্কে নেতাজি বলেছেন, 'আমরা যাহাতে আমাদের জীবন আমাদের দেশের সেবায় এবং শেষ পর্যন্ত মানবতার সেবায় নিযুক্ত করতে পারি সেইজন্য আমাদের উন্নততর পুরুষ ও নারীকে পরিণত করাই শিক্ষার লক্ষ্য।' তিনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন যা ধর্মোন্মত্ততা রুখে দিতে পারে বলে তিনি মনে করেন । তিনি তাই বলতে পেরেছেন, 'সাংস্কৃতিক অন্তরঙ্গতার পথে বড় বাধা ধর্মোন্মত্ততা এবং ধর্মোন্মত্ততার প্রতিকার হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষ এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষার চেয়ে উৎকৃষ্টতর আর কিছু নাই। এই ধরণের শিক্ষা অন্য একটি দিক থেকেও প্রয়োজনীয়, কারণ এই শিক্ষা আমাদের অর্থনৈতিক চেতনা জাগ্রত করে । অর্থনৈতিক চেতনার উন্মেষ ধর্মোন্মত্ততার মৃত্যু ডাকিয়া আনে ।' আজকে শিক্ষা ও তার অঙ্গনের চিত্র নেতাজির ভাবনার ঠিক বিপরীত পথে হাঁটছে। এটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠছে।

চলমান পরিস্থিতি ও পরিবেশে নেতাজির ভাবনার মর্যাদা আমরা কোথাও কি বহন করতে পেরেছি । সে কথা আজ আর জোর দিয়ে বলা যায় না। নেতাজির ভাবনার মর্যাদা যদি আমরা বহন করতে না পারি, তাহলে তাঁর নামাঙ্কিত কেন্দ্র তৈরি করে সেই কেন্দ্রগুলিতে তাঁর ছবি বিশেষভাবে দিকে দিকে স্থাপন করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনে সার্থকতা কোথায় ! সেই সার্থকতার পথে এই সরকার ও তাঁর প্রশাসন অগ্রসর হতে পারে না, আগামীদিন ভোটের লক্ষ্যে কেবল তাঁরা অগ্রসর হতে পারে । এর বেশি কিছু নয় ।

মাটির নয়, ফেলে দেওয়া জঞ্জালেই দুর্গা! রাজুর হাতে আবর্জনা পেল শিল্পের নতুন জীবন

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৮ অক্টোবর ঃ মাটি, খড় কিংবা চট নয়। ফেলে দেওয়া নাট- বল্টু, জিআই তার, মরচে ধরা পেরেক, কাঠের টুকরো, ব্লেড, লোহার জালি-

এমনই নানা জঞ্জাল দিয়ে তৈরি হয়েছে দুর্গা প্রতিমা। শিল্পীর হাতের নিপুণ ছোঁয়ায় ফেলে দেওয়া সেইসব উপকরণই যেন পেয়েছে নতুন প্রাণ। পরিবেশবান্ধব বার্তা দিতে এমনই অভিনব উদ্যোগ নিয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীর বড়কোবলা এলাকার শিল্পী রাজু বাগ। মাটির পরিবর্তে বিভিন্ন পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ দিয়ে প্রতিমা তৈরির ভাবনা অবশ্য নতুন নয়। গত কয়েক বছর ধরে নানা শিল্পী ভিন্ন ভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে প্রতিমা তৈরি করছেন। তবে রাজু বাগের ভাবনাটা খানিকটা আলাদা। তাঁর তৈরি দুর্গার শরীরজুড়ে রয়েছে মূলত ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র। অর্থাৎ যে উপকরণগুলি সাধারণত আবর্জনা হিসেবেই ফেলে দেওয়া হয়, সেগুলিকেই কাজে লাগিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন দেবী দুর্গার অবয়ব। রাজুর তৈরি প্রতিমায় নেই প্রচলিত মাটি, খড় বা চটের ব্যবহার। বদলে রয়েছে নাট- বল্টু, জিআই তার, পুরনো পেরেক, কাঠের টুকরো, ব্লেড, লোহার জালি-সহ নানা ধরনের পরিত্যক্ত সামগ্রী। প্রতিটি উপকরণকে পরিকল্পিতভাবে সাজিয়ে, জুড়ে এবং শিল্পীর দক্ষতায় তৈরি করা হয়েছে প্রতিমার বিভিন্ন অংশ। ফলে কাছ থেকে দেখলে একদিকে যেমন চোখে পড়ে ব্যবহৃত জঞ্জাল, অন্যদিকে শিল্পীর সৃজনশীলতায় সেই জঞ্জালই হয়ে উঠেছে এক অনন্য শিল্পকর্ম।আকারে এই প্রতিমাগুলি খুব বড় নয়। কিন্তু অভিনবত্বে তা কোনও অংশেই পিছিয়ে নেই। রাজুর তৈরি ছোট আকারের প্রায় ১০০টি দুর্গা প্রতিমা এবছর পাড়ি দিচ্ছে কলকাতা, হায়দরাবাদ এবং ঝাড়খণ্ডে। শুধু দুর্গা প্রতিমাই নয়, ফেলে দেওয়া বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে থিমনির্ভর শিল্পকর্মও তৈরি করছেন তিনি। এই কাজে একা নন রাজু। তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন এলাকার একঝাঁক তরুণ। পড়াশোনার পাশাপাশি তাঁরাও হাতে-কলমে শিখছেন এই অভিনব শিল্পকর্ম তৈরির কাজ। ফলে একদিকে যেমন তাঁদের হাতখরচের জোগান হচ্ছে, তেমনই তৈরি হচ্ছে স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ্ন। শিল্পের মাধ্যমে নিজেদের ভবিষ্যত গড়ার পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতার বার্তাও ছড়িয়ে দিতে চাইছেন তাঁরা। রাজু বাগের কথায়, এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমি সমাজকে বার্তা দিতে চাই যে, পরিবেশবান্ধব চিন্তা থাকলে পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ দিয়েও অনন্য শিল্প সৃষ্টি সম্ভব। ফেলে দেওয়া জিনিস মানেই যে তা অপ্রয়োজনীয়, তা নয়। সঠিক ভাবনা ও সৃজনশীলতা থাকলে সেই জিনিসকেও নতুন করে কাজে লাগানো যায়। আজকের দিনে এটাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞদের মতে, শহর থেকে গ্রাম-সর্বত্রই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বর্তমানে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ কঠিন বর্জ্য জমছে। সেই বর্জ্যের একটা অংশ পুনর্ব্যবহার করা সম্ভব হলেও সচেতনতার অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই তা আবর্জনা হিসেবেই পড়ে থাকে। সেই জায়গা থেকেই রাজুর উদ্যোগের গুরুত্ব আলাদা। দেবী দুর্গাকে ঘিরে যখন উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে, তখন পূর্বস্থলীর এই শিল্পীর হাতে জঞ্জাল পেয়েছে নতুন পরিচয়। ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে তৈরি প্রতিমা শুধু শিল্পের অভিনবত্বই তুলে ধরছে না, একই সঙ্গে দিচ্ছে পুনর্ব্যবহার এবং পরিবেশ রক্ষার বার্তাও। রাজুর হাত ধরে যেন আবর্জনাই বলছে-'ফেলে দেওয়ার আগে একবার নতুন করে ভাবুন, হয়তো এর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা।

দেবীপক্ষ নয়, পিতৃপক্ষেই দুর্গার আরাধনা গড়-ঝাড়গ্রামের রাজপরিবারে

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৮ অক্টোবর ঃ তার আগেই পিতৃপক্ষে শুরু হয়ে যায় দুর্গার আরাধনা। কয়েকশো বছরের সেই প্রথা মেনেই এ বারও গড়- ঝাড়গ্রামের রাজপরিবারে শুরু হয়েছে দুর্গাপুজো। ৪১৮ বছরে পড়া এই পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এখানে দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা তৈরি হয় না। চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালে আঁকা চিত্রেই পটেশ্বরীর পুজো করা হয়। গত রবিবার কৃষ্ণপক্ষের জীতাষ্টমী তিথিতে রাজ পরিবারের কুলদেবী সাবিত্রীর মন্দির প্রাঙ্গণে বেল গাছের নীচে মঙ্গলঘট স্থাপনের মধ্য দিয়ে পুজোর আরম্ভ শুরু হয়। সোমবার কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে হয় অস্ত্রপুজো। শক্তিলাভের কামনায় অস্ত্রপুজোর পরেই শুরু হয় দুর্গার আরাধনা। পুজো চলবে বিজয়া দশমী পর্যন্ত। পুরনো গড়-ঝাড়গ্রাম, অর্থাৎ বর্তমান ঝাড়গ্রাম শহরের পুরনো এলাকায় রয়েছে রাজ পরিবারের কুলদেবী সাবিত্রীর মন্দির। মন্দিরের ভিতরে পৃথক চণ্ডীমণ্ডপে হয় দুর্গাপুজো। এক সময়ে শালপাতার ঝালরের উপর আঁকা প্রাচীন পটে দেবীর পুজো করা হত। সেই পট নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পরে এখন চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালে আঁকা দেবীর ছবিতেই পুজো হয়। রাজ পরিবারের কাছে দেবী পটেশ্বরী নামে পরিচিত। রাজ পরিবারের সদস্য জয়দীপ মল্লদেব বলেন, দেবীপক্ষের আগেই পিতৃপক্ষে দুর্গারাধনার এই পরম্পরা আমাদের রাজ পরিবারে কয়েকশো বছর ধরে চলে আসছে। এই পুজো শুরুর সঙ্গে রাজপরিবারের ইতিহাস ও জনশ্রুতিও জড়িয়ে রয়েছে। কথিত আছে, কয়েকশো বছর আগে গড়- ঝাড়গ্রামের স্থানীয় জংলি মাল রাজাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত করে রাজ্যপাট দখল করেন রাজপুতানার সর্বেশ্বর। তাঁর রাজ্যাভিষেকের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে ইন্দ্রাভিষেক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। জনশ্রুতি অনুযায়ী, সেই উৎসবের রেশ ধরেই আশ্বিন মাসের জীতাষ্টমী তিথিতে রাজ পরিবারের সমৃদ্ধি ও প্রজাদের মঙ্গলকামনায় জীমূতবাহন অর্থাৎ ইন্দ্রের পুজো হয়। তার পরের দিন কৃষ্ণপক্ষের নবমীতে শক্তিলাভের কামনায় অস্ত্রপুজোর মাধ্যমে দুর্গার

আরাধনা শুরু হয়। সেই পরম্পরাই এখনও চলে আসছে। রাজ পরিবারের সদস্য বিক্রম মল্লদেব বলেন, প্রাচীন পট নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে এখন চণ্ডীমণ্ডপে দেওয়ালে আঁকা চিত্রেই পটেশ্বরীর পুজো করা হয়। রাজ পরিবারের এই পুজোয় মহাষ্টমীর দিন বিশেষ ভিড় হয়। দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ পুরনো গড়- ঝাড়গ্রামে এসে পটেশ্বরী পুজো দেন। দেবীপক্ষের আগেই পিতৃপক্ষে দুর্গাপুজোর এই ইতিহাস, জনশ্রুতি এবং রাজপরিবারের কয়েকশো বছরের পরম্পরা এখনও অটুট।

মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহানবমীতে ব্লু লাইন ও গ্রিন লাইনে সারারাত মেট্রো পরিষেবা

কলকাতা, ৮ অক্টোবর ঃ মেট্রো যাত্রী এবং প্যান্ডেল দর্শনার্থীদের জন্য সুখবর! দুর্গাপুজার দিনগুলিতে কলকাতা মেট্রো রেল ব্লু লাইন, গ্রিন লাইন, পার্পল লাইন, ইয়েলো লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা চালানোর পরিকল্পনা করেছে। ব্লু লাইনঃ মহাপঞ্চমী ও ষষ্ঠী (১৫.১০.২০২৬ ও ১৬.১০.২০২৬) মহাপঞ্চমী ও ষষ্ঠীর দিন (বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার), অর্থাৎ ১৫.১০.২০২৬ ও ১৬.১০.২০২৬ তারিখে ব্লু লাইনে সকাল ৬.০০টা থেকে রাত ১১.০০টা পর্যন্ত মোট ২৮৪ টি পরিষেবা (১৪২টি আপ ও ১৪২টি ডাউন) চালানো হবে। ব্যস্ত সময়ে (পিক আওয়ারে) প্রতি ৬ মিনিট অন্তর মেট্রো পাওয়া যাবে। প্রথম পরিষেবাঃ সকাল ৬.০০টায় শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর সকাল ৬.০০টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম শেষ পরিষেবাঃ রাত ১০.৪৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম রাত ১০.৫০ মিনিটে শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর রাত ১১.০০টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার রাত ১১.০০টায় শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম। মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহানবমী (১৭.১০.২০২৬, ১৮.১০.২০২৬, ১৯.১০.২০২৬ ও ২০.১০.২০২৬) মহাসপ্তমী (শনিবার ও রবিবার), মহাষ্টমী (সোমবার) এবং মহানবমী (মঙ্গলবার)-অর্থাৎ ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে- দুপুর ১টা (১৩.০০ ঘণ্টা) থেকে পরদিন ভোর ৪টা (০৪.০০ ঘণ্টা) পর্যন্ত মোট ২৪৮টি পরিষেবা (১২৪টি আপ ও ১২৪ টি ডাউন) চালু থাকবে। এই দিনগুলিতে ব্যস্ত সময়ে (পিক আওয়ারে) ট্রেন চলাচলের ব্যবধান হবে ৬ মিনিট। প্রথম পরিষেবাঃ দুপুর ১টা শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর, দুপুর ১ টা গীতাঞ্জলি থেকে দক্ষিণেশ্বর, দুপুর ১টা দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর, দুপুর ১ টা দক্ষিণেশ্বর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম, দুপুর ১টা শ্যামবাজার থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম, ১টা.০২ মিনিট নোয়াপাড়া থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম। সর্বশেষ পরিষেবাঃ ৩ টে ৪৬ মিনিট দক্ষিণেশ্বর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম, ৩ টে ৪৮ মিনিট শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর, বিকাল ৪.০০ টে শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম, বিকাল ৪.০০ টে দক্ষিণেশ্বর থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার। **দশমী (২১.১০.২০২৬)ঃ** দশমী তিথিতে (বুধবার), অর্থাৎ ২১.১০.২০২৬ তারিখে, দুপুর ১টা থেকে রাত ১০.৩০টা পর্যন্ত মোট ১৪০ টি পরিষেবা (৭০টি আপ ও ৭০টি ডাউন) চালু থাকবে এবং ব্যস্ত সময়ে (পিক আওয়ারে) ৮ মিনিটের ব্যবধানে ট্রেন চলাচল করবে। প্রথম পরিষেবা - দুপুর ১টা শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর, দুপুর ১টা দমদম থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম, দুপুর ১.০৫ মিনিট মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর, দুপুর ১.০৫ মিনিট দক্ষিণেশ্বর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম, দুপুর ১.০৫ মিনিট নোয়াপাড়া থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম। শেষ পরিষেবা- রাত ২২.২০ মিনিট দক্ষিণেশ্বর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম, রাত ২২.২০ মিনিট শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর, রাত ২২.৩০ মিনিট শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম, রাত ২২.৩০ দক্ষিণেশ্বর থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার।

মুর্শিদাবাদে খারিজি মাদ্রাসায় যৌন নির্যাতনের শিকার নাবালক, গ্রেপ্তার ২

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৮ অক্টোবর ঃ মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থানার অন্তর্গত একটি খারিজি মাদ্রাসায় এক নাবালকে যৌন হেনস্তা ও মারধর করার অভিযোগে পুলিশের হাতে আটক হল মোট পাঁচজন নাবালক। ওই মাদ্রাসার মূল পরিচালক এবং তাঁর স্ত্রীকে জলঙ্গী থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। নাবালকের ওপর শারীরিক এবং যৌন নির্যাতন করার ঘটনাটি ঘটেছে জলঙ্গি থানার ঘোষপাড়া এলাকার একটি খারিজি মাদ্রাসায়। স্থানীয় বাসিন্দারা ইতিমধ্যেই ওই মাদ্রাসাটি বন্ধ করার দাবি তুলেছেন। সুখের খবর, ওই খারিজি মাদ্রাসায় মাত্র ১২ জন ছাত্র পড়াশোনা করছিলেন। প্রায় তিন বছর ধরে ওই খারিজি মাদ্রাসাটি বন্ধ হয়ে থাকার পর হঠাৎ করে সকলের অজ্ঞাতে কিছুদিন আগে মাদ্রাসাটি পুনরায় চালু হয়। বর্তমানে অল্প কয়েকজন ছাত্র নিয়ে আনিসুর রহমান আনসারী নামে এক ব্যক্তি সেটি পরিচালনা করছিলেন বলে জানা গেছে। সূত্রের খবর, ওই খারিজি মাদ্রাসার মধ্যে এক নাবালককে মারধর এবং যৌন হেনস্থা করার অভিযোগ ওঠে ওই মাদ্রাসারই কয়েকজন নাবালক ছাত্রের বিরুদ্ধে। এই ঘটনা বাড়ির লোককে জানালে ওই নাবালককে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যৌন নির্যাতন চালানোর পাশাপাশি ওই নাবালককে খারিজি মাদ্রাসার মূল পরিচালক আনিসুর রহমান আনসারী এবং তার স্ত্রী প্রচন্ড মারধর করেছে বলে অভিযোগ। গোটা ঘটনাটি জানার পর ওই নাবালকের মা জলঙ্গি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তার ভিত্তিতে পুলিশ ওই খারিজি মাদ্রাসার পরিচালক আনিসুর রহমান আনসারী এবং তার স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে এবং পাঁচজন নাবালক ছাত্রকে আটক করেছে। ওই এলাকার বাসিন্দা গোলাম নবী আজাদ নামে এক ব্যক্তি বলেন, যে মাদ্রাসায় ঘটনাটি ঘটেছে তার কোনও সরকারি অনুমোদন নেই। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার একাধিক খারিজি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। যে মাদ্রাসাটির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে সেটি সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত। আমরা দাবী করছি ওই মাদ্রাসায় কী কাজ হতো তা খতিয়ে দেখে মাদ্রাসার পরিচালকের বিরুদ্ধে আইননানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। স্থানীয় বিজেপি নেতা নবকুমার সরকার বলেন, খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। রাজ্য সরকার অবৈধ মাদ্রাসা চলতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি মাত্র ১২ জন ছাত্র নিয়ে খারিজি মাদ্রাসাটি চলছিল। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পরে কে, কীভাবে এটি চালু করল তা খতিয়ে দেখা দরকার। জেলা সিডব্লিউসি-র এক সদস্য জানান, গোটা ঘটনার খবর ইতিমধ্যেই তাঁরা পেয়েছেন। নির্যাতনের শিকার ওই নাবালকের কাউন্সিলিং করা হবে, প্রয়োজনে তাকে অন্য সাহায্য দেওয়া হবে।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **টবিন রায়**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **শুভেন রায়**
ঠিকানাঃ **উকিলপাড়া, এম. জি. রোড, জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ **টবিন রায়**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **I- 5563, 24.10.2005**
নং বহি ____ নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **I- 4151, Dt. 13.02.2006**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/9384**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা- বারপাটিয়া, সিট নং-10, R.S. খতিয়ান - 1401, L.R. খতিয়ান - 256, R.S. দাগ নং- 360, L.R. দাগ- 684, জমির পরিমান-0.14 ডেসিমেল (আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **টবিন রায়**
পিতাঃ মৃত মহিন্দ্র রায়
ঠিকানাঃ বারপাটিয়া নতুন বস, ভাটপাড়া, ডাঙ্গাপাড়া, জলপাইগুড়ি

আমোক্তারনামা

ভোতন ঘোষ, পিতা- মৃত গোপাল ঘোষ, সাং- সোনাটিকুরী, পোঃ ও থানা- রঘুনাথগঞ্জ, গত ইং ২০১৪ সালে জঙ্গীপুর এ. ডি. এস আর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত BOOK IV- 251 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) জুন্নু সেখ ওরফে জালু সেখ, পিতা- আলাউদ্দিন সেখ, ২) সুখী বিবি, স্বামী- আলে সেখ, উভয়ের সাং- মঙ্গলজন, পোঃ- ঘোড়শালা, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ৯৭ নং মঙ্গলজন মৌজার, এল আর ৫০৮ নং দাগের, এল আর ৭৭১ নং খতিয়ানের, ৮.২৫ শতক সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L.& L.R.O. Raghunathganj-1 অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় পরবর্তীতে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

NOTICE INVITING QUOTATION NO: 01/DPD-VI, DPMU-II, WBMIFMP OF 2026-2027, Issued on 08.10.2026

Sealed quotation is invited by Deputy Project Director(Civil)-VI, DPMU-II, WBMIFMP, I & W Dte, Jalasampad Bhawan, 9 th Floor, Kol-91 from reliable & reputed resourceful agencies for "Supplying a Motor Cab (Non-Air-Condition) with driver for the use of the Additional Project Director-IV, DPMU-II, WBMIFMP, Irrigation & Waterways Directorate, Jalasampad Bhawan (9 th Floor), Kolkata-700091". Last date of receiving application for issue of quotation paper is-27-10-2026 till 2.00 P.M. All document and details can be obtained from the office of DPMU-II, WBMIFMP, 9 th Floor, Jalasampad Bhawan, Kol-91".

Sd/-
Deputy Project Director (Civil)-VI,
DPMU-II, WBMIFMP
Irrigation & Waterways Dte.

e-Tender Notice of Dogachia Gram Panchyat

E-Tender No-05/2026-27, Memo no : 757 /SGP/ NIT/15 th CFC(Untied) /2026 , dt : 06/ 10/2026, Last Date of Bid Submission as on 14/10/2026 upto 6:55 P.M. More Details see this site- **tenders.wb.gov.in**
Thanking You
Prodhan
Dogachia Gram Panchayat

ফর্ম নং ১৪
[প্রবিধান ৩৩(২) দ্রষ্টব্য]
অনিবন্ধিত ডাকযোগে (প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ)

রিকভারি অফিসার-১-এর কার্যালয়
। / । ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা (ডিআরটি-৩)
অষ্টম তল, জীবন সুধা ভবন, ৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১

দাবি-সংক্রান্ত নোটিশ

রিকভারি অফ ডেটস অ্যান্ড দেউলিয়া আইন, ১৯৯৩'-এর ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং 'আয়কর আইন, ১৯৬১'-এর দ্বিতীয় তফসিলের বিধি ২-এর অধীনে নোটিশ।
আরসি / ৮৫ / ২০২৩
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
শ্রী রাজ কাপুর যাদব

প্রতি,
(সিডি ১) শ্রী রাজ কাপুর যাদব,
পিতা-শ্রী রামবালি যাদব, ৮ অরবিন্দ সরণি, শোভাবাজার, কলকাতা-৭০০০৫।
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, **ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি-৩)**-এর প্রিসাইডিং অফিসারের দ্বারা **OA/336/2016** মামলায় প্রদত্ত আদেশের প্রেক্ষিতে জারি করা রিকভারি সার্টিফিকেট অনুযায়ী, আপনার বিরুদ্ধে (যৌথ ও পৃথকভাবে / সম্পূর্ণরূপে/ সীমিতভাবে) ২০,০৯,০৪৮.৩৭ টাকা (বিশ লক্ষ নয় হাজার আটচল্লিশ টাকা ও সাঁইত্রিশ পয়সা মাত্র) বকেয়া হয়েছে। এর সাথে ১৪.০৩.২০১৬ তারিখ থেকে আদায় হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ১৩.২৫ শতাংশ হারে সরল সুদ (মামলা চলাকালীন ও ভবিষ্যত সুদ) এবং ২৩,০০০ টাকা (তেইশ হাজার টাকা মাত্র) খরচও প্রদেয়।
২. আপনাকে এতদ্দ্বারা নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, এই নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করুন অন্যথায় 'Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993' এবং এর আওতাধীন বিধিমালা অনুযায়ী বকেয়া অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৩. আপনাকে এতদ্দ্বারা আদেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, পরবর্তী শুনানির তারিখ বা তার আগেই হলফনামার মাধ্যমে আপনার যাবতীয় সম্পদের বিবরণ ঘোষণা করুন।
৪. পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য আপনাকে এতদ্দ্বারা আদেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, আগামী ১১.১২.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর সম্মুখে উপস্থিত হোন।
৫. উল্লিখিত অর্থের পাশাপাশি, আপনাকে নিম্নলিখিত অর্থও পরিশোধ করতে হবেঃ (ক) এই নোটিশ বা সার্টিফিকেট / জারি কার্যক্রম শুরুর ঠিক পরবর্তী সময় থেকে প্রদেয় সুদ। (খ) এই নোটিশ, পরোয়ানা ও অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়া জারি এবং বকেয়া অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে গৃহীত অন্যান্য সমস্ত কার্যক্রমের জন্য সংঘটিত যাবতীয় খরচ ও ব্যয়।
অদ্য ২০.০৮.২০২৬ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও ট্রাইব্যুনালের সিলমোহরসহ এটি জারি করা হলো।

স্বাক্ষর /-রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-৩

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নামহীন @ কৃষ্ণ (জন্ম 06.08.13) অজানা শিশু পুত্রটি সি.ডব্লিউ.সি., পশ্চিম মেদিনীপুর-এর নির্দেশে 06.08.25 তারিখ থেকে বেসরকারি হোম বিনয় বিজয়কৃষ্ণ রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, দাসপুর ২-এ আছে। দাবীদার উপযুক্ত প্রমাণসহ উক্ত হোমে/ডি.এম. অফিসের ডি.সি.পি.ইউ. -তে 30 দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন। অন্যথায় শিশুটি দত্তক প্রথায় যাবে।

স্বাঃ
অতিরিক্ত জেলা শাসক (সক)
পশ্চিম মেদিনীপুর

Memo no- 731(2)/Advt./ICA/Paschim Medinipur Dated- 08.10.2026

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নামহীন @ শুভ (জন্ম 01.09.17) অজানা শিশু পুত্রটি সি.ডব্লিউ.সি., পশ্চিম মেদিনীপুর-এর নির্দেশে 01.09.25 তারিখ থেকে বেসরকারি হোম বিনয় বিজয়কৃষ্ণ রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, দাসপুর ২-এ আছে। দাবীদার উপযুক্ত প্রমাণসহ উক্ত হোমে/ডি.এম. অফিসের ডি.সি.পি.ইউ. -তে 30 দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন। অন্যথায় শিশুটি দত্তক প্রথায় যাবে।

স্বাঃ
অতিরিক্ত জেলা শাসক (সক)
পশ্চিম মেদিনীপুর

Memo no- 731(2)/Advt./ICA/Paschim Medinipur Dated- 08.10.2026

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

খিলেন্দ্র ডংরি (জন্ম 24.10.11) নামে অজানা শিশু পুত্রটি সি.ডব্লিউ.সি., পশ্চিম মেদিনীপুর-এর নির্দেশে 24.10.25 তারিখ থেকে বেসরকারি হোম বিনয় বিজয়কৃষ্ণ রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, দাসপুর ২-এ আছে। দাবীদার উপযুক্ত প্রমাণসহ উক্ত হোমে/ডি.এম. অফিসের ডি.সি.পি.ইউ. -তে 30 দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন। অন্যথায় শিশুটি দত্তক প্রথায় যাবে।

স্বাঃ
অতিরিক্ত জেলা শাসক (সক)
পশ্চিম মেদিনীপুর

Memo no- 731(2)/Advt./ICA/Paschim Medinipur Dated- 08.10.2026

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide NIT No- 07/Sub/II of 2026-27 for **03 (Three) Nos** works from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour.
Last date of application- 28.10.2026
Last date of receiving tender paper-29.10.2026

Sd/- S. Chakraborty
Assistant Engineer
(PWD) Hooghly
Construction Sub Division No-II Arambagh
Hooghly

Short Notice Inviting Tender

SNIT invited by the Executive Engineer, Mayurakshi E & M Division, I&WD, Siuri, **SNIT No-WBIW/EE/MEMD/SNIT-06/2026-27**, for Emergency basis Electrical maintenance work at Bolpur & Malda. Last date of application **12/10/2026 up to 14:00 Hrs. & Dropping 13/10/2026 up to 15:00 Hrs**. Detailed SNIT may be seen at **www.wbiwd.gov.in.**

Sd/- Executive Engineer
Mayurakshi E & M Division. Birbhum-731101
Ph:03462-255057

ABRIDGED SHORT NOTICE INVITING TENDER

SNIT No. 11/EE-II/CD of 2026-27

Sealed offline tenders are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the bonafied contractors having credential of 30% of similar nature of work in last 5 (Five) years, for 4 (Four) nos. emergent works related to Protection to the left bank of river Hooghly near Lothian Jetty Ghat, Restoration of embankment/ bank of Kalishankarpur Khal, Kholakhali Khal, Removal of heap from river bed in front of Bichali Ghat, within Block- Diamond Harbour-II, Diamond Harbour Municipality, Budge Budge Municipality & KMC area for Amount Put to Tender ranging from **Rs. 1.45 Lakh to 10.72 Lakh. (i)** Last date of application is **12.10.2026 up to 14.00 Hrs. (ii)** Last date of issue of Tender Document is **12.10.2026 after 15.00 Hrs. (iii)** Last date of submission Tender Document is **14.10.2026 up to 14.00 Hrs. (iv)** Date of opening of Tender is on **14.10.2026 after 14.30 Hrs.** For other details the website **www.iwd.wb.gov.in** and Office Notice Board to be followed.

Sd/-
Executive Engineer-II
Canals Division
I & W Directorate

CHITTARANJAN LOCOMOTIVE WORKS

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. CLW-DKAE-WC-570-E70CAB-26। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তাঁর হয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্রমিক নং.** [০১]। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. CLW-DKAE-WC-570-E70CAB-26। কাজের নামঃ** ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ অর্থবর্ষের জন্য DLW/ CLW / ডানকুনি-তে ২০৯টি WAG-9HC লোকোমোটিভের ক্যাব ফার্নিশিং এবং E-70/CCB প্যানেল মাউন্টিং ও তার সম্পূর্ণ সংযোগ স্থাপনের কাজ আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা। **টেন্ডারের মূল্য (টাকা)ঃ** ১,৫৫,৩২,১৯৯.৯৫ (এক কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ বত্রিশ হাজার একশ নিরানব্বই টাকা পাঁচানব্বই পয়সা) মাত্র। **টেন্ডার নথির মূল্য (টাকা)ঃ** ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার টাকা) মাত্র। **আর্নেস্ট মানি বা জামানত (টাকা)ঃ** ৩,১০,৭০০.০০ (তিন লক্ষ দশ হাজার সাতশ টাকা) মাত্র। **কাজ সম্পন্ন করার সময়সীমাঃ** ২৪ (চব্বিশ) মাস। **দ্রষ্টব্যঃ** (i) বিস্তারিত তথ্য রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে (ii) যোগাযোগ নম্বরঃ ০৩২১২-২৩০০০৩ (iii) টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়ঃ ২২.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.০০টা।

এইই / পি / ডানকুনি ডিএলডব্লিউ / সিএলডব্লিউ (পশ্চিমবঙ্গ)
PR7/511
Like us on: www.facebook.com/clwrailways

মাজুলী -তে একটি প্যাসেঞ্জার এলিভেটর-এর রক্ষণাবেক্ষণ

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ ডিওয়াই.সিইই/ সিওএন/এমএলজি/০৮/২০২৬; তারিখ ঃ ০৬-১০-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং ঃ** ইএলসিওএন-এমএলজি-২১-২০২৫-২৬-এমএলজি; **কাজের নাম ঃ** তিন (৩) বছর (১০৯৫ দিন) মেয়াদের জন্য মাজুলী অফিসার্স রেস্ট হাউস/সিওএন/উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও-এর ১টি প্যাসেঞ্জার এলিভেটর-এর রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৯৯,৮৫৬/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ১২,০০০/- টাকা; টেন্ডার **জমার** তারিখ ও সময় **২৯-১০-২০২৬** তারিখে **১৪:৩০** টা পর্যন্ত এবং খোলা হবে **১৫:৩০** টায়। ওপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

ডিইই/সিওএন, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305

E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-07 of 2026-2027 Dated 07.10.2026

Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced eligible Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.

Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

মালদায় উন্নয়নের কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং: টিআরএস-এমএলডিটি-১২-২৬-২৭, তারিখ: ০৬-১০-২০২৬।
অবস্থান সহ কাজের নাম: ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, "লোকো শেড মালদায় টার্নকি ভিত্তিতে এএমএম/ স্টোর রুম, কম্প্রেসর রুম, অ্যানসিলারি ইউনিট-এর উন্নয়ন" -এর চুক্তি প্রদানের জন্য প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এলওএ প্রাপ্তির তিন (০৩) মাসের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।
কাজের আনুমানিক খরচ: ₹ ৪৭,৬১,৮১৪.৮৪/-; **বায়না মূল্য:** ₹ ৯৫,২০০/-; টেন্ডার **জমা** দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় : **২৮-১০-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায়। আরও বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখুন।

সিনিয়র ডিইই/টিআরএস/এমএলডিটি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার নং ঃ এসএনটি-৩৮-এলএমজি-২০২৬-২৭; তারিখ ঃ ০৫-১০-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম ঃ** লামডিং ডিভিশনের চাপরমুখ জং.- সেনচোয়া জং.-আমোনি সেকশনে ইএলবি এবং ইমার্জেন্সি স্লাইডিং বুমের বিধান সহ ১০টি ম্যানড ইঞ্জিনিয়ারিং এলসি গেটের ইন্টারলকিং। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৮১,৬৬,৪৮২.৮৪/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ১১,৬৩,৩০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিও ও সময় **২৮-১০-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা হবে ১৫:৩০** টায়। ওপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Notice invting Tender
Office of the Pradhan
Jamalpur-II Gram Panchayat
Nutangram, Jamalpur , Purba Bardhaman, PIN - 713408, (Under Jamalpur Dev. Block.)

Offline and Online Tender is hereby invited by JAMALPUR-II Gram Panchayat from the bonafied and eligible contractors of different types of works in Gram Panchayat area under 15th F.C. 2025-2026 fund. **Tender Online :-** 284/ Jam-II/26, 285/Jam-II/26 Dated- 07.10.2026 (15th CFC TIED & UNTIED 2025-2026). Details are available in Office Notice Board.

Sd/- Prodhan
Jamalpur-II Gram Panchayat

রঙিয়া ডিভিশনে টিআরডি কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-০৯-২০২৬-২৭; তারিখ ঃ ০৫-১০-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** (১) রঙিয়া-রঙ্গাপাড়া নর্থ ইয়ার্ড উন্নয়নের কাজের সাথে সম্পর্কিত টিআরডি কাজ, টিটিআর (এফএস+ টিডব্লিউএস+ ডব্লিউসিএমএস) -৬ সেট (১:১২) এবং টিটিআর (টিডব্লিউএস+ ডব্লিউসিএমএস) -২৮ সেট। (২) রঙিয়া ডিভিশনে:- কিমি ৩৬২/৯-৩৬৯/৯, ৩৭১/৩-৬, ৩৭১/৯-৩৭৪/৮ এবং ৩৭৭/২-৩৮২/৮-এ ১৫.৮০০ কিমি ডাউন মেইন লাইন (৬০ কেজি) টিআরআর (পি) -এর সাথে সম্পর্কিত টিআরডি কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৪৫,৯০,৮৮৭.০৪/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৯১,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২৬-১০-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা** বন্ধ হওয়ার পরে। ওপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে মাইনর ব্রিজের সুরক্ষা সংক্রান্তীয় কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ **82/W-2/APDJ, তারিখঃ 06-10-2026**। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** 23-AP-III-2026। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এসএসই/ডব্লিউ/এমবিজেদ অধিক্ষেত্রের অধীনে মাইনর ব্রিজের সুরক্ষা সংক্রান্তীয় কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,১৯,৭৮,৩৮০.৩৫ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৪,৩৯,৬০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৮-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ২৮-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৮-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টাপর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ভিআরএফ এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ **EL/29/ 66_2026/K/1519, তারিখঃ 05-10-2026**। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** 66_2026; **কাজের নামঃ** কমিউনিটি হল, কাটিহারে ভিআরএফ এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,১৫,০৭,৮১০.০০ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ২,৩০,২০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৬-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২৬-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী সমর সরদার ও শ্রী বিদ্যুৎ সরদার পিতা - মৃত কানাই লাল সরদার সাং- জঙ্গলপুর, পোঃ- আড়গোড়ী, থানা-সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, বিগত ইংরাজি ১২.১২.২০২৫ তারিখে সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃকৃত 06397 নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা সাঁকরাইল থানার হাওড়া জেলার অধীনে মৌজা- আড়গোড়ী, জে.এল. নং-২৭ এস.আর.দাগ. ১৬১১, এল.আর. খতিয়ান ৭০ ও ১০৬ / ২. ২ আনা ৫৯ শতক উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত বহির ২০০৯ সাল বহির- ৪৫০ নং আমোক্তারনামা দলিল মূলে শ্রী নিকুঞ্জ ভূষণ পাল, বিভা পাল, স্বামী-মৃত নিভৃত ভূষণ পাল ৩) পূজিতা পাল ৪) পুষ্পিতা পাল ৫) নিলয় ভূষন পাল সকলের পিতা- মৃত নিভৃত ভূষণ পাল। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে এক মাসের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Corrigendum Notice of e-NIT- 01/BCWTD/JGM/2026-27
P.O-cum-D.W.O, B.C.W & TD, Jhargram

Tender Reference Number	Work Type	End Date & Time of Submission upto
01/ BCWTD/ JGM/ 2026-27	Installation of Solar High Mast Light	21-Oct-2026 upto 05:00 PM

Details may be seen on website **http:// tenders.wb.gov.in**

Sd/-
PO-cum-DWO
BCW &TD,
Jhargram
Memo no- 142(3)/(1)/Adv/DICO/JGM Date:08.10.2026

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No.-
WBMAD/UM/152/e-Tender/2026-27, Dated: 08.10.2026,
(Construction of GYM Building and Installation of Equipments for Multigym at Dag no 855, Mouza-Uluberia, Ward no 22 of Uluberia Municipality Swimming Pool under Scheme no 61, Scheme Code, 12.5 MPLADS of 26 Uluberia P.C & Construction of Class Room of Uluberia GSFP Vidyalaya in ward no 22 & Construction of Vocational Training Class Room of Asha Bahwan centre Uluberia under MPLADS). **Details are available in the www.wbtender.gov.in.**

Sd/-
Executive Officer
Uluberia Municipality

রঙ্গিয়া মণ্ডলে বিভিন্ন স্ট্যাটিক সেবা সম্পদের জন্যে ই-নিলাম

রঙ্গিয়া মণ্ডলে বিভিন্ন স্ট্যাটিক সেবা সম্পদের জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১৮২৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. এমএসএস-আরএনওয়াই-ইপি

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এঅ/১	এমএসএস-আরএনওয়াই-আরএনওয়াই-এসটিজিইএন-৩৮-২৬-২ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-স্ট্যাটিক জেনারেল)	উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙ্গিয়া মণ্ডলের অন্তর্গত রঙ্গিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের সমীপে স্থিত ইকো পার্কের বাণিজ্যিক ব্যবহার সহিত সৌন্দর্যবর্ধন, উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-১০-২০২৬ তারিখে **১২.০০** ঘন্টায় এবং **বন্ধ হবেঃ ১২.৩০** ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিওয়াইসিপিএম/এসএনটি/এসডিএএইচ/০৩, তারিখ ০৭.১০.২০২৬। ডেপুটি সিপিএম/এস অ্যান্ড টি/জিএসইউ, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ২য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার নং : ডিসিপিএম-জিএস-এনএনটি-এসডিএএইচ-০১-২৬-২৭। অবস্থানসহ কাজের নাম:** পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসনের অন্তর্গত অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় চাঁদপাড়া, বনগাঁ, গেদে, নৈহাটি, কল্যাণী, কল্যাণী ঘোষপাড়া, সোনারপুর, ক্যানিং, দমদম, ব্যারাকপুর, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর সিটি, বেথুয়াডহরি, বহরমপুর কোর্ট এবং শিয়ালদহ স্টেশনে অবশিষ্ট উন্নয়নমূলক কাজের অংশ হিসেবে ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড ও অ্যাকস্টিক নকশার পিএ প্রণালী স্থাপনের জন্য বিভিন্ন টেলিকম সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতির সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালুকরণ **টেন্ডার মূল্যমান :** ১৩,১২,১৩,০১৮.৫৮ টাকা। **বায়নামূল্য / বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে :** ২৬,২৪,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য: শূন্য। কাজ শেষের মেয়াদ : ৬ মাস। টেন্ডার জমা শুরুর তারিখ:** ১৫.১০.২০২৬। **টেন্ডার জমা করার শেষ তারিখ:** ২৯.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ:** ২৯.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। **বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে :** www.ireps.gov.in **কারিগরী যোগ্যতার মানদণ্ড :** টেন্ডারদাতাকে গত ৭ (সাত) বছরে নিম্নলিখিত কাজের যে কোনও একটি অবশ্যই সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে বা যথেষ্ট পরিমাণে সম্পন্ন করতে হবে, যেটি দরপত্র আহ্বান করা মাসের আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত হয়েছে : (১) তিনটি অনুরূপ কাজের প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়, অথবা (২) দুটি অনুরূপ কাজের প্রতিটির মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়, অথবা (৩) একটি অনুরূপ কাজের মূল্য টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের সমমূল্যের থেকে কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতার মানদণ্ড :** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার 'ভি/এন' অথবা 'ভি', যেটি কম হবে, হতে হবে; যেখানে 'ভি' অর্থাৎ টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য কোটি টাকায়, 'এন' অর্থাৎ কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা যার জন্য দর আহ্বান করা হয়েছে। নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট অনুযায়ী, গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে "মোট চুক্তিভিত্তিক অর্থপ্রদানের" গড় হিসেবে গণনা করা হবে। যদি পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিট এখনও প্রস্তুত/নিরীক্ষিত না হয়ে থাকে তাহলে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনার জন্য পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাকে জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-৬বি (এই টেন্ডার নথিপত্রের ফর্ম-৬) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সহ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা প্রত্যয়িত/চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের নিকট থেকে শংসিত যথাযথভাবে নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিট দ্বারা সমর্থিত নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটের কপি জমা করতে হবে। **অন্যান্য নথিপত্র জমা করতে হবে :** টেন্ডার নথিপত্র অনুযায়ী। **সমপ্রকৃতির কাজ :** ট্রেন ইন্ডিকেশন বোর্ড, কোচ গাইডেন্স প্রণালী, পিএ প্রণালী, ঘড়ি/আইপিআইএস, টাচ-স্ক্রিন অনুসন্ধান প্রণালী বা ডিসপ্লে বোর্ড সরবরাহ ও স্থাপনের সাথে আনুষঙ্গিক যে কোন কাজ। **দ্রষ্টব্য:** টেন্ডারদাতাকে দরপত্রের প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত তাঁর/তাঁদের যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণকারী দাবীর সমর্থনে নথিপত্র জমা করতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা করা প্রমাণপত্রে সমর্থনে নথিপত্র/শংসাপত্রের অনুলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠা টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদাতা সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি দ্বারা স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নে অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)। (SDAH-251/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অফবিট

সম্পর্কের আয়নায় শুধুই কি তাঁর প্রতিচ্ছবি?

আত্মকেন্দ্রিক সঙ্গীর সাথেও মানসিক শান্তি বজায় রাখার মনস্তাত্ত্বিক কৌশল

অভি ব্যানার্জী

প্রেমের শুরুতে মনে হয়েছিল, আকাশের চাঁদটা বোধহয় আপনার হাতেই এসেছে। এমন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, এমন আত্মবিশ্বাস-কার না ভালো লাগে? কিন্তু সংসার শুরু করার কিছুদিন পরেই কি মনে হচ্ছে, এই সম্পর্কের আকাশে আপনি শুধুই এক ম্লান তারা? যেখানে সূর্যের মতো প্রখর হয়ে জ্বলছেন শুধুই আপনার সঙ্গী? তিনি কথা বলেন, আপনি শোনেন। তিনি প্রশংসা চান, আপনি জোগান দেন। কিন্তু দিনশেষে যখন আপনি নিজের একটু ক্লান্তি বা আবেগের কথা বলতে যান, তখন দেখেন উল্টো দিকের মানুষটির কাছে তা পৌঁছচ্ছেই না। এই যে একতরফা অনুভূতি, এই যে প্রতিনিয়ত নিজেকে ছোট বা নগণ্য মনে হওয়া- মনস্তত্ত্বের ভাষায় একেই হয়তো নার্সিসিস্টিক সম্পর্কের লক্ষণ বলা হয়। তবে মনে রাখবেন, Dealing with Narcissist মানেই যুদ্ধ ঘোষণা নয়। বরং এটি হলো এমন এক মনস্তাত্ত্বিক দাবার চাল, যেখানে সাপও মরবে না, লাঠিও ভাঙবে না। আজ আমরা জানব, কীভাবে এক আত্মকেন্দ্রিক মানুষের সাথে থেকেও নিজের মানসিক স্বাস্থ্য এবং আত্মসম্মান অটুট রাখা সম্ভব।

• নার্সিসিজম। অহংকার নাকি গভীর নিরাপত্তাহীনতা?

কাউকে 'নার্সিসিস্ট' বলে দেগে দেওয়া খুব সহজ। কিন্তু সাইকোলজি বা মনস্তত্ত্ব বলছে, বিষয়টি অতটা সরল নয়। গ্রিক পুরাণের সেই নার্সিসাস নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন নিজেকে। কিন্তু বাস্তবে যাঁরা 'নার্সিসিস্টিক পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার'-এর বা কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তাঁদের এই আচরণের পেছনে থাকে গভীর এক নিরাপত্তাহীনতা। এঁরা আসলে একটি ফুটো বালতির মতো। আপনি যতই ভালোবাসা বা প্রশংসা ঢালুন না কেন, তাঁদের ভেতরের শূন্যতা কিছুতেই ভরে না। তাই এঁরা সব সময় মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে চান। সঙ্গীর আবেগকে উপেক্ষা করাটা অনেক সময় তাঁদের ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞা নয়, বরং অন্যের অনুভূতি বোঝার অক্ষমতা বা 'ইমোশনাল ব্লাইন্ডনেস'। এটি বোঝা জরুরি, কারণ এই বোধটুকুই আপনাকে অহেতুক কষ্ট পাওয়া থেকে মুক্তি দেবে।

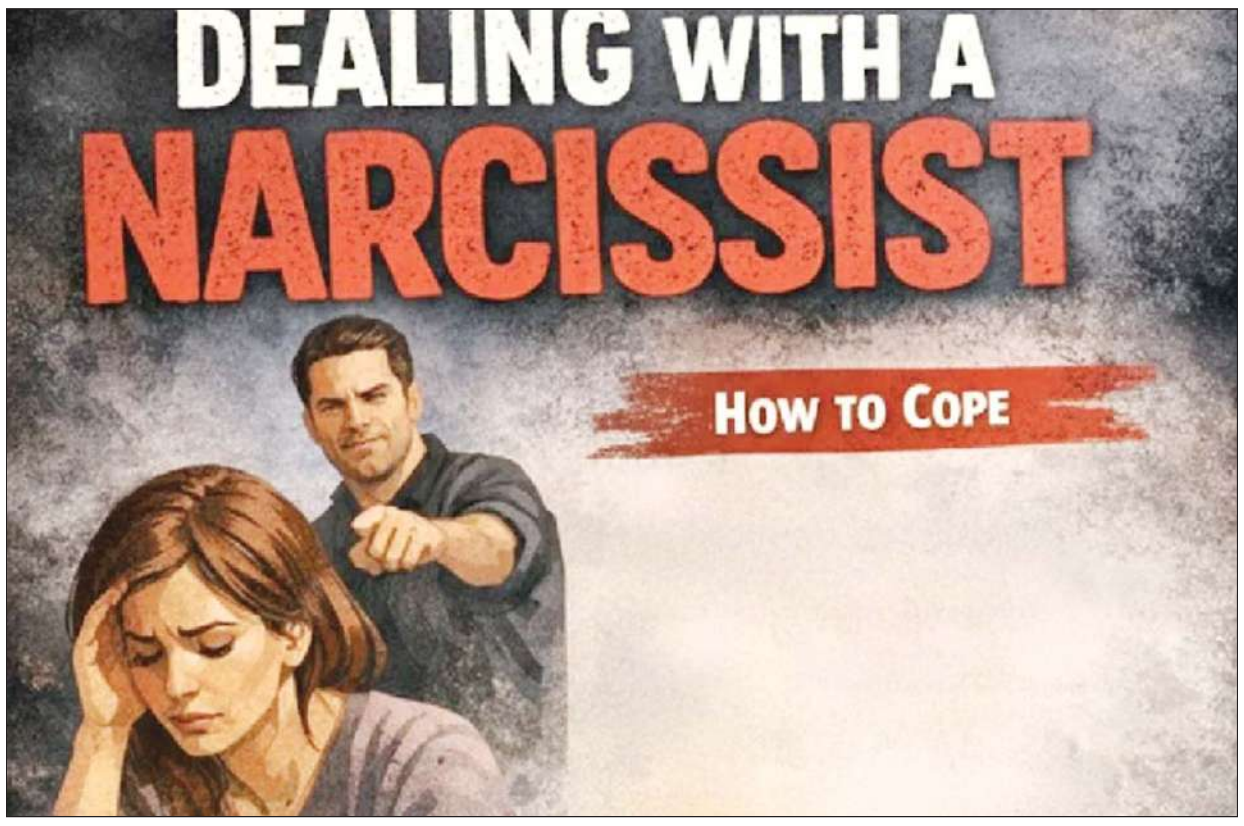

• চিনবেন কীভাবে? সম্পর্কের সূক্ষ্ম লক্ষণগুলো

মনস্তত্ত্ববিদরা কিছু বিশেষ আচরণের কথা বলেন, যা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার সঙ্গী এই গোত্রের কিনা:

১. প্রশংসার কাঙাল। এঁরা সব সময় চান আপনি তাঁদের রূপ, গুণ বা কাজের প্রশংসা করুন। কিন্তু বিনিময়ে আপনার ছোটখাটো অর্জনেও তাঁদের বিশেষ কোনো মাথাব্যথা থাকে না। **২. সহমর্মিতার অভাব।** আপনি জ্বরে পুড়ছেন, অথচ তিনি হয়তো নিজের অফিসের সমস্যা নিয়ে বকবক করছেন। আপনার কষ্টটা তিনি অনুভবই করতে পারছেন না। **৩. সব দোষ আপনার।** সংসারে কোনো সমস্যা হলে, তার দায়ভার সুকৌশলে আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। এমনভাবে কথা ঘোরানো যাতে আপনি ভাবতে বাধ্য হন, ভুলটা আপনারই ছিল।

• সংসার ও শান্তি। সামলানোর মনস্তাত্ত্বিক কৌশল

একজন আত্মকেন্দ্রিক মানুষের সাথে সংসার করা মানেই রোজ একটু একটু করে নিজের সত্তাকে হারিয়ে ফেলা। কিন্তু আপনি যদি কৌশলগুলো জানেন, তবে এই নেতিবাচক বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব। **১. 'গ্রে রক' মেথড।** এটি বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত এক মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি। একটি ধূসর রঙের পাথরের দিকে তাকালে যেমন আমাদের কোনো বিশেষ অনুভূতি হয় না, ঠিক তেমনই সঙ্গীর অযৌক্তিক আচরণে যখন আপনি ভাবলেশহীন থাকবেন, তখন তিনি আর মজা পাবেন না। নার্সিসিস্টরা ড্রামা বা আপনার আবেগি প্রতিক্রিয়া (কান্নাকাটি বা চিৎকার) থেকে শক্তি পান। যখন তিনি আপনাকে খোঁচা দিয়ে কথা বলবেন, তখন উত্তেজিত না হয়ে শান্তভাবে ও আচ্ছা, ঠিক আছে বা আমি বুঝতে পারছি-এইটুকু বলে চুপ করে যান। যখন তিনি দেখবেন আপনি আর রিয়্যাক্ট করছেন না, তিনি নিজেই থামবেন। **২. লক্ষ্মণরেখা বা বাউন্ডারি তৈরি করুন।** ভালোবাসা মানেই নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া নয়। নিজের জন্য একটি অদৃশ্য দেওয়াল তুলুন। শান্ত কিন্তু দৃঢ় গলায় বলুন, তুমি আমার সাথে চিৎকার করে কথা বললে আমি এই আলোচনায় থাকব না। তিনি হয়তো প্রথমে রাগ করবেন, কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি বুঝবেন আপনার আত্মসম্মানে আঘাত করে কথা বলা যাবে না। এটি ঝগড়া নয়, এটি আপনার অধিকার। **৩. তর্কে নয়, তথ্যে বিশ্বাসী হন।** আত্মকেন্দ্রিক মানুষের সাথে তর্কে জেতা অসম্ভব। কারণ তাঁরা যুক্তি দিয়ে নয়, ইগো দিয়ে কথা বলেন। তাই নিজেকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা ছেড়ে দিন। তিনি যদি বলেন, তুমি আমাকে অপমান করেছ, আপনি শান্তভাবে বলুন, আমি দুঃখিত তুমি এমনটা ভাবছ, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সেটা ছিল না। ব্যাস, এটুকুই। নিজেকে ডিফেন্ড করতে গিয়ে লম্বা চওড়া ব্যাখ্যা দেবেন না। **৪. নিজের আলোর উৎস খুঁজুন।** নার্সিসিস্ট সঙ্গীর সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, তাঁরা আপনাকে আপনার নিজের চোখ দিয়ে দেখতে দেন না। তাঁরা চান, আপনি তাঁদের চোখ দিয়ে নিজেকে বিচার করুন। এই ফাঁদে পা দেবেন না। আপনার ভালো লাগা, আপনার শখ, আপনার বন্ধুদের সাথে আড্ডা-এগুলো আঁকড়ে ধরুন। সঙ্গীর প্রশংসার জন্য অপেক্ষা না করে, আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজেকে বলুন, আমি যথেষ্ট, আমি মূল্যবান। **৫. 'মি-টাইম' বা একান্ত সময়।** সংসারের বাইরেও আপনার একটি জগত থাকা জরুরি। গান শোনা, বই পড়া বা মেডিটেশন-দিনে অন্তত ৩০ মিনিট এমন কিছু করুন যা একান্তই আপনার। এই সময়টুকু আপনাকে রিচার্জ করবে এবং সঙ্গীর নেতিবাচক ভাইব থেকে ডিটক্স করতে সাহায্য করবে।

• সাম্প্রতিক গবেষণা কী বলছে?

জার্নাল অফ পার্সোনালিটি অ্যান্ড সোশ্যাল সাইকোলজি-তে প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, নার্সিসিজম আসলে একটি স্পেকট্রাম বা বর্ণালী। সব আত্মকেন্দ্রিক মানুষই মানসিকভাবে অসুস্থ নন। গবেষকরা বলছেন, সঙ্গীর এই আচরণের পরিবর্তন করার চেষ্টা না করে, যদি নিজের প্রতিক্রিয়া পরিবর্তন করা যায় (যাকে বলা হয় 'কগনিটিভ রিফ্রেমিং'), তবে সম্পর্কের জটিলতা প্রায় ৪০ কমিয়ে আনা সম্ভব। অর্থাৎ, তিনি বদলাবেন না, কিন্তু তাঁর আচরণ আপনাকে আর আগের মতো কষ্ট দেবে না।

পরিশেষে বলি, সম্পর্ক মানে সহাবস্থান, বিসর্জন নয়। যদি দেখেন সব কৌশল প্রয়োগ করার পরেও আপনার মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে, বা আপনি ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছেন, তবে একজন প্রফেশনাল কাউন্সিলর বা থেরাপিস্টের সাহায্য নিতে দ্বিধা করবেন না। কারণ, দিনশেষে আপনার ভালো থাকাটাই সবচেয়ে জরুরি। সঙ্গী আত্মকেন্দ্রিক হতে পারেন, কিন্তু আপনার জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে যেন আপনিই থাকেন।

বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন বিকাশ

...১ পাতার পর
রিভলবারের লাইসেন্স চাইব। আমার কাছে লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিভলবার থাকবে, আশপাশে যাঁদের দেখব তাঁরা যেন প্রস্তুত থাকে।'' বিকাশের বাড়ির হামলার একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, গামছায় মুখ বেঁধে এক ব্যক্তি বাইক চালিয়ে হাজির হন। তাঁর হাতে ছিল প্যাকেট। এরপর মুখ ঢেকেই গালিগালাজ করতে-করতে মদের বোতল ছুড়তে থাকেন বিকাশের বাড়ি লক্ষ করে। সঙ্গে বলতে থাকেন, ''আমরা হলাম দেশভক্ত। আমাদের সঙ্গে লাগবি না।'' একদম সাত-সকালে এই ঘটনা ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত বিকাশ ভট্টাচার্যের পরিবারের সদস্যরা। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সিপিএম নেতা বলেন, ''আমি বেরিয়ে দেখছি জানালার কাচ ভেঙেছে। তারপর সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙেছে। আমার বাড়ির ভিতরে পুরো কাচ ছড়িয়েছে।''

রাজঘাটে রাহুল-প্রিয়ঙ্কারা!

...১ পাতার পর
চুরি', আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব এবং সাংবিধানিক অধিকার হরণের প্রতিবাদেই বিরোধী শিবিরের এই অবস্থান। রাহুল গান্ধির অভিযোগ, বিগত কয়েক দিন ধরে অন্তত ৩০০ জন সাংসদকে নির্বাচন কমিশন দফতর ও রাজপথের মূল প্রতিবাদস্থল 'যন্তর মন্তর'-এ পৌঁছতে পরিকল্পিতভাবে বাধা দিয়েছে পুলিশ। এমনকী কড়াকড়ির নামে কিছু জনপ্রতিনিধিকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হয়েছে বলেও তোপ দাগেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। অনভিপ্রেত পরিস্থিতি সামাল দিতে নির্বাচন কমিশন চত্বরে র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স ও দাঙ্গা দমনকারী সাঁজোয়া গাড়ি মোতায়েন করে কড়া নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলেছে কেন্দ্র। অন্য দিকে, আন্দোলনের এই আবহে সাংবিধানিক কাঠামোর অবক্ষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দেশের ৪২ জন প্রাক্তন বিচারপতি। এক যৌথ বার্তায় তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, দেশের স্বশাসিত ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির মর্যাদা ও স্বাধীনতা বিনষ্ট করার যে কোনও চক্রান্ত গণতন্ত্রের অস্তিত্বকেই সংকটে ফেলবে। সমাজবাদী পার্টির সাংসদ রাজীব রাই জানান, সম্পূর্ণ অহিংস ও গণতান্ত্রিক উপায়ে রাজঘাটে বসে নিজেদের দাবি পেশ করছেন বিরোধী এমপি-রা। রাজধানীর পাশাপাশি এই আন্দোলনের ঝাঁঝ ছড়িয়ে পড়েছে উত্তরপ্রদেশের রাজনৈতিক ময়দানেও। লখনউয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের পাশাপাশি দিল্লিতে রাহুল ও প্রিয়ঙ্কা গান্ধির সঙ্গে পুলিশের অসৌজন্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে রাজপথে নামেন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকেরা। প্রদেশ কংগ্রেস নেত্রী আরাধনা মিশ্র 'মোনা'-র নেতৃত্বে রাজ্য কংগ্রেস দফতর থেকে হজরতগঞ্জ জিপিও-র দিকে বিশাল মিছিল রওনা হয়। পুলিশ মিছিলের পথ আটকালে ক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীরা প্রিজন ভ্যান ও ব্যারিকেডে চড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অজয়কুমার লাল্লু-সহ একাধিক শীর্ষ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার ও আটক করে পুলিশ।

'নির্বাচনকে অবৈধ প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন না'

...১ পাতার পর
সংশোধন করা হয়েছে। শেষ নিবিড় সংশোধন করা হয়েছিল প্রায় দুই দশক আগে। তখন কেউ এই সংশোধনকে ষড়যন্ত্র বলেনি। দেশের শীর্ষ আদালতও এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে। তাঁরা বলছেন, ''নিয়মাবলী একই রয়েছে। এই নিয়মগুলো ২০২৫ সালে লেখা হয়নি। লেখা হয়েছিল ১৯৫০ সালে। এসআইআর নিয়ে এই হইচই একইসঙ্গে আকস্মিক এবং সন্দেহজনকভাবে সুবিধাজনক মনে হচ্ছে।'' গণতন্ত্রের ওপর মানুষের আস্থা বজায় রাখার দায়িত্ব নেওয়ার বার্তা দিয়ে তাঁরা উল্লেখ করেছেন, প্রতিষ্ঠানগুলো স্বচ্ছতার মাধ্যমে আস্থা অর্জন করে, রাজনৈতিক দলগুলো প্রমাণ ও সঠিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের অভিযোগ পেশ করে, এবং সংবাদমাধ্যম সাধারণ মানুষকে অনুমানের জায়গায় সত্য তথ্য চিনতে সাহায্য করে। তাই সবকিছু বিশ্বাস করার আগে তা যাচাই করার আর্জি জানানো হয়েছে খোলা চিঠিতে। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের আবেদন-

(১)নির্বাচনকে অবৈধ প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন না। আপনাদের কোনও অভিযোগ থাকলে উপযুক্ত প্রমাণ সহ কমিশন ও আদালতের কাছে যান। (২) তথ্য যাচাই ও পর্যালোচনা না করে কোনও অনুমান বা জল্পনা-কল্পনাকে বড় করে সংবাদমাধ্যমে প্রচার করবেন না। একটি শিরোনামই প্রমাণ নয়। বারবার বললেই কোনও অভিযোগ সত্যি হয়ে যায় না। (৩) সাংবিধানিক সংস্থাগুলোকে বলা হয়েছে, দৃঢ় থাকুন, স্বচ্ছতা বজায় রাখুন, উদ্বেগগুলোর সমাধান দিন। রাজনৈতিক বিরোধের ঊর্ধ্বে থাকুন। (৪) কোনও পদক্ষেপ করার আগে তথ্য যাচাই করে নিন। আপনার ভোট অর্থহীন, কাউকে তা বিশ্বাস করতে দেবেন না। আপনার ভোটই আপনার কণ্ঠস্বর, এবং এর গুরুত্ব অপরিসীম।

ক্যানসারের ওষুধের দাম কমতে পারে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত! বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবরঃ ক্যানসারের ওষুধের দাম কমতে পারে অনেকটাই। এবার বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ক্যানসারের চিকিৎসার খরচের একটা বড় অংশ চলে যায় ওষুধ কিনতেই। অনেক ক্ষেত্রে ক্যানসারের ওষুধের দাম এতটাই বেশি যে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বহন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এবার সেই সমস্যা মেটাতেই উদ্যোগী কেন্দ্র। ক্যানসারের ওষুধের দামে রাশ টানতে নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। নির্দিষ্ট কিছু ক্যানসারের ওষুধের দাম ৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সরকারের হিসাব অনুযায়ী, এই পদক্ষেপের ফলে বছরে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হতে পারে রোগীদের। ক্যানসারের ওষুধের সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য বা এমআরপি এবং খুচরো বিক্রেতাদের কেনার দামের মধ্যে বিপুল ফারাক নিয়ে সম্প্রতি প্রশ্ন তুলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। তার পরই ওষুধের দামে নিয়ন্ত্রণ আনতে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সমস্ত নন-শিডিউলড অ্যান্টি-ক্যানসার ওষুধের ক্ষেত্রে ট্রেড মার্জিন সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশে বেঁধে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, এই ধরনের ওষুধে এমআরপি-র ৩০ শতাংশের বেশি ট্রেড মার্জিন রাখা যাবে না। এই নিয়মের আওতায় থাকবে দেশীয় ও বিদেশি সংস্থার তৈরি ক্যানসারের ওষুধ। মূলত ওষুধের সরবরাহ ও বিপণনের বিভিন্ন স্তরে অতিরিক্ত মুনাফা নিয়ন্ত্রণ করতেই এই পদক্ষেপ। কেন্দ্রীয় সরকার সূত্রে খবর, নতুন নিয়ম কার্যকর হলে নির্দিষ্ট কিছু ক্যানসারের ওষুধের সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য ৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে। এর ফলে ক্যানসারের চিকিৎসায় রোগীদের নিজেদের পকেট থেকে খরচের পরিমাণ অনেকটাই কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। সরকারের অনুমান, এই সিদ্ধান্তের ফলে বছরে প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হতে পারে রোগীদের। বিশেষ করে যাঁদের দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারের চিকিৎসা চলছে এবং নিয়মিত দামি ওষুধ কিনতে হয়, তাঁদের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তবে সব ওষুধের দাম একই হারে কমবে না। সম্প্রতি ক্যানসারের ওষুধের দাম সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে ওষুধের পিটিআর এবং এমআরপি-র মধ্যে বিপুল ব্যবধান নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট।

হাসিনাকে ফেরানোর বিষয়টি তারা আইনি ও বিচারিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করছে নয়াদিল্লি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবরঃ শেখ হাসিনাকে ফেরানোর বিষয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে বাংলাদেশে। সে দেশের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মহলের একাংশ প্রচার করছে ভারত শেখ হাসিনাকে আইনি পথে ফিরিয়ে দিতে সম্মত হয়েছে। এই ব্যাপারে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালের বক্তব্যকে হাতিয়ার করা হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রথমসারির সংবাদমাধ্যম খবর প্রকাশের পাশাপাশি সমাজমাধ্যমে এ নিয়ে ঝড় তোলার চেষ্টা হচ্ছে। দিল্লিতে ভারতের অতিথি বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরা নিয়ে কোন সংশয় নেই। কীভাবে তিনি দেশে ফিরবেন সেই বিষয়টি এখনও স্পষ্ট হয়নি। হাসিনা নিজে বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে ফিরে যেতে চান। এজন্য তার বাংলাদেশ সরকারের সহায়তা প্রয়োজন। বিশেষ করে তাঁকে তাঁর পাসপোর্ট ফিরিয়ে দেওয়া দরকার। অথবা বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ট্রাভেল ডকুমেন্ট দিলেই তিনি ফিরতে পারেন। অন্যদিকে, তারেক রহমানের সরকারের বক্তব্য শেখ হাসিনা একজন

সাজাপ্রাপ্ত আসামি। ভারত সরকার তাঁকে আইনি পথে বাংলাদেশের হাতে তুলে দিক এটাই সে দেশের বর্তমান সরকারের বক্তব্য। বিদেশের মধ্যে থাকা প্রত্যর্পণ চুক্তি মেনে হাসিনাকে ফেরানোর দাবি জানিয়ে আসছে বাংলাদেশ। এই প্রশ্নেই দিল্লি প্রথম থেকেই বলে আসছে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর বিষয়টি তারা আইনি ও বিচারিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করছে। সেই কথাই গত সপ্তাহে ঢাকার মাটিতে দাঁড়িয়ে বলেছেন সে দেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। বুধবার নয়াদিল্লিতে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালও একই কথা বলেছেন। তিনি বিগত দেড় বছর ধরে এই প্রশ্নের জবাবে যা বলেছেন বুধবারও তারই পুনরুক্তি করেন। এবং এটাই ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থান। গত সপ্তাহে ঢাকায় দীনেশ ত্রিবেদী আরও স্পষ্ট করে বলেছিলেন, আইন ও বিচারিক পদ্ধতিতে ফেরানোর বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ নেই। ফলে ভারত কবে শেখ হাসিনাকে ফেরাবে সেই ব্যাপারে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সরকারিভাবে ভারত সরকার আইন ও বিচারক পদ্ধতি অনুসরণ করে ফেরানোর কথা বললেও বাস্তবে নয়া দিল্লির ভাবনা হল বাংলাদেশ সরকার শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তকে মর্যাদা দিক। হাসিনা বলেছেন, তিনি ডিসেম্বর মাসে দেশে ফিরতে চান। নয়া দিল্লি চায় শেখ হাসিনার ঘোষণা মতো তাকে দেশে ফেরার সুযোগ দিন বাংলাদেশ। দু'দেশের আধিকারিক পর্যায়ে আলোচনায় এই বিষয়টির নয়াদিল্লির তরফে বারে বারে বলা হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ এখনও সেই প্রস্তাবে রাজি হয়নি। অন্যদিকে ভারতও বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে ফেরানোর প্রশ্নে আগের অবস্থানেই অনড়।

CHANGE OF NAME

I, Bikash Chandra Mandal S/O–Late Khagendra Mandal resident of 23/6 Nimai Chhai bhai Lane , Po-Khagra, Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742103. That My actual name Bikash Chandra Mandal S/O–Khagendra Mandal recorded in my Aadhaar card no-3733 5515 2264 and my voter card no-FRN3189479 & my wrong name Bikash Ch. Mandal S/O-Khagendra Mandal recorded in my driving Licence no-8870/07, New WB5720070007260 & my name Bikesh Mondal S/O-K.N. Mondal recorded in my Vehicle Registration Certificate vide no-WB58J1229. That my name Bikash Chandra Mandal & Bikash Ch. Mandal & Bikesh Mondal & my father's name Khagendra Mandal & K.N. Mondal both are same and one identical person declared by Judicial 1st class Magistrate affidavit Berhampore court dated on 31/08/2026 .

CHANGE OF NAME

I, Sonabhan Shek (Old Name) W/O–Meherullah Shekh residing at Vill & PO-Gadpukuria , PS-Bagdah , Dist-North 24 Parganas , West Bengal 743710 do hereby declared that I have changed my name from Sonabhan Shek to Sonavan Shekh and henceforth I shall be known as Sonavan Shekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 07/10/2026 . My name Sonavan Shekh & Sonabhan Shek both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Salehar Shek (Old Name) W/O–Ismail Shekh residing at Vill & PO-Gadpukuria , PS-Bagdah , Dist-North 24 Parganas , West Bengal 743710 do hereby declared that I have changed my name from Salehar Shek to Bibi Salehar Shekh and henceforth I shall be known as Bibi Salehar Shekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 07/10/2026 . My name Bibi Salehar Shekh & Salehar Shek both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sarifa Khatun (Old Name) D/O–Sukuruddin Sk resident of Chonya , Hariharpara , Murshidabad , West Bengal, Pin-742182 do hereby declared that I have changed my name from Sarifa Khatun to Sorifa Begam and henceforth I shall be known as Sorifa Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 08/10/2026 . My name Sorifa Begam & Sarifa Khatun both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Asirul Sk (Old Name) S/O–Matiar Rahaman Molla resident of Hajipara , Hatinagar , Muktinagar , Berhampore , Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Asirul Sk to Asirul Molla and henceforth I shall be known as Asirul Molla (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 08/10/2026 . My name Asirul Molla & Asirul Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Pradip Ghosh (Old Name) S/O–Shambhu Ghosh resident of Dayabari Donbosco Para , Dayabari , Ranaghat , Nadia , West Bengal, Pin-741256 do hereby declared that I have changed my name from Pradip Ghosh to Prodip Ghosh and henceforth I shall be known as Prodip Ghosh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 08/10/2026 . My name Prodip Ghosh & Pradip Ghosh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ali Hossain Malithya (Old Name) S/O–Azahar Malita residing at Haripur , Haripur Chhitka , Tehatta , Nadia , West Bengal 741163 do hereby declared that I have changed my name from Ali Hossain Malithya to Alihossain Malita and henceforth I shall be known as Alihossain Malita (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 08/10/2026 . My name Alihossain Malita & Ali Hossain Malithya both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mukaddes Malithya (Old Name) S/O–Ali Hossain Malita residing at Haripur , Haripur Chhitka , Tehatta , Nadia , West Bengal 741163 do hereby declared that I have changed my name from Mukaddes Malithya to Mukaddes Malita and henceforth I shall be known as Mukaddes Malita (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 08/10/2026 . My name Mukaddes Malita & Mukaddes Malithya both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jibrain Sekh (Old Name) S/O–Miraj Sekh residing at Chhitka , Chhitka Daspara , Tehatta , Nadia , West Bengal 741163 do hereby declared that I have changed my name from Jibrain Sekh to Jibrail Sekh and henceforth I shall be known as Jibrail Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 08/10/2026 . My name Jibrail Sekh & Jibrain Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abdul Mandal (Old Name) S/O–Chharafat Mondal residing at Goas Ghoshpara , Goas , Karimpur , Nadia , West Bengal 741165 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Mandal to Abdul Mondal and henceforth I shall be known as Abdul Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 08/10/2026 . My name Abdul Mondal & Abdul Mandal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mahidur (Old Name) S/O–Md Raijuddin Sk residing at Vill-Selimpur, PO-Jalalpur , PS-Kaliachak, Dist-Malda, West Bengal 732206 do hereby declared that I have changed my name from Mahidur to Md Mahidur Rahaman and henceforth I shall be known as Md Mahidur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 08/10/2026 . My name Md Mahidur Rahaman & Mahidur both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Selim Shaikh (Old Name) S/O–Bhola Sk resident of Vill & Po-Charatala, Ps-Chapra, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741123 do hereby declared that I have changed my name from Selim Shaikh to Selim Sk and henceforth I shall be known as Selim Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 08/10/2026 . My name Selim Sk & Selim Shaikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SK MONSUR ALI S/O- SEKH KAOSAR ALI @ KAOSAR ALI SEKH, residing at Vill- Taktipur, P.O.- Bahabpur, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713146, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SK MANSUR ALI in all purpose Vide Affidavit No-897 dated 08/10/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That SK MONSUR ALI and SK MANSUR ALI both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, Kartick Barman, S/O. Sachin Barman, residing of Vill. & P.O. Takagach , P.S. Pundibari, Dist. Coochbehar.That my father's full, good and correct name is Sachin Barman, Which is recorded in my Voter Id Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2012 0857112, Wherein my father's name has been recorded as Sachindra Nath Barman. That Said Sachin Barman and Sachindra Nath Barman, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 15, Date . 08/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

CHANGE OF NAME

I, FARIDUL MOLLA(Old Name) S/o J. MOLLA(old Name) Residing at Vill-Uttar Ramchandrapur, P.O.-Anulia, P.S.-Amta, Dist-Howrah, Pin-711401 West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my & my father;s name from FARIDUL MOLLA S/o J. MOLLA to FARIDUL ISLAM MOLLAH (New Name) S/o Zakeria Mollah(New Name) and henceforth I shall be known as FARIDUL ISLAM MOLLAH (New Name) S/o Zakeria Mollah(New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Howrah Dated 08-01-2026. FARIDUL MOLLA S/o J. MOLLA to FARIDUL ISLAM MOLLAH S/o Zakeria Mollah all are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, Kartick Barman, S/O. Sachin Barman, residing of Vill. & P.O. Takagach , P.S. Pundibari, Dist. Coochbehar.That my father's full, good and correct name is Sachin Barman, Which is recorded in my Voter Id Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2012 0857112, Wherein my father's name has been recorded as Sachindra Nath Barman. That Said Sachin Barman and Sachindra Nath Barman, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 15, Date . 08/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

CHANGE OF NAME

I, Jana Majumdear (Old Name) W/o Late Arindam Choudhury Residing at 4C Plot - AB - 149,Pre - 40 - 0085 Flat - 4C, C C - 0 New Town P.o & P.s - New Town, District - North 24 Parganas, Pin - 700156, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Jana Majumdear (Old Name) to Jana Majumdar (New Name) and henceforth I shall be known as Jana Majumdar (New Name) in all purpose, vide affidavit no 31 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 06-10-2026. Jana Majumdar (New Name) and Jana Majumdear (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jahanara Sk(Old Name) W/o Sahajaml Sk Residing at Vill.& P.O.-Bara Chandghar, P.S.-Kaliganj, Dist.-Nadia, Pin-741156 WB India, do hereby declare that I have Changed my name from Jahanara Sk(Old Name) to Janu Bauwa(New Name) and henceforth I shall be known as Janu Bauwa (New Name) in all purpose, vide affidavit No. 3615/26 Sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Krishnagar, Nadia Dated 07-03-2025. Jahanara Sk(Old Name) and Janu Bauwa(New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Tanusri Datta (Old Name), W/o.- Dibyendu Datta, residing at Vill.- Kulateghari, P.O.- Keshabchak, P.S.- Tarakeswar, Dist.- Hooghly, Pin-712410, do hereby declare that I have changed my name from Tanusri Datta(Old Name) to Tanusri Datta Panja(Correct Name) and henceforth I shall be known as Tanusri Datta Panja (Correct Name) in all purposes, vide affidavit no.-02 sworn before the Notary Public at Chandannagar Court & affidavit no.-8663 sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Chinsurah Court, Dist.-Hooghly on date-05/10/2026 Tanusri Datta Panja(Correct Name) and Tanusri Datta(Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rojina Mallick(Old Name) W/o Alam Mallik Residing at Vill.-Cheutia, P.O- Tatla, P.S.-Chakdaha, Dist.-Nadia, Pin-741222 WB India, do hereby declare that I have Changed my name from Rojina Mallick (Old Name) to Rojina Bibi Mallik (New Name) and henceforth I shall be known as Rojina Bibi Mallik (New Name) in all purpose, vide affidavit No. 41323 Sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Ranaghat, Nadia Dated 03-10-2026. Rojina Mallick (Old Name) and Rojina Bibi Mallik (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Regina Bibi(Old Name) W/o Alam Mallik Residing at Vill.-Cheutia, P.O- Tatla, P.S.-Chakdaha, Dist.-Nadia, Pin-741222 WB India, do hereby declare that I have Changed my name from Regina Bibi (Old Name) to Rojina Bibi Mallik (New Name) and henceforth I shall be known as Rojina Bibi Mallik (New Name) in all purpose, vide affidavit No. 41327 Sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Ranaghat, Nadia Dated 03-10-2026. Regina Bibi (Old Name) and Rojina Bibi Mallik (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rojina Bibi(Old Name) W/o Alam Mallik Residing at Vill.-Cheutia, P.O- Tatla, P.S.-Chakdaha, Dist.-Nadia, Pin-741222 WB India, do hereby declare that I have Changed my name from Rojina Bibi (Old Name) to Rojina Bibi Mallik (New Name) and henceforth I shall be known as Rojina Bibi Mallik (New Name) in all purpose, vide affidavit No. 41326 Sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Ranaghat, Nadia Dated 03-10-2026. Rojina Bibi (Old Name) and Rojina Bibi Mallik (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, FATEMA PEYADA(Old Name) W/o Anu Halder Residing at P-3, Sashi Bhusan Dey Street, P.S.-Muchipara, P.O.-Bowbazar, Kolkata-700012 WB India, do hereby declare that I have Changed my name from FATEMA PEYADA (Old Name) to PUJA HALDER (New Name) and henceforth I shall be known as PUJA HALDER (New Name) in all purpose, vide affidavit No. 19999 Sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah Dated 24-09-2026. FATEMA PEYADA (Old Name) and PUJA HALDER (New Name) both are same and one identical person.

তিন দিনের সফরে বর্ধমানে মোহন ভাগবত

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৮ অক্টোবর ঃ তিন দিনের পশ্চিমবঙ্গ সফরে বৃহস্পতিবার বর্ধমানে পা রাখলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। আরএসএস-এর সাংগঠনিক শক্তি পর্যালোচনা, বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় এবং আগামী দিনের কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করতেই তাঁর এই সফর বলে সঙ্ঘ সূত্রে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মোহন ভাগবতের বর্ধমান সফরকে ঘিরে উল্লাশ এলাকায় কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। সফরসূচি অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছান মোহন ভাগবত। সেখান থেকে সড়কপথে তিনি সরাসরি পূর্ব বর্ধমানের উল্লাশে আরএসএস-এর মধ্যবঙ্গ প্রান্ত কার্যালয়ে আসেন। দীর্ঘ সময় সেখানে সাংগঠনিক কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের তিন সাংগঠনিক প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীদের সঙ্গে এই সফরে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। এরপর ভদুপুরের দিকে বর্ধমান মডেল স্কুলে সঙ্ঘের একটি কর্মসূচিতে যোগ দেন। সেখানে এসে সঙ্ঘের মুখ্যশিক্ষক ও কার্যবাহী ও শাখা বিস্তারকদের সাথে কিছুক্ষন শরীরচর্চা করেন। সেখানে সঙ্ঘের আগামি কার্যপদ্ধতি ও বিস্তার সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। এই রাজ্যে সঙ্ঘের প্রায় ৫ হাজার শাখা রয়েছে যা চলতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ১০ হাজার শাখা তৈরী করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। সেই

লক্ষ্যমাত্রা কতটা পূরন হল সে বিষয়ে খোঁজ খবর নেন তিনি। তিন বঙ্গ প্রান্তের প্রায় ১১০০ জন শাখা বিস্তারকদের তিনি কিছু সাংঠনিক নির্দেশ দেন বলে জানা গেছে। সেখান থেকে ফের উল্লাশের প্রান্ত কার্যালয়ে ফিরে দিনের বাকি কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাতেও উল্লাশের প্রান্ত কার্যালয়েই তাঁর থাকার কথা। মোহন ভাগবতের এই সফরকে ঘিরে আরএসএস-এর সাংগঠনিক মহলে বিশেষ গুরুত্ব তৈরি হয়েছে। সঙ্ঘ সূত্রের খবর, রাজ্যে সঙ্ঘের সাংগঠনিক বিস্তার, নতুন শাখা, স্বয়ংসেবকদের কার্যক্রম এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে জনসংযোগের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা চলবে এই তিন দিন। ১৯২৫ সালের বিজয়া দশমীর দিনে আরএসএস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই প্রতিষ্ঠার একশো বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশজুড়ে বর্তমানে শতবর্ষের বিভিন্ন কর্মসূচি চলছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে সামাজিক জনসংযোগ বৃদ্ধি, বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছনো এবং সঙ্ঘের কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে গত এক বছরে সেই কর্মসূচির অগ্রগতি কতটা হয়েছে, সংগঠনের শাখা ও সাংগঠনিক কাঠামো কীভাবে এগিয়েছে, বর্ধমানের বৈঠকে তারও পর্যালোচনা হতে পারে বলে জানা গেছে। শুধু সাংগঠনিক বৈঠক নয়, স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়েরও কর্মসূচি রয়েছে মোহন ভাগবতের। মধ্যবঙ্গের নির্দিষ্ট সাংগঠনিক বিভাগের স্বয়ংসেবকদের নিয়ে একটি বিশেষ 'একত্রীকরণ' কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতি, সামাজিক ভূমিকা এবং আগামী দিনের কর্মসূচি নিয়ে সরসঙ্ঘচালকের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। শুক্রবারও উল্লাশে একাধিক কর্মসূচিতে ব্যস্ত মোহন ভাগবত।

পান্ডুতে ৮১তম সর্বভারতীয় আন্ত ঃরেলওয়ে ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এর সমাপ্তি

মালিগাঁও, ৮ অক্টোবর ঃ নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (এনএফআরএসএ) দ্বারা আয়োজিত ৮১তম সর্বভারতীয় আন্ত ঃরেলওয়ে ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এর নকআউট পর্যায়ের শুভারম্ভ ৩ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে, পান্ডুর এনএফআরএসএ ফুটবল স্টেডিয়ামে করা হয়। চ্যাম্পিয়নশিপটি ৭ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস (সিএলডব্লিউ) এবং নর্দার্ন রেলওয়ের মধ্যে এক উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনাল ম্যাচের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। ফাইনালে জয়ী হয়ে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা জয় করে, আর নর্দার্ন রেলওয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই চ্যাম্পিয়নশিপে রেলওয়ের আটটি টিম অংশগ্রহণ করে, যারা চেন্নাই ও জবলপুরে অনুষ্ঠিত লিগ পর্যায় সফলভাবে পার হয়ে নকআউট পর্যায়ে যোগ্যতা অর্জন করেন।

নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
Nuclear Power Corporation of India Limited

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

(A Government of India Enterprise)

সিআইএন / CIN: U40104MH1987G01149458

অংশীদার হোন-চ্যালেঞ্জিং ও প্রগতিশীল কর্মজীবনের জন্য এনপিসিআইএল-এ যোগ দিন

বিজ্ঞাপন নং. NPCIL/HQ/HRM/ET/2026/03

গেট-এর মাধ্যমে এনপিসিআইএল-এ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট নিয়োগ

এনপিসিআইএল হলো ভারত সরকারের পরমাণু শক্তি বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীন একটি শীর্ষস্থানীয় সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠান। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন, নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ, কমিশনিং, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও মানোন্নয়ন, প্ল্যান্টের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পারমাণবিক চুল্লির ডিকমিশনিং বা কার্যক্রম সমাপ্তকরণ-পারমাণবিক প্রযুক্তির এই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক সক্ষমতা রয়েছে।

এনপিসিআইএল কেমিক্যাল, সিভিল, কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ইনস্ট্রুমেন্টেশন এবং মেকানিক্যাল বিভাগে ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েটদের 'এক্সিকিউটিভ ট্রেনি' (ইটি-২০২৭) হিসেবে নিয়োগের পরিকল্পনা করছে।

এনপিসিআইএল-এ অনলাইনে আবেদন করার সময় আগ্রহী প্রার্থীদের অবশ্যই উপরে উল্লিখিত যেকোনো একটি বিষয়ে ২০২৫, ২০২৬ বা ২০২৭ সালের বৈধ গেট স্কোর থাকতে হবে। গেট স্কোরের ভিত্তিতেই সাক্ষাৎকারের জন্য প্রার্থীদের বাছাই করা হবে। গেট-২০২৭-এর ফলাফল ঘোষণার তারিখ থেকে আনুমানিক ১০ দিনের মধ্যে এনপিসিআইএল-এর ওয়েবসাইট **www.npcilcareers.co.in** এবং **www.npcil.nic.in**-এ বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাবে।

গেট ২০২৭ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য প্রার্থীরা **https://gate2027.iitm.ac.in** অথবা আইআইএসসি ও আইআইটি-গুলির গেট সংক্রান্ত যেকোনো আঞ্চলিক ওয়েবসাইট পরিদর্শন করতে পারেন।

অতিরিক্ত কোনো তথ্য, সংশোধনী বা সংযোজনী শুধুমাত্র উপরে উল্লিখিত এনপিসিআইএল-এর ওয়েবসাইটগুলিতেই আপলোড করা হবে।

এনপিসিআইএল (এমন একটি কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে যেখানে নারী-পুরুষের ভারসাম্য বজায় থাকে এবং নারী প্রার্থীদের আবেদনের জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

''स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो''
एनपीसीआईएल, भारत सरकार द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत मिशन को प्रोत्साहित करता है।
न्यूक्लियर विद्युत – एक अपरिहार्य विकल्प

cbc48132/11/0002/2627

পূর্ব রেলওয়ে

ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/বিআরএল/স.দ., পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ২য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ও যোগ্য কন্ট্রাক্টরদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ই-টেন্ডার নং : ডব্লু২_৬২৩_১৬_০৮_এএসএন_২৬-২৭, তারিখ ০৬.১০.২০২৬। কাজের নাম :** পূর্ব রেলওয়ের কিমি ২২৯/৩০ থেকে ২৩০/১৬ পর্যন্ত (হাওড়া থেকে) বরাকর ও কুমারডুবি স্টেশনের মধ্যবর্তী বরাকর নদীর উপর গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ নং ১৮-এর নির্মাণ কাজ। এই প্রকল্পে পাইল ফাউন্ডেশনসহ ভিত্তি, সাব-স্ট্রাকচার, সুপার-স্ট্রাকচার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ব্রিজটিতে ৪x৩০.৫ মি + ৩x৪৫.৭০ মি + ২x৩০.৫ মি + ২x৪৫.৭০ মি + ৪x৩০.৫ মি মাপের ওপেন ওয়েব গার্ডার স্প্যান এবং ৮০০ মি দীর্ঘ অ্যাপ্রোচ পথ থাকবে। ব্রিজটি সিঙ্গল রেলওয়ে ট্র্যাকের জন্য নির্মিত হচ্ছে, যার সুপার-স্ট্রাকচার আরডিএসও-র ২৫ টন অ্যাক্সল লোড মানদণ্ড অনুযায়ী এবং সাব-স্ট্রাকচার ৩২.৫ টন লোড ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী নকশা করা হয়েছে। **কাজের আনুমানিক মূল্য :** ১১০,৯৯,৩৯,৮৭২ টাকা। **বায়নামূল্য জমা :** ২,২১,৯৮,৮০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১৭.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **কাজ শেষের সময়সীমা :** ২৪ মাস। টেন্ডার নথিপত্রের বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করার জন্য টেন্ডারারদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না।

(MISC-218/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এলআরডব্লু৪-মডিউলারঅফিস ১৪-২০২৬, তারিখ ০৬.১০.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি), পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ টেন্ডার নং এলআরডব্লু৪-মডিউলারঅফিস১৪-২০২৬-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটির **বন্ধের তারিখ ২৭.১০.২০২৬ তারিখ বিকেল ৪.৩০ মিনিট।** বিডদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং এইরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নাম:** শপ সুপারভাইজরদের জন্য কাজের পরিধি অনুসারে মডিউলার অফিস সরবরাহ, ফেব্রিকেশন ও চালুকরণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ৬৩,৬৮,১৪৪.৪৪ টাকা। **বায়নামূল্য:** ১,২৭,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **অফারের বৈধতা :** ৬০ দিন। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ৩ মাস। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ১৩.১০.২০২৬।

(MISC-220/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-০৩এ-২৬, তারিখ ০৫.১০.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-০৩এ-২৬, বন্ধের তারিখ/সময় ২৯.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে-র পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **অবস্থানসহ কাজের নাম :** পূর্ব রেলওয়ে হাওড়া ডিভিসনের আওতায় আরপিএইচ-এর ডাউন মেন লাইনের পাশের পিট লাইন ও প্যাসেঞ্জার স্টেবলিং-কে ডাউন ল্যুপ-১ ও ডাউন ল্যুপ-২-তে রূপান্তরের সঙ্গে যুক্ত ২৫ কেভি ওএইচই কাজ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়:** ২,১৩,৭১,১৫৫.৫০ টাকা। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে:** ৪,২৭,৪০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য:** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৯.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলা :** টেন্ডার বন্ধের পরে যে কোনও সময়ে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।

(HWH-374/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for temporary It Infrastructure arrangement for the programme to be attended by VVIP in connection with Mahalaya and Debi Pakkha on 10.10.2026 at Lok Bhaban, Kolkata" **[Job No. KIT/RW/209 of 26-27]**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-115/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing : 09.10.2026 up to 03.00 PM

2. Name of Work: "Provision for temporary High Speed internet connectivity for the programme to be attended by VVIP in connection with Mahalaya and Debi Pakkha on 10.10.2026 at Lok Bhaban, Kolkata" **[Job No. KIT/RW/210 of 26-27]**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-116/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing : 09.10.2026 up to 03.00 PM

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

বেতন বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ৮ অক্টোবর ঃ দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে গ্রাম

পঞ্চায়েতে সততা ও নিষ্ঠার সাথে সেবা দিয়ে যাওয়ার পরও মেলেনি উপযুক্ত পারিশ্রমিক, হয়নি চাকরি স্থায়ীকরণ। ২০০৮ সাল থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ১০০ ও ১২৫ দিনের কাজ (MGNREGA VBG RAMG)-এ চুক্তিভিত্তিকভাবে কর্মরত VLE (ভিলেজ লেভেল এন্ট্রাপ্রেনিওর), GRS (গ্রাম রোজগার সেবক) এবং STP (স্টেট টেকনিক্যাল পার্সন)-রা এবার নিজেদের পাওনা ও মর্যাদার দাবিতে চরম আন্দোলনের পথ বেছে নিলেন। জেলা ও ব্লক স্তরে ধরণার পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে অনির্দিষ্টকালীন 'পেন ডাউন' বা কর্মবিরতি। কর্মীদের অভিযোগ, গত ১৮ বছর ধরে অতি সামান্য বেতনে তারা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রতিনিয়ত বাজারদর ও মূল্যবৃদ্ধি আকাশছোঁয়া হলেও তাদের বেতনে আশানুরূপ কোনো বৃদ্ধি ঘটেনি। নিজেদের ন্যায্য দাবির কথা জানাতে গত ২৫ সেপ্টেম্বর কলকাতার পঞ্চায়েত দপ্তরে প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন জমা দেয় এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠক করে। সেই সময় দপ্তরের তরফ থেকে বিষয়টির সমাধানের জন্য সাত দিনের সময়সীমা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হয়ে যাওয়ার পরেও কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ বা সুসংবাদ না আসায় চরম হতাশায় ক্ষুব্ধ কর্মীরা কর্মবিরতির ডাক দেন। উল্লেখ্য, এই VLE, GRS ও STP-রা কেবল ১০০ বা ১২৫ দিনের কাজের প্রকল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন। গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের সিংহভাগ কাজই এদের কাঁধে ভর দিয়ে চলে। যার মধ্যে রয়েছে- আবাস যোজনার জিওট্যাগিং, স্বচ্ছ ভারত মিশন এবং অন্নপূর্ণা যোজনার মাঠপর্যায়ের ভেরিফিকেশন। রেসিডেন্সিয়াল ও ইনকাম সার্টিফিকেট প্রদান, জলদূতের কাজ এবং পঞ্চায়েত ও ব্লক স্তরের যাবতীয় অনলাইন ডেটা এন্ট্রি ও ফাইল আপলোডের কাজ। নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন কাজ থেকে শুরু করে জনগণনার মতো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কাজের দায়িত্বও তারা সামলে আসছেন। আন্দোলনকারী কর্মচারীদের স্পষ্ট বক্তব্য, আমরা পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হয়ে সমস্ত সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়িত করছি, অথচ নিজেদের ভবিষ্যত সম্পূর্ণ অন্ধকার। আমাদের একটাই দাবি-অবিলম্বে সম্মানজনক বেতন বৃদ্ধি করতে হবে এবং চাকরি স্থায়ীকরণ করতে হবে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই ধরণা ও পেন ডাউন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। পঞ্চায়েত স্তরে এই সমস্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের কর্মবিরতির ফলে সাধারণ মানুষ সার্টিফিকেট গ্রহণ ও অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে ভোগান্তির মুখে পড়ছেন, পাশাপাশি থমকে গেছে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের ডেটা এন্ট্রি ও প্রক্রিয়াকরণের কাজ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত হস্তক্ষেপে এই জটিলতার সমাধান হয় কি না, এখন সেটাই দেখার।

TENDER NOTICE

NIeT No. : 06/BDO/PUN/2026-27
Dated : 07.10.2026

e-Tender for 18 nos. (Eighteen) schemes is hereby invited by the undersigned from the eligible contractors. Tender documents download, Bid submission and other details will be available at **https://tenders.wb.gov.in** portal from **07.10.2026, 06.00 P.M.**

Sd/-
Block Development Officer
Puncha Development Block

Memo No. : 51/ADV/ICA/PURU
Dated : 08.10.2026

NI(e)T

E.O. Baghmundi, Purulia invites e-Tender for 01 No. work.
For details visit : **www.tenders.wb.gov.in**
Ref. Tender ID : 2026_DM_5078314_1

Sd/-
E.O., Baghmundi

Memo No. : 52/ADV/ICA/PURU
Dated : 08.10.2026

রামপুরহাট - হাওড়া বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেন মগরা স্টেশনে সাময়িকভাবে থামবে

মহালয়া উপলক্ষে ত্রিবেণী ঘাটে 'তর্পণ'-এর জন্য যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে, **১০.১০.২০২৬ তারিখে (শনিবার) ৫৩০৪৮ ডাউন রামপুরহাট-হাওড়া বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার** ট্রেনটি শুধুমাত্র ডাউন অভিমুখে হাওড়া ডিভিশনের বর্ধমান-ব্যান্ডেল মেইন লাইন শাখায় মগরা স্টেশনে শুধুমাত্র ১ (এক) মিনিটের জন্য থামবে।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 373 **Tender Notice Date: 08/10/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER (3rd call)

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 373/10/2026-2027** dated 08/10/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 12/10/2026 at 2.00 pm).

Last date of E-Submission: 24/10/2026.

Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 372 **Tender Notice Date: 08/10/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER (3rd call)

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 372/10/2026-2027** dated 08/10/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 12/10/2026 at 2.00 pm).

Last date of E-Submission: 24/10/2026.

Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ও বিক্রয়ের নোটিশ

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড (''ব্যাংক'')-এর ঋণও/ভারড্রাফ্ট (সিকিউরিটিজের বিপরীতে) সুবিধা গ্রহণের লক্ষ্যে ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এতদ্দ্বারা অবহিত করা যাচ্ছে।

ঋণ বা সুবিধাসমূহের শর্তানুযায়ী বকেয়া অর্থ পরিশোধে ঋণগ্রহীতারা ক্রমাগত ব্যর্থ হওয়ায়, নিচে উল্লিখিত ঋণ / সুবিধাসমূহের হিসাবগুলো বর্তমানে খেলাপি বা এনপিএ (এনপিএ-নন পারফর্মিং অ্যাসেট) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের কাছে একাধিক নোটিশ ও ঋণ প্রত্যাহারের নোটিশ প্রেরণ করেছে এর মধ্যে নিচে উল্লিখিত তারিখে পাঠানো চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশটিও অন্তর্ভুক্ত। উক্ত নোটিশের মাধ্যমে ব্যাংক বন্ধকীকৃত সম্পদ বা জামানত বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করে এবং সংশ্লিষ্ট হিসাবের সমুদয় বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতাকে ৭ দিনের সময় প্রদান করে। এতে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক এ বিষয়ে আর কোনো নোটিশ প্রদান ছাড়াই বন্ধকীকৃত সম্পদ বা জামানত বিক্রি করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ঋণগ্রহীতারা যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন তাই, ঋণ চুক্তির আওতায় 'প্লেজি' বা জামানত গ্রহীতা হিসেবে প্রাপ্ত অধিকার প্রয়োগ করে, ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের কাছে পাওনা অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে ১৬ অক্টোবর ২০২৬ বা তার পরবর্তী সময়ে জামানত হিসেবে রাখা সম্পদ বিক্রি বা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 'ইন্ডিয়ান কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট, ১৮৭২-এর ১৭৬ ধারা অনুযায়ী এটিকে বিক্রয় সংক্রান্ত নোটিশ হিসেবে গণ্য করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের এতদ্দ্বারা অবহিত করা হচ্ছে। ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো যাচ্ছে যে, যদি কোনো সময়ে শেয়ার বাজারের অস্থিরতার কারণে জামানতকৃত সম্পদের মূল্য আরও কমে যায় এবং এর ফলে মার্জিন সংক্রান্ত শর্ত পূরণে ঘাটতি দেখা দেয়, তবে ব্যাংক তার নিজস্ব বিবেচনায় কোনো প্রকার পূর্ব-নোটিশ ছাড়াই এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে উক্ত জামানতকৃত সম্পদ বিক্রি করে দিতে পারবে। জামানতকৃত সম্পদ বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমন্বয়ের পরেও যদি কোনো বকেয়া পাওনা অবশিষ্ট থাকে, তবে তা পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতা(গণ) ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	৭ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত বকেয়া টাকার পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXXXXXXXX২০২৩	বিপিন কুমার রস্তোগী	৪,৮৬,৪১০.৮৪	০৬-১০-২০২৬
২	XXXXXXXXXX০৬৭৪	রবিন কুমার দে	৬,৬৩৭.০২	০৬-১০-২০২৬
৩	XXXXXXXXXX১২০৭	চন্দ্র প্রকাশ খৈতান	৪,৭১৮.৩৪	০৭-১০-২০২৬
৪	XXXXXXXXXX৮৬৩২	সার্বজিত বারিক	১৮,৩৬,৮৪৬.৩৯	০৭-১০-২০২৬
৫	XXXXXXXXXX০২৬২	স্বপন চক্রবর্তী	৪,২৪৬ ৭৫	০৬-১০-২০২৬
৬	XXXXXXXXXX০৩২৭	রাজীব কুমার সুরেকা	২০,১৭,৯০৮.১৬	০৬-১০-২০২৬
৭	XXXXXXXXXX৪০৪২	গীতা পচিসিয়া	৮৯,১০৮.৮৮	০৬-১০-২০২৬
৮	XXXXXXXXXX৮৭০২	কৌশিক নাগ	১৭,৫৭,০৭৩.১৩	০৬-১০-২০২৬
৯	XXXXXXXXXX১৭৪২	অনিতা আগরওয়াল	২,১৪৩.০০	০৬-১০-২০২৬
১০	XXXXXXXXXX১৪১৭	সমরেশ দাস	২,৪১,২১৪.৬২	০৬-১০-২০২৬
১১	XXXXXXXXXX৭২৭২	মনোজ কুমার গোয়েল	৯,১৩,৩৭৩.৭৮	০৬-১০-২০২৬
১২	XXXXXXXXXX১১৬০	অনিল কাউরা	৫,০২৮.৫১	০৭-১০-২০২৬
১৩	XXXXXXXXXX২৩০৫	বিশাল তুলসিয়ান	৬,৪৪,০৬৮.০০	০৬-১০-২০২৬
১৪	XXXXXXXXXX২৫৭১	মহুয়া রায়	১৭,৫৫,২৮১ ৪৬	০৭-১০-২০২৬
১৫	XXXXXXXXXX০৮৮৭	মধুমিতা সাহু	৬৯,১৭৯.৭৭	০৭-১০-২০২৬
১৬	XXXXXXXXXX১১৯৯	চিত্র চক্রবর্তী	৮৫,২০১ ৭৭	০৭-১০-২০২৬
১৭	XXXXXXXXXX০৩৬৫	কল্লোল দাস গুপ্তা	৪,৫৪০.৯৬	০৭-১০-২০২৬
১৮	XXXXXXXXXX৪৩০১	প্রদীপ কেজরিওয়াল	২,১১,৪৫৮ ৫৫	০৬-১০-২০২৬
১৯	XXXXXXXXXX৫৫৩৫	তিন্নি মুখোপাধ্যায়	৯,৭৪,৩৪৩.০০	০৭-১০-২০২৬
২০	XXXXXXXXXX১৪২০	শ্যামানন্দ পারুই	২,৫৫,১৯৬.৩৭	০৬-১০-২০২৬
২১	XXXXXXXXXX৫৩০১	স্নিগ্ধা বসু	৩,৪০,৮৪৭.৯৮	০৬-১০-২০২৬
২২	XXXXXXXXXX৭৫৩৭	সুনীল কুমার ঝা	৬,৮৮,৫৬২ ৪৫	০৭-১০-২০২৬
২৩	XXXXXXXXXX২৬৫১	চন্দনা জানা	৯,৯৭,৮৮৩ ২৯	০৬-১০-২০২৬
২৪	XXXXXXXXXX৫৪৫২	অমিত কুমার গাঙ্গুলি	৬,৭০,৫৭১ ৮২	০৬-১০-২০২৬
২৫	XXXXXXXXXX১২৭৩	পি জি প্রভু	১০,৭০৭.২৫	০৬-১০-২০২৬
২৬	XXXXXXXXXX৫১৯২	জবর দেবী পিঞ্চা	৩,৫৯,৬৪০.১২	০৬-১০-২০২৬
২৭	XXXXXXXXXX৮৬৯৬	সুরত ঘোষ মজুমদার	৯,৯৯,৩৬৫ ৪৫	০৬-১০-২০২৬
২৮	XXXXXXXXXX০৪৬৯	পল্লব ঘোষ	১৪,৩০,০১০.৫৪	০৭-১০-২০২৬
২৯	XXXXXXXXXX৬৭০২	সুভাষ চন্দ্র ঝা	২,০৩৫.৭০	০৭-১০-২০২৬
৩০	XXXXXXXXXX৭২০৭	চন্দ্রপ্রভা জানা দে	১,২০,১৫৩.৭১	০৬-১০-২০২৬
৩১	XXXXXXXXXX৮৯০২	সঞ্জয় সাহা	১,৫৬,৩২৫ ৮৯	০৭-১০-২০২৬
৩২	XXXXXXXXXX০১৪৮	সুপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়	১০,৮০৪.৯৬	০৬-১০-২০২৬
৩৩	XXXXXXXXXX৪৩৬০	রঞ্জিত কুমার সরকার	৮,২৩,৭৬১ ৮৪	০৭-১০-২০২৬
৩৪	XXXXXXXXXX৩৮৭২	সুশোভনা রায়	৫৭,৫২২.৩৪	০৬-১০-২০২৬
৩৫	XXXXXXXXXX৬৮০৮	সঞ্জয় কুমার রায়	২,০৬,৭১০.৬৪	০৬-১০-২০২৬
৩৬	XXXXXXXXXX৬৪১৬	অঞ্জন কুমার ঘোষ	৪,৬৫২.৮৪	০৬-১০-২০২৬
৩৭	XXXXXXXXXX২৭০৭	সুপ্রিয়া দাস	৮,৬০২.০২	০৬-১০-২০২৬
৩৮	XXXXXXXXXX৫৭২১	পার্বতী জয়সওয়াল	২,১৪০.০০	০৬-১০-২০২৬
৩৯	XXXXXXXXXX৭২৭৯	পুনম কুমারী জয়সওয়াল	৩,২৭,৭০৭.০০	০৬-১০-২০২৬
৪০	XXXXXXXXXX১৮০৪	সঙ্গীতা ঝুনঝুনওয়ালা	৩,৫০,৬৮০.০৪	০৭-১০-২০২৬
৪১	XXXXXXXXXX৮৮৭২	গায়েত্রী উপাধ্যায়	৭,৮২,২৭৩.৭১	০৬-১০-২০২৬
৪২	XXXXXXXXXX৬৭৪০	খাদিজা কবিরা	৪,৪৫,৩৮১ ৪৯	০৬-১০-২০২৬
৪৩	XXXXXXXXXX৫৪৮২	পার্থ সারথি রায়	২,১২৮.০০	০৬-১০-২০২৬
৪৪	XXXXXXXXXX২১৫৫	পামেলা দত্ত	২,০৫০.৫০	০৬-১০-২০২৬
৪৫	XXXXXXXXXX৯৬২২	গৌতম কর	৩,২৬৪.৯৮	০৭-১০-২০২৬
৪৬	XXXXXXXXXX৮০৬৫	সোনি বার্নওয়াল	১,৮০,৯৭৪.৮২	০৭-১০-২০২৬
৪৭	XXXXXXXXXX৫১৩২	সুরজকান্ত দলপতি	৫৭,২৮২.৯৯	০৭-১০-২০২৬
৪৮	XXXXXXXXXX৪১৪১	বসন্ত প্রভাত সাহা	১৮,৩৪,৫৬৪.০৩	০১-১০-২০২৬
৪৯	XXXXXXXXXX১৫২৪	সায়ান পাল চৌধুরী	২,৮৮,৩৯৮.২৮	০৭-১০-২০২৬
৫০	XXXXXXXXXX৪৩৮১	পবন কুমার জালান	১৭,২০,২২৮.৮০	০৭-১০-২০২৬
৫১	XXXXXXXXXX৭০৩৩	সৌমাভ হাজরা	৭,৫৮,২০২.৭৬	০৬-১০-২০২৬
৫২	XXXXXXXXXX০৪৩৯	সন্দীপ পাল	১,৩৮,৮৪৩.১৫	০৭-১০-২০২৬
৫৩	XXXXXXXXXX২৫৩১	শ্যামসুন্দর হালদার	৭২,৪১২.৭৬	০৭-১০-২০২৬
৫৪	XXXXXXXXXX২১৯৮	শমীক রায়	৬,২০,৬২৪.৭৩	০৭-১০-২০২৬
৫৫	XXXXXXXXXX১৯৬৯	সুমন জৈন	৭,৯৫,৭৫৫ ০০	০৭-১০-২০২৬
৫৬	XXXXXXXXXX৮৩০০	অপেক্ষা লাহিড়ী	১,৪৯,৭০৩.৯৪	০৬-১০-২০২৬
৫৭	XXXXXXXXXX১২৮১	বীণা জীতেন্দ্র সুর্ভি	১৯,৯১,৯৩০.৭৮	০৭-১০-২০২৬
৫৮	XXXXXXXXXX০১২২	রোহিতশ্ব জালান	১,২৩,১৭৯.১৪	০৭-১০-২০২৬
৫৯	XXXXXXXXXX৯৭৬৫	অরবিন্দ বাজপাই	১,৩৩,০৬৯.৯৫	০৬-১০-২০২৬
৬০	XXXXXXXXXX৮১৯৫	সম্পদ সান্যাল	১,৭৪৫ ২০	০৬-১০-২০২৬
৬১	XXXXXXXXXX৫৮৬৯	পুষ্প দেবী আগরওয়াল	২,২৯৭.৩০	০৬-১০-২০২৬
৬২	XXXXXXXXXX৪৯৮০	সজল চক্রবর্তী	৯,২৫,৩৬৬.০৪	০৬-১০-২০২৬
৬৩	XXXXXXXXXX৮৮৫৭	আনন্দ মোহন মাইতি	৩৭,২৫৭ ৯০	০৭-১০-২০২৬
৬৪	XXXXXXXXXX৮৮০০	শান্তিদেবী যাদব	৪,৫৩,২৬৬.০৯	০৭-১০-২০২৬
৬৫	XXXXXXXXXX২৭১৪	ভোলানাথ গুপ্তা	১,৪৩,৯০৮.৮০	০৭-১০-২০২৬
৬৬	XXXXXXXXXX৮১৪৮	শোভন চ্যাটার্জি হালদার	১,৪২,৮৪২.৮৬	০৬-১০-২০২৬
৬৭	XXXXXXXXXX৬৬৪২	দীপঙ্কর সেন	৪,৭৭,৫৮১ ৪১	০৭-১০-২০২৬
৬৮	XXXXXXXXXX৫৪৭১	পায়েল ঘোষ	১,৮৬,৭৩৫.০০	২৯-০৯-২০২৬
৬৯	XXXXXXXXXX৮৩০৯	কেবিএন এন্টারপ্রাইজ	৪,৫৯,৪৭৮.১৭	০৬-১০-২০২৬
৭০	XXXXXXXXXX৪২৭৪	ইন্দ্রনীল ঘোষ	৩২,১২৫.২০	০৭-১০-২০২৬
৭১	XXXXXXXXXX৩৩২৩	অদিতি আগরওয়াল	৭,১৩,৪৯৮.৫০	০৬-১০-২০২৬
৭২	XXXXXXXXXX৩৪৪১	প্রগতি আগরওয়াল	৭,৩৯,৮৪৩.৮২	০৬-১০-২০২৬
৭৩	XXXXXXXXXX৬৭০১	রমেশ জোধানি	১১,৭১,৩২৩.০০	০৬-১০-২০২৬
৭৪	XXXXXXXXXX৭১৪৪	বিনা জোধানি	৭,৩৭,৪৭৩.৩০	০৬-১০-২০২৬
৭৫	XXXXXXXXXX০২৮০	দেব কুমার দত্ত	৭,৭৩,৩৬৭.১৮	০৭-১০-২০২৬
৭৬	XXXXXXXXXX৪৫৭২	মনোমিতা সিংহ	১০,০৮,৩৮১ ২৮	০৬-১০-২০২৬
৭৭	XXXXXXXXXX০১১২	নিলয় সরকার	৪,২২,৮৭১ ০০	০৬-১০-২০২৬
৭৮	XXXXXXXXXX৫১৬৮	মনীষা শর্মা	৯,৪৩৮.২৯	০৬-১০-২০২৬
৭৯	XXXXXXXXXX৭৭৯৭	অরুণ কুমার বিশ্বকর্মা	৩২,৭৬১.৯৬	০৭-১০-২০২৬
৮০	XXXXXXXXXX১৮৬১	শ্যামলাল রামেশ্বর শর্মা	৪১,৭৮,২২৬.০০	০৭-১০-২০২৬
৮১	XXXXXXXXXX২৪২৩	সৌমিক সরকার	৪০,৪৭৫.৭৯	০৭-১০-২০২৬
৮২	XXXXXXXXXX৯৪৬৫	মহঃ নূরালাম আনসারী	৫,১০,৫১৯.০৯	০৬-১০-২০২৬
৮৩	XXXXXXXXXX১২৯৬	রামগোপাল জোধানি	১১,৫৮,৫৪৮.০০	০৬-১০-২০২৬
৮৪	XXXXXXXXXX৯৭৩৯	লক্ষ্মী কান্ত ব্যানার্জী	৪,১৪,৬৪৬.০০	০৬-১০-২০২৬
৮৫	XXXXXXXXXX৩৬৬৪	দেবরাজ রায়	৯,৭০,১৬৩.৩২	০৬-১০-২০২৬
৮৬	XXXXXXXXXX৮৮৯৭	চিরন্তন ঘোষ	৫৯,৫২০.০০	০৬-১০-২০২৬
৮৭	XXXXXXXXXX২২৬০	নন্দলাল ভারদ্বাজ	৪,৭৯,১৫১.২৯	০৬-১০-২০২৬
৮৮	XXXXXXXXXX৩১৮৯	বেনু গোপাল বাগরি	২০,০০,০৫৯.৯৭	০৬-১০-২০২৬
৮৯	XXXXXXXXXX৪০৭১	দিতসা ঘোষ	১৭,১১৪.০০	০৬-১০-২০২৬
৯০	XXXXXXXXXX৫৮১৩	সৈয়দ আফতাব আলী	২,৮৫,২৯০.৩০	০৭-১০-২০২৬
৯১	XXXXXXXXXX৯৩২৫	আংশু সাঙ্গানেরিয়া	১,৬৬,৩৭৭.৬৯	০৬-১০-২০২৬
৯২	XXXXXXXXXX০৩৪৩	রিপন ঘোষ	২,০১৬.০০	০৬-১০-২০২৬
৯৩	XXXXXXXXXX৭১৩৭	সরোজ দেব	২,৬১,৬৬৩.৬০	০৬-১০-২০২৬
৯৪	XXXXXXXXXX৬৪৬২	রঞ্জিত কুমার মিত্র	৬,২৩,৮৩১.৩৭	০৬-১০-২০২৬
৯৫	XXXXXXXXXX৬৯০০	সুপর্ণা ব্যানার্জী	১০,০৫,৩০১.৪৩	০৬-১০-২০২৬
৯৬	XXXXXXXXXX২৯০০	সারিকাকৌশিক	১,০৩,৪৪৭.৭১	২৯-০৯-২০২৬
৯৭	XXXXXXXXXX০১৬৮	লক্ষ্মি রায়	১৬,৩৬,৯৭৭.২০	০৭-১০-২০২৬
৯৮	XXXXXXXXXX০২১৫	অর্দ্ধেন্দু সেন	২০,১৬,১৫০.৯৪	০৬-১০-২০২৬
৯৯	XXXXXXXXXX৪৮১৮	কৃষ্ণা দেবী মুন্দ্রা	২০,০৪,৩৫৩.৯৬	০৬-১০-২০২৬
১০০	XXXXXXXXXX৫৬৩১	বিনীতা বাজোরিয়া	৩,৪১,৩৭,৭১৪.৪৭	০৬-১০-২০২৬
১০১	XXXXXXXXXX৫০৪৮	বিনয় কুমার আগরওয়াল	৭,৫৯,৪৬২.৬৫	০৬-১০-২০২৬
১০২	XXXXXXXXXX৮৮৪৬	সোমা ভৌমিক	৯,৭৩,৬০০.২২	০৬-১০-২০২৬
১০৩	XXXXXXXXXX৭৬০৭	দিব্য সাঙ্গানেরিয়া	৮৮,৭২১.০০	০৬-১০-২০২৬
১০৪	XXXXXXXXXX৩৭০৬	প্রণব কুমার সামন্ত	২,৬৮,৪৬৫.১৬	০৭-১০-২০২৬
১০৫	XXXXXXXXXX৭০১৪	রাঘব কাটরুকা	১,১১,৪০০.৩৫	০৬-১০-২০২৬
১০৬	XXXXXXXXXX৭৩৮১	ব্রিজ কিশোর আগরওয়াল	১,৮৮০.২০	০৬-১০-২০২৬
১০৭	XXXXXXXXXX৯১৭০	নীতেশ সরফ	৩৬,৮০,৭৭২.০০	০৬-১০-২০২৬
১০৮	XXXXXXXXXX১৮১৯	অমিতাভ সরকার	১,৯৯,৮২৩.২৯	০৬-১০-২০২৬
১০৯	XXXXXXXXXX৮৬৩৯	দিলীপ সরদার	৬,৭০,৩১০.০০	০৭-১০-২০২৬
১১০	XXXXXXXXXX১৭০০	সেখ লুফর রহমানমোল্লা	২,১৩২.০০	০৬-১০-২০২৬
১১১	XXXXXXXXXX৯৯৩৬	বর্নালী সাহা	৪৭,৬৩০.৪৪	০৬-১০-২০২৬
১১২	XXXXXXXXXX১৪৮১	লক্ষ্মি রায়	৯,৫৯,৫৭৫.০২	০৭-১০-২০২৬
১১৩	XXXXXXXXXX৮৪২৫	পূর্ণেন্দু সেনাপতি	১৪,৯২,১৫০.০১	০৬-১০-২০২৬
১১৪	XXXXXXXXXX৬৯৩৫	সুজয় বন্ধু নিয়োগী	২,৬২,৩৫৯.২৫	০৭-১০-২০২৬
১১৫	XXXXXXXXXX৭২১৯	দেবজান পাল	২,২২,২৯১.১৬	০৭-১০-২০২৬
১১৬	XXXXXXXXXX৩৭৩৫	অতুল ভি প্যাটেল	৮,০৪,৫৬০.৩৮	০৬-১০-২০২৬
১১৭	XXXXXXXXXX৫১২১	রীতা আগরওয়াল	২৩,০৩,৯৮৮.১২	০৭-১০-২০২৬
১১৮	XXXXXXXXXX৪৬৭৩	প্রদীপ বড়ুয়া	৭,৩৬,৯০১.৮২	০৬-১০-২০২৬
১১৯	XXXXXXXXXX৮১৫২	দেবাশীষ বিশ্বাস	৬,৯১,৮৫৮.৮২	০৬-১০-২০২৬
১২০	XXXXXXXXXX৩৫৮৫	দেবাশিস কোনার	৪,১৮,৪১০.৮২	০৭-১০-২০২৬
১২১	XXXXXXXXXX৬৯০২	অরুণ কুমার ঘোষ	৫,১৭৬.৪৯	০৬-১০-২০২৬
১২২	XXXXXXXXXX৫৪১০	সোমেশ সাহু	৮১,৭২৬.৪৯	০৬-১০-২০২৬
১২৩	XXXXXXXXXX৪৩৬২	গার্গী মুখোপাধ্যায়	২,৪৯,৮৭২.৮৮	০৬-১০-২০২৬
১২৪	XXXXXXXXXX১৩৮৯	রমা নন্দী	৫২,৮৮৮.০০	০৭-১০-২০২৬
১২৫	XXXXXXXXXX৯৮০২	নীলমণি বণিক	৯,৮০,০০৮.৫৭	২৪-০৯-২০২৬
১২৬	XXXXXXXXXX১৭৩৪	মনীশ ভট্টাচার্য	১,৪৯,৪৪১.০০	০৭-১০-২০২৬
১২৭	XXXXXXXXXX৬৯৪৭	শুভাশিস চক্রবর্তী	১,০১,০৬৯.৪২	০৬-১০-২০২৬
১২৮	XXXXXXXXXX৮৩৭৫	সুমন দত্ত	৩,১২,২৮৭.০০	০৬-১০-২০২৬
১২৯	XXXXXXXXXX০৯৭০	দিব্যেন্দু চট্টরাজ	২,২৮,৭৯৬.৮৪	০৭-১০-২০২৬
১৩০	XXXXXXXXXX০৫৩৪	মেরি থমাস	২,২১,০৪৬.৬১	০৬-১০-২০২৬
১৩১	XXXXXXXXXX৪০৫০	পৃথিবী ভূষণ সেন	৬,৮৯,৫০১.৯৯	০৬-১০-২০২৬
১৩২	XXXXXXXXXX৫৯৭৫	আহান আগরওয়াল	২২,০০০.০০	০৭-১০-২০২৬
১৩৩	XXXXXXXXXX২৪৬২	লাবণ্য আগরওয়ালা	২,১২৭.০০	০৬-১০-২০২৬
১৩৪	XXXXXXXXXX০৫০০	সুমিতা রায়	৩,৪০,৭৬১.৪৩	০৬-১০-২০২৬
১৩৫	XXXXXXXXXX৪১৩৯	সম্রাট ব্যানার্জী	৭,৩৫,৬৭৮.০০	০৬-১০-২০২৬
১৩৬	XXXXXXXXXX০৩৯০	সুরেশ কুমার গুপ্তা	৮৭,৩৮৩.০০	০৬-১০-২০২৬
১৩৭	XXXXXXXXXX০৯১৪	অজয় কুমার জয়সওয়াল	৬,০০,০৮০.৭২	০৭-১০-২০২৬
১৩৮	XXXXXXXXXX১৩১২	শান্তনু দত্ত	৩,৭৭,৭০৩.৫১	০৭-১০-২০২৬
১৩৯	XXXXXXXXXX১০০৪	প্রতীক দেবনাথ	৫৯,৮০২.৯৯	০৭-১০-২০২৬
১৪০	XXXXXXXXXX৪৭২৬	সাবদুল রশিদ মোল্লা	৭,১৬,০৭১.০০	০৭-১০-২০২৬
১৪১	XXXXXXXXXX৪৬৩৭	অরূপ কুমার বসু	৩৪,৬৩৭.৮৫	০৭-১০-২০২৬
১৪২	XXXXXXXXXX৮৯৭২	নীলম গুপ্তা	৩,৭৬,৪৬৫.৭৯	০৬-১০-২০২৬
১৪৩	XXXXXXXXXX২৫৭৬	ইন্দ্রনীল বসাক	২,৩২,৮৩৯.০২	০৭-১০-২০২৬
১৪৪	XXXXXXXXXX১৪৭০	শর্মিষ্ঠা ঘোষ	৬,৬০,১০৯.২২	০৬-১০-২০২৬
১৪৫	XXXXXXXXXX৭১২৪	জয়দেব পাত্র	৩,৩৮,০৭১.০৬	০৭-১০-২০২৬
১৪৬	XXXXXXXXXX২২৮১	সুদেষ্ণা ব্যানার্জী	৬৫,৭২৯.০০	০৬-১০-২০২৬
১৪৭	XXXXXXXXXX৭৬৫১	শ্রীরূপ ব্যানার্জী	৯,৮৯,৯৮৩.১৬	০৭-১০-২০২৬
১৪৮	XXXXXXXXXX১৫৩১	পীযূষ ভূপাত্রয় মেহতা	১৭,৩৬,৭৮৯.৭০	০৬-১০-২০২৬
১৪৯	XXXXXXXXXX১২৯০	সরস্বতী দেবী সোমানি	২০,০৮,০৮৮.৪২	০৬-১০-২০২৬
১৫০	XXXXXXXXXX৮২৭১	মঞ্জুলা চ্যাটার্জি	২,৯০,৫৩১.৪২	০৬-১০-২০২৬
১৫১	XXXXXXXXXX০৬১৮	প্রেম চাঁদ গুপ্তা	১১,৮১,২৭৭.৪৯	০৬-১০-২০২৬
১৫২	XXXXXXXXXX৬৮৪৪	সমীর রঞ্জন সেন	২০,১৬,১১০.৮০	০৬-১০-২০২৬
১৫৩	XXXXXXXXXX৮২২৮	দেবাশীষ ভট্টাচার্য	৭০,৭০৬.০০	০৬-১০-২০২৬
১৫৪	XXXXXXXXXX৯২১০	জ্যোতি দেবী সোনি	২,২৭,৬৭৭.৮২	০৭-১০-২০২৬
১৫৫	XXXXXXXXXX৯৮৫৬	মায়া আগরওয়াল	৩,২৯৪.৬০	০৬-১০-২০২৬
১৫৬	XXXXXXXXXX০০৭২	ভুবন আগরওয়াল	২,৬৪,২০০.৮৮	০৬-১০-২০২৬
১৫৭	XXXXXXXXXX০৬৮৮	তাপসী বারুরী	১,৮৭১.৪২	০৬-১০-২০২৬
১৫৮	XXXXXXXXXX২২৮৭	কাওসার আলী	৪,৫০,৮২৭.০২	০৬-১০-২০২৬
১৫৯	XXXXXXXXXX০৯২৮	বিজয় কুমার ঝুনঝুনওয়ালা	২৭,৩৬,৮৭২.৩১	০৬-১০-২০২৬
১৬০	XXXXXXXXXX৩১৪২	ইডেন রিয়েলটি ভেঞ্চার প্রাইভেট লিমিটেড	১,৮৪,৬১,২৩১.০০	০৬-১০-২০২৬
১৬১	XXXXXXXXXX৩৪৭৭	সাফদার হোসেন	১০,০১,০২৯.৮২	০৬-১০-২০২৬
১৬২	XXXXXXXXXX৭৩১৫	সৌরভ মুখার্জি	১০,০৮,০২৪.০০	০৬-১০-২০২৬
১৬৩	XXXXXXXXXX৮৩৮৩	তপতী মুখোপাধ্যায়	১০,০৮,০২৪.৯০	০৬-১০-২০২৬
১৬৪	XXXXXXXXXX৯০১২	শুভাশিস মন্ডল	১,৮৭,৮৯৩.০৩	০৭-১০-২০২৬
১৬৫	XXXXXXXXXX২৫৩৯	প্রশান্ত থ্যাকার	১,৯৯,৯০৬.৮২	০৭-১০-২০২৬
১৬৬	XXXXXXXXXX৩১৮৩	বৈশাখী মজুমদার	১,০৬,৭৪,৪৫০.১৮	০৬-১০-২০২৬
১৬৭	XXXXXXXXXX৩৪৯২	বৈশাখী মজুমদার	১,৯১,৮২১.৮২	০৭-১০-২০২৬
১৬৮	XXXXXXXXXX৫৬৪২	অরিন্দম কুমার প্রামাণিক	৬,৯১,৬০১.১৫	০৭-১০-২০২৬
১৬৯	XXXXXXXXXX৬৫৫১	আসাদ আলী সেখ	১৪,১৮,৪৩৪.৮২	০৭-১০-২০২৬
১৭০	XXXXXXXXXX০৫৭৭	প্রিয়াঙ্কা বাজাজ	৩৫,৪০৪.০০	০৬-১০-২০২৬
১৭১	XXXXXXXXXX১২৬২	সাফদার হোসেন	২৩,১৮,৪৯৩.৮২	০৭-১০-২০২৬
১৭২	XXXXXXXXXX৩৯৯৪	মৌসুমী মন্ডল	১,৯৫,২১০.০০	০৭-১০-২০২৬
১৭৩	XXXXXXXXXX২২৯৫	সঞ্জয় পাখিরা	৬৯,০০০.০০	০৬-১০-২০২৬
১৭৪	XXXXXXXXXX৫১৫১	পারভীন চোপড়া	৮,০০,৫৫৮.১২	০৬-১০-২০২৬
১৭৫	XXXXXXXXXX০০১৬	দেবব্রত সেনগুপ্ত	১,২৭,৩৭৯.৭২	০৭-১০-২০২৬
১৭৬	XXXXXXXXXX৪৫৯৫	অনামিকা চক্রবর্তী	৭,০৬,৯২৯.২২	০৭-১০-২০২৬
১৭৭	XXXXXXXXXX৬৪৩০	বিনয় কুমার লাখোটিয়া	৮,১৩,৯৮৮.০০	০৭-১০-২০২৬
১৭৮	XXXXXXXXXX৯১৮৮	অম্বুজ সিং	২,০১,৭৯৯.২৮	০৭-১০-২০২৬

তারিখঃ ০৯.১০.২০২৬
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-II/KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

1) NIT No.: LTG/IMP/78/49/V/Z-II/26-27
Name of the work: **Improvement of illumination by installing LED light fittings and and allied electrical works at different street in Ward No.-49, under Br.-V.** Estimate Amount : ₹ **2,89,844.00.** Earnest Money : ₹ **5,800.00.** Period of Completion: **15 Days.**

2) NIT No.: LTG/IMP/78/49/V/Z-II/26-27
Name of the work: **Improvement of illumination by installing LED light fittings and allied electrical works at different street in Ward No.-50, under Br.-V.** Estimate Amount : ₹ **2,89,330.00.** Earnest Money : ₹ **5,800.00.** Period of Completion: **15 Days.**

3) NIT No.: LTG/SUP/66/50/V/Z-II/26-27
Name of the work: **Supply and delivery of LED light fittings for different places in Ward No.-50.** Estimate Amount: ₹ **2,89,016.00.** Earnest Money: ₹ **5,800.00.** Period of Completion: **7 Days.**

4) NIT No.: LTG/SUP/65/1/49/V/Z-II/26-27
Name of the work: **Supply and delivery of LED light fittings for different places in Ward No.-49.** Estimate Amount: ₹ **2,86,123.00.** Earnest Money: ₹ **5,800.00.** Period of Completion: **7 Days.**

5) NIT No.: LTG/151/50/V/Z-II/26-27
Name of the work: **Improvement of lighting system at different Uttaran areas in Ward No.-50.** Estimate Amount: ₹ **1,99,973.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

6) NIT No.: LTG/80/50/V/Z-II/26-27
Name of the work: **Requirement of lighting arrangement for latrines and bathrooms at different Uttaran places of Mahendra Sarkar Street, S. B. Dey Street, Natabar Dutta Row, Couch Lane, St. Fordice Lane, Lenin Sarani, S. N. Banerjee Road etc. in Ward No.-50, Br.-V.** Estimate Amount : ₹ **1,94,764.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

7) NIT No.: LTG/76/41/V/Z-II/26-27
Name of the work: **Installation of insulting materials along with other electrical works on the street lighting poles at different places in Ward No.-41 under Br.-V.** Estimate Amount : ₹ **2,49,645.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **35 Days.**

8) NIT No.: LTG/110/40/V/Z-II/26-27
Name of the work: **Supply and delivery of LED light fittings at College Street and different places in Ward No.-40.** Estimate Amount : ₹ **2,98,321.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

9) NIT No.: LTG/145/V/Z-II/26-27
Name of the work: **Improvement of lighting system by LED light fittings and allied electrical works at riverfront areas under Br.-V.** Estimate Amount : ₹ **2,91,174.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **20 Days.**

10) NIT No.: LTG/131/V/Z-II/26-27
Name of the work: **Improvement of lighting system by LED light fittings and allied electrical works at riverfront areas under Br.-V.** Estimate Amount : ₹ **2,87,632.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **20 Days.**

11) NIT No.: LTG/84/45/V/Z-II/26-27
Name of the work: **Improvement of illumination by installing LED light fittings and allied electrical works at different street in Ward No.-45, under Br.-V.** Estimate Amount : ₹ **4,99,590.00.** Earnest Money : ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

12) NIT No.: LTG/77/45/V/Z-II/26-27
Name of the work: **Supply and delivery of LED light fittings along with other electrical accessories in Ward No.-45 under Br.-V.** Estimate Amount : ₹ **3,99,381.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **35 Days.**

13) NIT No.: LTG/56/45/V/Z-II/26-27
Name of the work: **Urgent restoration work of street lighting system by various electrical accessories and other works at various places in Ward No.-45 under Br.-V.** Estimate Amount : ₹ **1,99,899.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **20 Days.**

14) NIT No.: LTG/109/48/V/Z-II/26-27
Name of the work: **Repairing and replacement of street lighting system at Hidharam Banerjee Lane and different places in Ward No.-48.** Estimate Amount : ₹ **2,96,925.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid : **28.10.2026 up to 4 p.m. (for Sl. No. 1 to 14).** The bid forms and other details are available on and from **09.10.2026 at 6 pm. (for Sl. No. 1 to 14).** The website : **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 14).**

596/26-27

আর্থিক ক্ষতির তোয়াক্কা না করে মার্চ-মে উইন্ডোতেই শুরু হচ্ছে পিএসএল

সংবাদ সংস্থা, ইসলামাবাদ, ৮ অক্টোবরঃ বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ আইপিএল। তার সঙ্গে টক্কর দেওয়ার দুঃসাহস সাধারণত কোনও ক্রিকেট বোর্ড দেখায় না। কিন্তু পাকিস্তান সুপার লিগ বা পিএসএল ঠিক সেই পথেই হাঁটছে। আগামী বছর, অর্থা ২০২৭ সালের টুর্নামেন্টের জন্য মার্চ থেকে মে মাসের উইন্ডো চূড়ান্ত করে ফেলল পিসিবি। যার অর্থ, ভারতের আইপিএল এবং পাকিস্তানের পিএসএল চলবে একেবারে সমান্তরালভাবে। গত ১ সেপ্টেম্বর লন্ডনে বসেছিল পিএসএল গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠক। আট ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক ও প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সেখানে আগামী মরশুমের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হয়। সিদ্ধান্ত মতে, আগামী ১৮ মার্চ শুরু হবে টুর্নামেন্টের ১২তম সংস্করণ। ফাইনাল ২ মে। একাদশ মরশুমে আটটি দল নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে। পুরোনো ড্রাফট প্রথা সরিয়ে চালু হয় নিলাম। আগামী বছরও সেই আট দলের ফরম্যাটই ধরে রাখছে পাক বোর্ড। দলগুলি হল-হায়দরাবাদ কিংসপেন, ইসলামাবাদ ইউনাইটেড, করাচি কিংস, লাহোর কালান্দার্স, মুলতান সুলতান্স, পেশোয়ার জালমি, কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স এবং রাওয়ালপিন্ডি। দিনক্ষণ চূড়ান্ত হওয়ার পর এবার দল গোছানোর পালা। সরাসরি চুক্তি, রিটেনশন তালিকা প্রকাশ, ট্রেড উইন্ডো এবং সবশেষে নিলামের দিকে এগোবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি। গত সিজনের ফাইনালে গদ্দাফি স্টেডিয়ামে ৩২,৪৬১ জন দর্শকের সামনে হায়দরাবাদ কিংসপেনকে হারিয়ে খেতাব জিতেছিল পেশোয়ার জালমি। দীর্ঘ ন'বছরের খরা কাটিয়ে চ্যাম্পিয়ন। সেই সাফল্যকে হাতিয়ার করেই এবার টুর্নামেন্টের জৌলুস আরও বাড়াতে চাইছে পাকিস্তান। বোর্ড চেয়ারম্যান মহসিন নকভি টুর্নামেন্টের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রবল আশাবাদী। এক প্রেস বিবৃতিতে তিনি বলেন, ''পিএসএল ১১ গোটা বিশ্বকে দেখিয়েছে এই লিগের ক্ষমতা কতটা। সারা দেশ রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তগুলোর সাক্ষী থেকেছে। মাঠে রেকর্ড ভিড় হয়েছে, সম্প্রচারেও তৈরি হয়েছে রেকর্ড। পিএসএল ১২ টুর্নামেন্টের মান আরও উঁচুতে নিয়ে যাবে। আমরা আরও একটা দুর্দান্ত মরশুম উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আটটি ফ্র্যাঞ্চাইজির ট্রফি জয়ের লড়াই দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছি।'' তবে এই সূচি ঘোষণার পর সবচেয়ে বড় চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আইপিএল-এর সঙ্গে সম্ভাব্য সংঘাত। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সাধারণত মার্চ থেকে মে মাসের উইন্ডোতেই ভারতের কোটিপতি লিগের আয়োজন করে। ফলে দুই টুর্নামেন্ট একই সঙ্গে চললে বিদেশি ক্রিকেটারদের পাওয়া নিয়ে বিস্তর টানাটানি শুরু হবে। বিশ্বের প্রথম সারির বিদেশি তারকারা ভারতের মাটিতে খেলতেই বেশি উৎসাহি। তখন পাকিস্তানের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিকে দ্বিতীয় সারির বিদেশি ক্রিকেটারদের নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। পাশাপাশি গ্লোবাল ভিউয়ারশিপ বা সম্প্রচারের বাজারও দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তা সত্ত্বেও পিছপা হতে নারাজ পিসিবি।

মেসিকে শেষ আলিঙ্গন রোনাল্ডোর

নিজস্ব প্রতিবেদন

মাঠ ও মাঠের বাইরে তাঁদের তীব্র লড়াই আধুনিক ফুটবলকে শুধু রোমাঞ্চিতই করেনি, বদলে দিয়েছিল পুরো খেলাধুলোর সংজ্ঞাই। ব্যালন ডি'অরের মঞ্চ থেকে এল ক্লাসিকো-গত দে। দশক ধরে ফুটবল বিশ্ব দ্বিধাবিভক্ত থেকেছে দু'টি নামে-লিওনেল মেসি বনাম ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো। কে সর্বকালের সেরা তা নিয়ে চলে তর্ক। গত ২০ বছর ধরে দু'জনের মধ্যে লড়াই চললেও একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা কখনও কমেনি। আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে লিওনেল মেসি অবসর নেওয়ায় তাঁকে শুভকামনা জানালেন রোনাল্ডো। বুয়েনস আইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে বেনিনকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে নিজের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ইতি টেনেছেন মেসি। এই ম্যাচে তিনি গোল করেছেন এবং করিয়েছেন। তাঁর শেষ ম্যাচের আগে ও পরে দেশ বিদেশের একাধিক তারকা পোস্ট করে বিশেষ বার্তা দিয়েছেন। তবে সবার নজর ছিল রোনাল্ডোর দিকে। জাতীয় দলের শিবির থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর রোনাল্ডো এখন কিছুটা বিতর্কের মধ্যে রয়েছেন। তিনি অবশ্য মেসিকে নিয়ে পোস্ট করেছেন। বেনিন ম্যাচ শেষের কয়েক ঘণ্টা পর ইনস্টাগ্রামে একটি

আবেগঘন পোস্ট করেন মেসি। লেখেন, খেলা শেষ হতেই তিনি দেশের জার্সি গায়ে মাঠে নামার অভাব অনুভব করতে শুরু করেছেন। তবে কেরিয়ারের এই মোড়ে জাতীয় দল থেকে সরে যাওয়ার এটাই সবচেয়ে সঠিক সময় বলে মনে করছেন তিনি। নিজের পরিবার ও সতীর্থদের অবদানের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি প্রয়াত দিয়েগো মারাদোনাকে স্মরণ করেন মেসি। মেসির এই পোস্টের নিচে তাঁর সমর্থকরা যখন কমেন্ট করছেন তখনই নজরে পড়ে ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডোর কমেন্ট। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্দেশে রোনাল্ডো লেখেন, 'লিও, এতগুলো বছর ধরে দেশের হয়ে খেলে তুমি এমন এক ইতিহাস তৈরি করেছ যা যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবে। আর্জেন্তিনার হয়ে তোমার সব জয়ের প্রতি রইল আমার সম্মান। অনেক ভালোবাসা ও আলিঙ্গন।' এটা প্রথমবার নয়, গত আগস্টে যখন মেসির বাবা হোর্হে মেসি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তখনও সোশ্যাল মিডিয়ায় শোকবার্তা পাঠিয়ে আর্জেন্তিনা মহাতারকার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সিআর৭। মেসি-রোনাল্ডো দ্বৈরথের সূচনা হয়েছিল ২০০৭ সালে। সেবার যখন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি ফুটবলার কাকার সঙ্গে ব্যালন ডি'অরের পোডিয়ামে প্রথমবার একসঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন এই দুই তরুণ ফুটবলারকে। এরপর টানা দশ বছর ফুটবলের ব্যক্তিগত সব সেরা পুরস্কার ভাগাভাগি হয়েছে কেবল তাঁদের দু'জনের মাঝেই। ২০০৯ সালে রোনাল্ডো রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার পর শুরু হয় আধুনিক ফুটবলের স্বর্ণযুগ যেখানে মেসির বার্সেলোনা বনাম রোনাল্ডো রিয়ালের প্রতিটি এল ক্লাসিকো হয়ে উঠত মহারণ। জাতীয় দলের হয়ে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে তাঁরা একে অপরের বিরুদ্ধে নেমেছেন দু'বার, যেখানে উভয়েই একটি করে ম্যাচ জিতেছেন।

'দলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পেসার কে?'

ভুবি ফিরতেই সামি-সিরাজকে নিয়ে প্রশ্ন তুললেন জাফর

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৮ অক্টোবরঃ দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন। আগামী ২২ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতের জার্সিতে ফের দেখা যাবে ভুবনেশ্বর

কুমারকে। ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের আগে পেস বোলিং লাইন-আপ নিয়ে নির্বাচকদের দুশ্চিন্তাই নাকি ভুবনেশ্বরের দরজা খুলে দিয়েছে। ফিটনেস প্রমাণ করতে পারলে জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে তাঁর জুটি বাঁধার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। আর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাতে গিয়েই বোর্ডের নির্বাচক কমিটিকে একহাত নিলেন প্রাক্তন তারকা ওয়াসিম জাফর। তাঁর প্রশ্ন, দলে বুমরাহর পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পেসার কারা? মহম্মদ সামি বা মহম্মদ সিরাজকে কেন নিয়মিত খেলানো হচ্ছে না? দীর্ঘদিন পর ভুবনেশ্বরের ডাক পাওয়া প্রসঙ্গে জাফর নিজের ইউটিউব চ্যানেলে রীতিমতো চাঁচাছোলা ভাষায় বলেন, ''দেরিতে হলেও কাজটা ভাল হয়েছে। ভুবনেশ্বর এই সুযোগের যোগ্য। ওকে দলে ফিরিয়ে কেউ কোনও দয়া করেনি। ওর ফিটনেস ভাল, পারফরম্যান্সও ধারাবাহিকভাবে করে আসছে। আইপিএল থেকে শুরু করে উত্তরপ্রদেশের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে-সব জায়গাতেই ও নিজেকে প্রমাণ করেছে। তা সত্ত্বেও কেন বাদ দেওয়া হয়েছিল, সেটা আমার কাছে একটা বড় রহস্য।'' তরুণদের পাশাপাশি অভিজ্ঞতার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে প্রাক্তন ওপেনারের সংযোজন, ''বয়সটাকে সরিয়ে রাখা উচিত। দলে তরুণদের দরকার ঠিকই, কিন্তু যারা ভাল খেলছে, তাদের ব্রাত্য করে রাখা যায় না। চূড়ান্ত চাপের মুহূর্তে অভিজ্ঞতারই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। শুধু তরুণদের নিয়ে দল গড়া যায় না। তারুণ্য এবং অভিজ্ঞতার সঠিক ভারসাম্য থাকা জরুরি।'' ভুবনেশ্বরের প্রশংসা করলেও, দেশের দুই প্রতিষ্ঠিত পেসারের অনুপস্থিতি নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ জাফর। তাঁর নিশানায় সরাসরি বিসিসিআই নির্বাচকরা। সিরাজকে কেন পর্যাপ্ত ম্যাচ খেলানো হচ্ছে না, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন তিনি। জাফরের কথায়, ''আপনারা সিরাজকে নিয়মিত গেম-টাইম দিচ্ছেন না। আমার মাথায় ঢুকছে না, দলে আপনাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পেসার ঠিক কে! ওয়ানডে দলে গুরনুর ব্রার, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ বা নীতীশ রেড্ডিদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু টিম ম্যানেজমেন্ট হয়তো এখনও তাদের উপর পুরোপুরি ভরসা রাখতে পারছে না।'' ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলা হবে আফ্রিকার মাটিতে। সেখানকার পিচে পেস ও বাউন্স নির্ণায়ক ভূমিকা নেবে। তার আগে পেস আক্রমণ গোছানোর স্পষ্ট পরামর্শ দিয়েছেন জাফর। তিনি জানিয়ে দেন, ''বিশ্বকাপ খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। আমার মতে ওয়ানডে দলে সামির থাকা উচিত। ওর মতো কোয়ালিটি পেসার থাকলে তাকে খেলানোই দস্তুর। আমার প্রথম পছন্দ বুমরাহ, সামি এবং সিরাজ। বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর আমি দল পুনর্গঠন নিয়ে ভাবব।'' টেস্ট ক্রিকেটেও সামিকে দ্রুত ফেরানোর দাবি তুলেছেন তিনি। চোট সারিয়ে এই মুহূর্তে সামি মাঠে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। জাফরের সাফ কথা, ''আমি অনেক দিন ধরেই টেস্ট দলে সামির কামব্যাকের অপেক্ষায় রয়েছি। যখনই দল ঘোষণা হবে, আমার চোখ থাকবে সামি এবং আকিব নবির দিকে। এখানে যদি সামিকে অবহেলা করা হয়, তবে ওর জন্য জাতীয় দলের দরজা বোধহয় চিরতরেই বন্ধ হয়ে যাবে।''

ছ'মাস নির্বাসনের মুখে রোনাল্ডো!

সংবাদ সংস্থা, তুরিন, ৮ অক্টোবরঃ নির্বাসনের মুখে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পর্তুগালের শিবির ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনায় তারকা ফুটবলারের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ছয় মাসের নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে। গত মাসে কোচ জর্জ জেসুসের সঙ্গে মতবিরোধের পর জাতীয় দলের শিবির ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন রোনাল্ডো। তবে নিজের সিদ্ধান্তের জন্য সমর্থক এবং সতীর্থদের কাছে ক্ষমা চেয়ে রোনাল্ডো নিজেই জানিয়েছেন, তাঁকে জরিমানা করা হলে তিনি সেটা মেনে নেবেন। তিন সপ্তাহের আন্তর্জাতিক বিরতিতে পর্তুগালের নেশনস লিগের মাত্র একটি ম্যাচ খেলেছিলেন সিআরসেভেন। কোপেনহেগেনে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে ৪-২ গোলে জয়ের ম্যাচে তাঁকে প্রথম একাদশে রাখা হয়নি। এরপরই জাতীয় দলের শিবির ছেড়ে চলে যান রোনাল্ডো। পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশনের শৃঙ্খলাবিধির ১৬০ নম্বর ধারা অনুযায়ী, জাতীয় দলের কোনও ফুটবলার যথাযথ কারণ ছাড়া অনুশীলন, ম্যাচ বা দলের কোনও কার্যক্রমে অনুপস্থিত থাকলে তাঁকে এক থেকে ছয় মাসের জন্য নির্বাসিত করা যেতে পারে। এর পাশাপাশি জরিমানার ব্যবস্থাও রয়েছে। তবে পর্তুগিজ সংবাদমাধ্যম 'আ বোলা'-র আইন বিশেষজ্ঞ গঞ্জালো আলমেইদার মতে, রোনাল্ডোর ক্ষেত্রে শাস্তির মেয়াদ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। আলমেইদা ফিফার বিচারকও। তিনি জানিয়েছেন, গত মাসে জাতীয় দলের শিবির ছাড়ার মুহূর্ত থেকেই রোনাল্ডোর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে। আলমেইদা বলেন, এরপর পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কাউন্সিল আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু করবে। রোনাল্ডোকে নিজের বক্তব্য জানানোর সুযোগ দেওয়া হবে। এরপর দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। তবে রোনাল্ডোর জন্য স্বস্তির জায়গাও রয়েছে।

আইএফএ শিল্ড মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অক্টোবরঃ ফুটবল উৎসবের এমন আবহে ডার্বির স্বাদ মিলে গেলে বাঙালির কাছে তার চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী! ব্রাজিল-উরুগুয়ের ফুটবল-উন্মাদনার মধ্যেই হাজির মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। মরশুমের পরিসংখ্যানও বলছে, লড়াইয়ে এখনও কেউ কাউকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি। কলকাতা লিগে ড্র। ডুরান্ড কাপে একবার করে জয়। দু'দলই জিতেছে একটি করে ম্যাচ। তবে সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের বিচারে ইস্টবেঙ্গলকে অনেকেই এগিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ডার্বিতে যে কোনও দলই এগিয়ে থাকে না, তা আবারও প্রমাণ করল এই ম্যাচ। শিল্ড জিতে ৫০ বছরের ইতিহাস ফেরাল মোহবাগান। এদিন শুরু থেকেই দু'দলের খেলাতেই আগ্রাসী মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। ৬ মিনিটেই গোলের সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। রামিরেজের বাড়ানো বল ধরে বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন এডমুন্ড। ডান দিকে বল রাখলেও তাঁর শট আটকে দেন বিশাল কাইথ। ১৫ মিনিটে পালটা আক্রমণ মোহনবাগানের। মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে উঠে ইস্টবেঙ্গলের দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে এগিয়ে যান লি এরউইন। তবে তাঁর শটে জোর না থাকায় সহজেই তা তালুবন্দি করেন ফুরবা লাচেনপা। ৩৬ মিনিটে ফের দূরপাল্লার শটে গোলের চেষ্টা মোহনবাগানের। রশিদের ভুল পাস থেকে বল পেয়ে ছাংতেকে দেন জেলকোভিচ। মাঝমাঠের কাছাকাছি জায়গা থেকে ছাংতের দূরপাল্লার জোরালো শট অবশ্য দুর্দান্ত দক্ষতায় বিপদমুক্ত করেন লাচেনপা। এক মিনিট পরেই ফের ইস্টবেঙ্গল গোলকিপারের পরীক্ষা নেন সাহাল। বক্সের ডান দিক থেকে তাঁর নিচু হাফ-ভলি বাঁ দিকের পোস্ট লক্ষ্য করে এগোলেও দুরন্ত দক্ষতায় বাঁচান ইস্টবেঙ্গল গোলকিপার। এতক্ষণ যে চাপ তৈরি করছিল মোহনবাগান, তারই ফল হাতেনাতে মেলে বিরতির ঠিক আগে। ৪৫ মিনিটে গোল করে সবুজ-মেরুনকে এগিয়ে দেন জেলকোভিচ। বক্সের বাইরে ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সের ভুল থেকে বল পেয়ে যান সাহাল। তিনি চিপ করে বল তুলে দেন সমিরের উদ্দেশে। সুযোগ বুঝে বল নিয়ে সোজা বক্সে ঢুকে পড়েন বসনিয়া-হার্জেগোভিনার ফুটবলার। ঠান্ডা মাথায় বল জড়িয়ে দেন জালে। ডার্বির প্রথমার্ধ শেষ হয় মোহনবাগানের ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকা অবস্থায়। তবে প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম একাদশে আনোয়ার আলি না থাকায় বারবার সমস্যার মধ্যে পড়েছে লাল-হলুদ রক্ষণ। দ্বিতীয়ার্ধে তাঁকে নামালেন না ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিয়ো লোপেজ হাবাস। দ্বিতীয়ার্ধে গোলমুখ খুলতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। ৪৮ মিনিটে সাহাল ক্রস ধরতে গিয়ে লাচেনপার সঙ্গে ধাক্কা খান। ৫৫ মিনিটে রামিরেজের বাড়ানো বল ধরে বক্সে ঢুকেও সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি এডমুন্ড। ৫৮ মিনিটে পিভি বিষ্ণু ও আকে লোবাকে নামান হাবাস। অন্যদিকে ৬৬ মিনিটে সাহালের বদলে মনবীরকে নামান পানোস। তার আগে অবশ্য সন্দীপ মান্ডির সঙ্গে মাথা ফাটে দ্রাজিচের। তবু লড়াই ছেড়ে যাননি। তাঁর শরীরী ভাষা যেন কথা বলছিল। যেভাবে ফেয়ার ট্যাকেলে গেলেন, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। ৬৭ মিনিটে পোলিশ স্টাইকাত জিওলিনস্কির হেড দুরন্ত দক্ষতায় বাঁচান বিশাল। পরের মিনিটে ছাংতের শটও লক্ষ্যভ্রষ্ট। ৭০ মিনিটে জোড়া বদল

করেন পানোস। লি এরউইন ও ছাংতের জায়গায় নামেন মনবীর ও অনিরুদ্ধ থাপা। ৭১ মিনিটে এডমুন্ডকে তুলে ডেভিডকে নামান হাবাস। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের খেলায় সেই তাগিদ দেখা গেল না। ফ্রিকিক পেয়েও রশিদের শট আটকে গেল মানবপ্রাচীরে। লোবা বারবার বল হারালেন, জিওলিনস্কির হেড ছাড়া উল্লেখযোগ্য সুযোগও তৈরি করতে পারল না লাল-হলুদ। ক্লান্ত, ছন্দহীন ফুটবলে ম্যাচের শেষটাও হয়ে উঠল বিবর্ণ। শেষ পর্যন্ত ২০২৫-এর পর ২০২৬-এও আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে ট্রফি ঘরে তুলল মোহনবাগান। এই নিয়ে ২২ বার শিল্ড জিতল সবুজ-মেরুন। নতুন কোচ পানোসেরও এটাই প্রথম ট্রফি। ডুরান্ড হারের জবাব আইএফএ শিল্ডে দিল মোহনবাগান। ১৯৭৬ সালের পর কলকাতা লিগের সঙ্গে আবার আইএফএ শিল্ডও একই মরশুমে সবুজ-মেরুন তাঁবুতে এল।

মেসির মতো আবেগঘন বিদায় রোনাল্ডো না পাওয়ায় খারাপ লাগছে লিনেকারের

জাতীয় দলকে এখনও বিদায় বলেননি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, বরং কয়েকদিনের টানাপোড়েনের পর দীর্ঘ বিবৃতিতে কোচের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করে দেশের হয়ে খেলা চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন তিনি। তবে তার বয়স ও বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায়, অনেকেই তার আন্তর্জাতিক ফুটবলের ক্যারিয়ারের শেষ ধরে নিচ্ছেন। ফুটবলের এক মহাতারকার এমন তিক্ততায় ভরা বিদায় পীড়া দিচ্ছে গ্যারি লিনেকারকে।

নিজস্ব প্রতিবেদন

পর্তুগাল জাতীয় দলের প্রধান কোচ জর্জে জেসুসের বিরুদ্ধে 'শর্ত ভঙ্গের' অভিযোগ এনে মঙ্গলবার প্রায় দু'হাজার শব্দের বিবৃতি দেন রোনাল্ডো। যেখানে কোচের প্রতি তার ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে প্রবলভাবে। এর কয়েক ঘণ্টা পর আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস আইরেসে বসে তাদের মহানায়ক লিওনেল মেসির বিদায় আয়োজন। বর্ণাঢ্য আয়োজনে দেশের মাঠে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে শেষবারের মতো মাঠে নামেন মেসি। বেনিনের বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানের জয়ে একটি গোল করে ও দুটি করিয়ে আরও একবার নায়কের বেশেই মাঠ ছাড়েন তিনি। বিদায়বেলায় তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে, তাকে বিদায় জানাতে এসে কান্না করেন হাজারো ভক্ত। গত দুই দশকের অধিকাংশ সময় ফুটবলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় লড়াই ছিল এই দুই জনের। তাদের দলের পাশাপাশি ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফুটবলকে আরও মহিমান্বিত করে তোলে। তাই শেষবেলায় দুজনের 'দু'রকম বিদায়' মানতে পারছেন না লিনেকার। আন্তর্জাতিক ফুটবলের রেকর্ড ১৪৬টি গোল করা রোনাল্ডোর

শেষটাও এমনই হওয়া উচিত ছিল বলেন করেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক। আমার মতে, ''এটা দুঃখজনক কারণ অসাধারণ এক ক্যারিয়ার তার। আর পাঁচ-দশ বছর পর, কেউ এখনকার এই ঘটনা (কোচের সঙ্গে রোনাল্ডোর সম্পর্কের তিক্ততা এবং তার দল ছেড়ে চলে যাওয়া) মনে রাখবে না। আমরা কেবল মনে রাখব, সে কতটা দুর্দান্ত খেলোয়াড় ছিল। কিন্তু মেসির বিদায়ী আয়োজনে দৃষ্টি রাখলে দেখবেন, সবকিছু কত সুন্দর ছিল। আমার মতে, ক্রিশ্চিয়ানোরও একইরকম প্রাপ্য।'' ক্যারিয়ারে রেকর্ড আটটি ব্যালন ডি'র জিতেছেন মেসি, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পাঁচবার রোনাল্ডো। দেশকে দুটি কোপা আমেরিকা ও একটি বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন মেসি। রোনাল্ডো অবশ্য বিশ্বকাপ জিততে পারেননি, তবে তার নেতৃত্বেই প্রথম ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে পর্তুগাল। গত বিশ্বকাপের পর পর্তুগাল জাতীয় দলের দায়িত্ব নেন জর্জে জেসুস, এই কোচের হাত ধরেই আল নাসর গত মরসুমে সৌদি প্রো লিগের শিরোপা জয়ের স্বাদ পান রোনাল্ডো। জাতীয় দলেও এই পর্তুগিজের কোচিংয়ে রোনাল্ডো প্রথম ম্যাচ স্বাভাবিকভাবেই কাটে। যদিও ওয়েলসের বিপক্ষে ওই ম্যাচে একাধিক সহজ সুযোগ নষ্ট করেন রোনাল্ডো। পরের ম্যাচে নরওয়ের বিপক্ষে শুরু থেকে বেঞ্চে ছিলেন তিনি, বিবৃতিতে তিনি নিজেও বলেছেন, শুরুতে এমন পরিকল্পনা ছিল। তবে আগের দিন কোচ নাকি নিজেই তাকে বলেন, ৩০ মিনিটের জন্য তার মাঠে নামতে হতে পারে। দ্বিতীয়ার্ধে তাকে ওয়ার্মআপও করতে দেখা যায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর মাঠে নামা হয়নি। এতে অপমানবোধ করেন রোনাল্ডো এবং পরে কোচের সঙ্গে আলোচনা শেষে তিনি কিছু শর্ত জুড়ে দেন। রোনাল্ডোর দাবি, কোচ জেসুস কথা দিয়েও শর্ত পূরণ করেননি, আর তাই ডেনমার্ক ম্যাচের আগের দিন ক্যাম্প ছেড়ে চলে যান তিনি। সবকিছু মিলে পরিস্থিতি নাজুক মোড় নিয়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে ৪২ বছর পূর্ণ হবে রোনাল্ডোর। বয়সের ভার বইয়ে আবার তার শীর্ষ পর্যায়ে ফেরার সম্ভাবনা তাই অনেকেই কম দেখছেন।

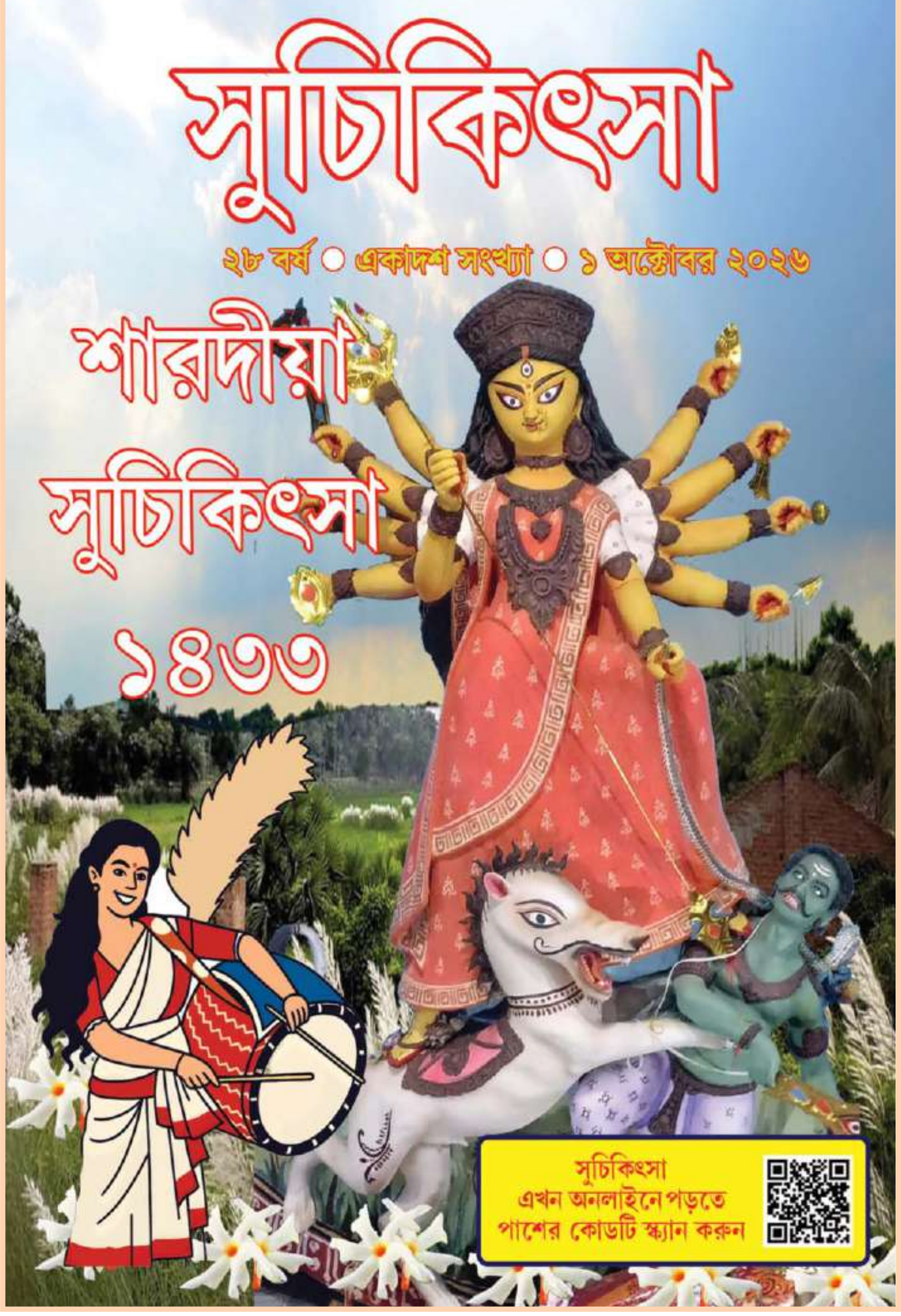

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com